EXILE OF RAMA

BY

SRIMANTA BIDYABHUSHAN.

রাম-বনবাস

শ্রী শ্রীমন্ত বিদ্যাভূষণ সঙ্কলিত।

অষ্টম সংস্করণ।

CALCUTTA:

PRINTED BY BIHARI LAL BANURJI

AT MESSRS J. G. CHATTERJEA & CO'S PRESS,

44, AMHERST STREET,

Published by the Sanskrit Press Depository,

148, Baranoshi Ghose's Street.

1888.

বিজ্ঞাপন।

সূর্য্যবংশাবতংস রাজা রামচন্দ্রের পবিত্র চরিত্রের যে ভাগ আলোচনা করা যায় তাহাই অসাধারণ ও চমৎকারজনক ; বিশেষতঃ রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে বর্ণিত বনবাসবৃত্তান্তে তাঁহার অলৌকিক পিতৃভক্তি, মাতৃস্নেহ, ভ্রাতৃবৎসলতা, সত্যপরায়ণতা প্রভৃতি সদ্‌গুণের ভূয়িষ্ঠ পরিচয় পাওয়া যায়। এই হেতু গুঞ্জনগরাধিপতি শ্রীল শ্রীযুক্ত রাজা ইন্দ্রভূষণ দেব রায় মহোদয় আমাকে রামচন্দ্রের চরিত্রের অংশ বাঙ্গালা ভাষায় রচনা করিতে অনুরোধ করেন। সেই অনুরোধের বশবর্ত্তী হইয়া আমি এই 'রামবনবাস' প্রবন্ধ প্রণয়ন করি। ইহাতে মূল সংস্কৃত গ্রন্থের সহিত বৃত্তান্ত সমুদায়ের ঐক্য আছে, কেবল স্থানে স্থানে বর্ণনার কিছু কিছু পরিবর্ত্তন করিয়াছি, ও রাজনীতি প্রভৃতি কএকটী বিষয়ের উপদেশ নূতন সংকলন করিয়া দিয়াছি। গ্রন্থ সমাপন করিয়া রাজা বাহাদুরের সভামণ্ডপে পাঠ করি ; সৌভাগ্যক্রমে তিনি শুনিয়া যথেষ্ট প্রীতি প্রকাশ করেন এবং লোকসমাজে প্রচার জন্য মুদ্রাঙ্কনের সমুদয় ব্যয় প্রদান করেন। অতএব ইহা রাজা বাহাদুরের অনুগ্রহেই লোকের নয়নপথে উদিত হইতেছে, এক্ষণে সকলে ইহার প্রতি সস্নেহ দৃষ্টিপাত করিলেই পরিশ্রম সফল জ্ঞান করিব। এই পুস্তকের মূল্য ১৷০ পাঁচসিকা। বিদ্যালয়ের জন্য গৃহীত হইলে উহা ১৲ টাকা মূল্যে প্রদান করা যাইবেক ইতি।

মহেশপুর আদর্শবিদ্যালয়
২০শে আশ্বিন, সংবৎ ১৯১৮

শ্রীশ্রীমন্ত শর্ম্মা
মহেশপুর আদর্শবিদ্যালয়ের
প্রধান শিক্ষক।

রাম-বনবাস।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

রাজা দশরথ নববধূদিগের মুগ্ধমুখ নিরীক্ষণ করিয়া পূর্ণ-মনোরথ হইলেন, এবং মহাসমারোহে পুত্রোদ্বাহ-মহোৎসব নির্ব্বাহ করিয়া, মনের সুখে কালযাপন করিতে লাগিলেন। রাজমহিষীরা নববধূদিগকে বসন-ভূষণে সুসজ্জিত করিয়া, কন্যাজনয়িত্রী না হইয়াও, কন্যালালন-সুখে সময়ক্ষেপ করিতে লাগিলেন। রাজ-কুমারেরা অভিমত বধূর পাণিগ্রহণ করিয়া, পিতা বিদ্যমান থাকায় নিশ্চিন্ত-চিত্তে বিষয়সুখভোগে সময় অতিবাহন করিতে লাগিলেন। প্রজাবর্গ রাজার শাসন-গুণে সুখসচ্ছন্দে দিনপাত করিতে লাগিল। ফলতঃ শুভ-সময়গুণে সর্ব্ব-প্রকার সুখ, সম্পদ্বন্ধুবর্গের ন্যায়, অযোধ্যাধামে উপস্থিত হইয়াছিল।

অনন্তর অশ্বক-দেশের অধিপতি কেকয় নরপতি দৌহিত্র-স্নেহের পরতন্ত্র হইয়া, তাঁহাদিগকে স্বীয় রাজ-ধানীতে আনয়ন করিবার মানসে দশরথ-সকাশে অনুরোধ করিয়া পাঠান। রাজা দশরথ চারিটী পুত্রকেই সমান স্নেহ ও সমান আদর করিতেন, কাহাকেও চক্ষুর অন্তরালে রাখিতে ভাল বাসিতেন না। তাঁহারা তাঁহার বৃদ্ধ-

বয়সের সন্তান। সর্ব্বদা সন্নিধানে থাকিয়া সুখসচ্ছন্দে আহার বিহার করিয়া বেড়ান ইহাই তাঁহার ইচ্ছা। অপত্য-স্নেহের বশ্যতা প্রযুক্ত মাননীয় কুটুম্বের অভ্যর্থনা ভঙ্গ করা শিষ্টাচার-বিরুদ্ধ বিবেচনা করিয়া, তিনি অগত্যা ভরতকে কেকয়-রাজধানীতে পাঠাইতে সম্মত হইলেন। কিন্তু রাম যেমন লক্ষ্মণকে ভাল বাসিতেন, ভরতও তদ্রূপ শত্রুঘ্নকে স্নেহ করিতেন, লক্ষ্মণ যেমন রামের অনুগত, শত্রুঘ্নও তদ্রূপ ভরতের বশবর্ত্তী ছিলেন। সৌভ্রাত্র-গুণে তাঁহারা পরস্পর একান্ত সম্বদ্ধ থাকিলেও, যজ্ঞীয় চরুর বিভাগানুসারে লক্ষ্মণ রামে ও শত্রুঘ্ন ভরতে অধিকতর অনুরক্ত ছিলেন। সুতরাং ভরত মাতুলালয়ে গমন করিবার সময় শত্রুঘ্নকে সমভিব্যাহারে লইয়া গেলেন।

এক দিন পরাহ্নে সভা-মণ্ডপে পৌরবৃদ্ধেরা বৃদ্ধ রাজার সমীপে রামচন্দ্রের গুণগ্রামের অশেষ প্রশংসা করিয়া তাঁহার যৌবরাজ্যাভিষেক প্রার্থনা করিলেন। রাজা সাদর-বাক্যে তাঁহাদিগের প্রস্তাব অনুমোদন করিয়া সভা-ভঙ্গ করিলেন। অনন্তর অন্তঃকরণে ঐ কথার আন্দোলন করিতে করিতে অন্তঃপুরে প্রবেশিয়া সায়ন্তনী ক্রিয়া-সমাপনপূর্ব্বক বিশ্রামার্থ শয়ন করিলেন এবং যথানিয়মে নিদ্রাসুখ অনুভব করিয়া মন্ত্রচিন্তার প্রকৃত সময় নিশা-শেষে জাগরিত হইলেন। পরে সুষুপ্তিসম্ভূত বিশুদ্ধবুদ্ধির সহকারে মনে মনে বিবেচনা করিতে লাগিলেন, আমি প্রাচীন হইয়াছি, বৃদ্ধাবস্থায় রাজকার্য্য প্রকৃতরূপে সম্পা-দিত হয় না, জরা মন স্থির করিতে দেয় না; যদিও কোন বিষয় বহুকষ্টে চিন্তা করিয়া আনি, সহসা চিত্ত-ব্যাসঙ্গ উপস্থিত হইয়া তাহা বিস্মরণ করাইয়া দেয়।

শরীর জীর্ণ হওয়ায় আলস্য, প্রিয় সহচরের ন্যায়, এক-ক্ষণও আমায় পরিত্যাগ করে না ; ইন্দ্রিয় সকল চিরকাল কার্য্য করিয়া বিকল ও নিস্তেজ হইয়াছে। পরাক্রম-সাধ্য সাহসিক কার্য্যে আর উৎসাহ জন্মে না। এ সময় নিশ্চিন্ত থাকাই একান্ত অভিলষণীয়। কিন্তু বিষয়লালসা এখনও বলবতী থাকিয়া বিষয়ত্যাগ করিতে দিতেছে না। সামান্য সূত্রে ক্রোধ প্রাদুর্ভূত হইয়া এরূপ চিত্ত-চাপল্য জন্মাইয়া দেয় যে, ক্রোধের কারণ সমূলে উচ্ছিন্ন হইলেও অনেকক্ষণ শরীর সুস্থ বা প্রকৃতিস্থ হয় না। বস্তুতঃ জীর্ণ জীব কোন কর্ম্মের নহে ; সে আপন দেহকে দুর্ব্বহ ভার-স্বরূপ জ্ঞান করে, তাহার পক্ষে রাজ্যভার বহন করা যে কত কঠিন, তাহা বলা যায় না।

প্রজাপুঞ্জের নানাপ্রকার বিবাদ ভঞ্জন করা এবং সর্ব্বদা স্বয়ং সকল বিষয়ের পর্য্যবেক্ষণ করা বলিষ্ঠের কর্ম্ম। আমার এক্ষণে তাদৃশ বল নাই ; দুর্ব্বলের রাজ্য অধিক কাল স্বায়ত্ত থাকে না। মন্ত্রীর উপর ভার দিয়া নিশ্চিন্ত থাকা মাদৃশ পুরুষের উপযুক্ত কার্য্য নহে। রাজ্য শ্রমায়ত্ত ; আমার এক্ষণে শ্রম করিবার সামার্থ্য নাই। আর যদি চিরকালই শ্রম করিতে হয়, তবে বিশ্রাম-সুখ কবে ভোগ করিব? রাজ্য-ভোগে সুখের লেশমাত্র নাই ; পরের সুখের জন্যই নিয়ত নিযুক্ত থাকিতে হয়। পরম চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্বাঙ্গীন রাজ-কার্য্যের চিন্তায় নিমগ্ন হইতে হয়। নিত্য হিত বিসর্জ্জন করিয়া অনিত্য হিতের জন্য সর্ব্বদা ব্যাপৃত থাকিতে হয়। কেবল রাজাভিমানিতা ভূপতিদিগকে প্রতারিত ও বিমোহিত করিয়া রাখে। হা কি আক্ষেপ! ভূপাল

লোকপালের অংশ, এই শূন্য-গর্ভ প্রশংসাবাক্যে প্রলোভিত হইয়া চিরকালই দুর্ব্বহ রাজ্যভার বহন করিতে হয়। প্রজারঞ্জন-খ্যাতি ক্ষিতিপতিদিগের প্রার্থনীয় বটে, কিন্তু বলিষ্ঠের ভার-বহন-প্রশংসা যত উৎসাহবর্দ্ধক, তত ভার-ক্লেশহারক নহে। এই জন্য ইক্ষ্বাকুবংশীয়েরা বিষয়-বাসনায় বিসর্জ্জন দিয়া চরমে পরম পদার্থ লাভ করিবার মানসে বানপ্রস্থ অবলম্বন করিয়া বিশ্রামসুখ অনুভব করেন। আমারও এক্ষণে বানপ্রস্থ গ্রহণের সময় উপস্থিত।

এইরূপ অনেক চিন্তার পর নরপতি স্থির করিলেন, আমি জীবিত থাকিতে থাকিতে রামকে রাজকার্য্যে বিশিষ্টরূপ পারদর্শী করিয়া দেওয়া আমার সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য হইয়াছে; অতএব রামের যৌবরাজ্যে অভিষেক করিতে বিলম্ব করা কোন ক্রমেই বিধেয় ও মন্ত্রণাসিদ্ধ নহে।

অনন্তর নিশাবসান হইল। অরুণ তমোরাশি বিনাশ করিবার মানসেই যেন ক্রোধে লোহিতবর্ণ হইল। বিহঙ্গম-কুল রঘুকুলপালকের সদভিপ্রায় অনুমোদন করিয়াই যেন সুখে কোলাহল করিয়া উঠিল। ঊষা দিবাকরকুলের সমুন্নতি চিন্তা করিয়াই যেন শিশিরবিন্দু-রূপে আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিল। সুস্নিগ্ধ প্রভাতবায়ু মঙ্গল-সংবাদ বিতরণ করিতেই যেন ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে লাগিল। কমলিনী মিত্রদর্শনে মলিন ভাব পরিত্যাগ করিয়া প্রফুল্ল হইয়া উঠিল।

রাজা শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিলেন এবং প্রাভাতিক ক্রিয়াকলাপ সমাপন করিয়া সভামণ্ডপে অধি-

ষ্ঠান পূর্ব্বক ধর্ম্মাসনে আসীন হইলেন। অনন্তর কুলগুরু বশিষ্ঠদেব, কার্য্যদর্শী বামদেব, মন্ত্রকুশল সুমন্ত্র প্রভৃতি মৌলমন্ত্রীদিগকে ও চাতুর্ব্বর্ণের প্রধান প্রধান লোকদিগকে সম্বোধন পূর্ব্বক, স্নিগ্ধগম্ভীরস্বরে সভামণ্ডপ প্রতিধ্বনিত করিয়া কহিলেন, আমি কোন বিষয়ে আপনাদিগের পরামর্শ লইতে ইচ্ছা করি, কেবল আপনাদিগের মত জানিবার জন্যই অগ্রে স্বমত ব্যক্ত করিতেছি। ভয়ে বা অন্য কারণে রাজার মত অভ্রান্ত বোধ করা ধীমানের উচিত নহে। যাহা সাধারণের হিতকর ও যুক্তিসিদ্ধ, তাহাই রাজার আদরণীয় ও অনুষ্ঠেয়। রাজা ও প্রজা উভয়ই পরস্পরের নিকট ঋণী আছেন; রাজা অপত্য-নির্ব্বিশেষে পালন করিয়া পালন-ঋণ হইতে মুক্ত হন, প্রজাও রাজার প্রতি অকৃত্রিম পিতৃভক্তি প্রদর্শন করিয়া প্রত্যুপকার-ঋণ হইতে মুক্ত হন। যে স্থানে রাজা ও প্রজা পরস্পরের হিতসাধনে তৎপর, সেই স্থান সকল সুখের নিধান ও নিরাপদ্ প্রদেশের প্রধান বলিয়া গণ্য হয়।

আমি বিশেষরূপে অবগত আছি যে, রাজাদিগকে প্রজা হইতে সর্ব্বদা ভীত থাকিতে হয়, রাজারা যত প্রকার অপায় আশঙ্কা করেন, প্রজা হইতে যে অপায় উদ্ভাবিত হয়, তাহাই সর্ব্বাপেক্ষা বলবান্। প্রজাই রাজার প্রধান সহায়; প্রজার সুখই রাজার সুখ; প্রজার দুঃখই রাজার দুঃখ; প্রজার বিপদ্ই রাজার বিপদ্; প্রজার সুখ-সাধনই রাজার রাজ্যশাসন; প্রজার প্রিয় কার্য্যই রাজার স্বকার্য্য; প্রজার দুঃখ-মোচনই রাজার সংকল্প; প্রজার উপদ্রব-নিবারণই রাজনিয়মের উদ্দেশ্য; প্রজার

অনুরাগই রাজার প্রধান বল। ফলতঃ রাজার সকল বিষয়ই প্রজায়ত্ত, কেবল প্রভুতা নিজায়ত্ত। যে প্রভুতা হইতে প্রজাদিগের ভক্তি, প্রীতি ও ভীতি উৎপন্ন হইয়া থাকে, তাহাই প্রকৃত প্রভুতা। যিনি এই রাজনৈতিক রহস্য অবগত আছেন, তিনিই রাজ্য-শাসনের উপযুক্ত পাত্র। রামে এই নিগূঢ় তত্ত্বের অভিজ্ঞতা লক্ষিত হইয়া থাকে, অতএব রামেরে যৌবরাজ্যে অভিষেক করা আমার বাসনা।

রাজ্যসংক্রান্ত কোন সামান্য কার্য্যই হউক, অথবা গুরুতর ব্যাপারই হউক, সাধারণের সম্মতি ব্যতিরেকে তাহা অনুষ্ঠিত হওয়া উচিত নহে। আর, আমি বৃদ্ধ হইয়াছি, এক্ষণে আমার সর্ব্বাঙ্গীন বিষয়চিন্তায় নিয়ত ব্যাপৃত থাকা কর্ত্তব্য নহে। পারত্রিক চিন্তায় মনোনিবেশ করা এ বয়সের অনুরূপ কর্ম্ম। আমার চারি পুত্র। সর্ব্বজ্যেষ্ঠ রাম; শাস্ত্রানুসারে তিনিই রাজাসনের অধিকারী। আমার অন্য পুত্রেরাও রামের সৌভ্রাত্রগুণে বদ্ধ ও তাঁহার নিতান্ত অনুগত; তাহারা আমাকে যেরূপ ভক্তি করে, রামকেও সেই রূপ শ্রদ্ধা করিয়া থাকে। পণ্ডিত-মণ্ডলী রামের বিদ্যাবুদ্ধির ও গুণগ্রামের অশেষ প্রশংসা করিয়া থাকেন। মন্ত্রিবর্গ রামের কার্য্যদক্ষতার সমধিক সুখ্যাতি করেন। সম্প্রতি প্রজাবর্গও রামকে যুবরাজ করিতে অনুরোধ করিয়াছেন। অতএব যদি আপনাদিগের মত হয়, তবে রামেরে যৌবরাজ্যে অভিষেক করিয়া দুর্ব্বহ রাজ্যভার হইতে অপসৃত হই, এবং শেষাবস্থায় বানপ্রস্থ অবলম্বন করিয়া নিশ্চিন্তচিত্তে বিশ্রামসুখ সম্ভোগ করি।

রাজার বচনাবসানে বশিষ্ঠদেব দণ্ডায়মান হইয়া মন্দ্রমধুরস্বরে সভাস্থ সমস্ত লোককে অনন্যমনা করিয়া বলিলেন, মহারাজ! আপনি যেমন বংশে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছেন, আপনার বাক্যগুলি তদনুরূপই হইয়াছে। যখন রামের যৌবরাজ্যে অভিষেক প্রকৃতিপুঞ্জের প্রার্থনীয় হইয়াছে, তখন এবিষয়ে আপনার অভ্যর্থনা শিষ্টাচারমাত্র। মহারাজ! আমরা যাহা প্রস্তাব করিব ভাবিয়াছিলাম, আপনি তাহারই উল্লেখ করিলেন; সুতরাং আমাদিগের বক্তব্য ও প্রার্থয়িতব্য আর কিছুই দেখিতেছি না। রামচন্দ্র অনেক দিন হইতেই রাজ্যভার গ্রহণ করিবার উপযুক্ত পাত্র হইয়াছেন, পাছে আপনার চিত্তখেদ জন্মে, এই ভাবিয়া আমরা রামাভিষেক-সম্ভূত আনন্দোৎসব দেখিতে তত ব্যগ্রতা প্রকাশ করি নাই। রামের পবিত্র চরিত্র ও অলৌকিক গুণে সকলেই বশ্যভাব অবলম্বন করিবে; রামের স্বভাবসিদ্ধ সুশীলতায় সকলেই চিরানুগত থাকিবে। আপনি জানেন যে, নিয়মবন্ধন অপেক্ষা সুশীলতাবন্ধন অত্যন্ত দৃঢ়। আর, রাম মহাজনবহুমত অপক্ষপাতিতার সহিত রাজকার্য্যের যত পর্য্যালোচনা করিবেন, এবং প্রজার সুখসমৃদ্ধিবৃদ্ধির প্রতি যত দৃষ্টি রাখিবেন, ততই বিচার কার্যে বিচক্ষণ ও প্রজারঞ্জনে সুনিপুণ হইয়া উঠিবেন। বিশেষতঃ আপনি পরিদর্শক থাকিলে, রামের রাজকর্ম্মে অনেক সুব্যবস্থা হইবে। উপরে কর্ত্তৃপক্ষ আছেন ভাবিয়া, লোকনিন্দার ভয় রাখিয়া, এবং উত্তমরূপ কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিবার চেষ্টা করিয়া, যাঁহারা কার্য্য করিতে আরম্ভ করেন, তাঁহাদের অনুষ্ঠিত কার্য্যগুলি সুচারুরূপেই সম্পন্ন হইয়া থাকে।

পঠদ্দশাতেই রামের বুদ্ধি ও তর্কশক্তির পরিচয় পাইয়াছি, রামের কোন শাস্ত্রই অবিজ্ঞাত নাই; তাঁহার বুদ্ধি কোন স্থানেই কুণ্ঠিত হয় না; অতএব সেই মার্জ্জিত বুদ্ধি নিশ্চয় রাজকার্য্যে সম্যক্ ফলোপধায়িনী হইবে। রামের পরিশ্রম করিবার অভ্যাসও বিলক্ষণ আছে; অন্যান্য রাজকুমারের ন্যায়, তাঁহার সময় আলস্যে বা বৃথাকার্য্যে অতিবাহিত হয় না। সময় যে বহুমূল্য ও অপুনরাবর্ত্তনীয় তাহা তিনি বিলক্ষণ অবগত আছেন, নতুবা এত অল্প বয়সে বহুদর্শী ও অশেষ বিদ্যায় পারদর্শী হইবেন কেন?

মহারাজ! শুভকর্ম্মে ক্ষণবিলম্ব বিধেয় নহে। ক্ষিপ্রকারিতা রাজনীতির একটী প্রধান অঙ্গ। যাহা মন্ত্রণাসিদ্ধ হইল, সত্বর তাহার অনুষ্ঠান না করিয়া বিলম্ব করিলে কাঙ্ক্ষিত-ফল-লাভে বঞ্চিত হইতে হয়। সম্প্রতি মধুর বসন্ত সময় চৈত্রমাস উপস্থিত। এ সময় শীত-গ্রীষ্মের সন্ধিস্থান। দিবামান রাত্রিমান উভয়ই সমান; শীত-গ্রীষ্মের সমান ভাব; জলদজালের অত্যাচার প্রায় দৃষ্ট হয় না; সর্ব্বপ্রকার শস্য সুলভ। এই কালে শারীরিক পরিশ্রম করিলে শরীর সুস্থ ও বলিষ্ঠ হয়। পরিশ্রম করিলেও শ্রমবোধ হয় না, এজন্য প্রমোদকর কার্য্যের এই প্রকৃত সময়। মহারাজ! পরশ্ব চন্দ্রমাসহ পুষ্যার যোগ আছে। ঈদৃশ শুভদিনের সংযোগ হওয়া দুর্ঘট। অতএব পরশ্বই অভিষেকের দিন অবধারিত করুন। আপনি ঐ দিনে শুভক্ষণে রামেরে যৌবরাজ্যে অভিষেক করিয়া পূর্ণমনোরথ হইবেন। আমরাও বৎসকে নৃপাসনে আসীন দেখিয়া দর্শনীয় দর্শনে নয়ন-যুগল সার্থক করিব। সময়ের স্বল্পতা নিবন্ধন এবংবিধ মহৎ কার্য্যে সমারোহের

ত্রুটি হইবে সে আশঙ্কা করিবেন না। ক্রমশঃ উদ্যোগ করিয়া কার্য্য করা মধ্যবিত্ত লোকের কর্ম্ম। আপনি সসাগরা সদ্বীপা বসুন্ধরার অদ্বিতীয় অধীশ্বর। আপনার কার্য্য-সমাধানি-প্রণালী সাধারণের দৃষ্টান্তানুসারিণী নহে। রাজন্যবর্গকে জানাইতেও বিলম্ব হইবে না; সকলেই ভবদীয় প্রসাদ-প্রার্থনায় এই স্থানে উপস্থিত আছেন। কার্য্যচতুর রাজকিঙ্করেরা বর্ষসাধ্য কার্য্য স্বল্পদিনে সুসম্পন্ন করিতে সমর্থ। রাজাকে কোন কর্ম্ম স্বহস্তে করিতে হয় না; রাজশাসন ও রাজাজ্ঞাই রাজার অভীপ্সিত কর্ম্ম নিষ্পন্ন করিয়া দেয়। মহারাজ! আপনার আদেশ প্রাপ্ত হইলেই, কর্ম্মচারিগণ যাবতীয় অভিষেক-সামগ্রী এই অল্প কালের মধ্যেই সংগৃহীত করিয়া দিবে। এইরূপ বলিয়া, বশিষ্ঠদেব আসনে উপবিষ্ট হইলে, সকলেই প্রীতি-প্রফুল্ল-নয়নে তদীয় বাক্য অনুমোদন করিলেন।

সভাস্থ সমস্ত জনের মত অবগত হইয়া কুলগুরুর নিকট বিদায় গ্রহণপূর্ব্বক সভাভঙ্গ করিয়া রাজা দশরথ উল্লসিত-মনে বিলাসভবনে গমন করিলেন। অনন্তর সাদরবচনে সুমন্ত্রকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, সুমন্ত্র। কুলগুরুর অভিপ্রায় বিদিত হইয়াছ, এক্ষণে সর্ব্বাধিকারীদিগকে বল, অদ্য হইতে যেন তাঁহারা অভিষেকসামগ্রীর আহরণে ও ইতিকর্ত্তব্যতাসম্পাদনে বিলম্ব না করেন। আর, রামেরে রাজপরিচ্ছদ পরিধান করাইয়া এই স্থানে আনয়ন কর, তাঁহাকে দেখিবার জন্য আমার অত্যন্ত কুতূহল জন্মিয়াছে।

সুমন্ত্র, যে আজ্ঞা মহারাজ, বলিয়া প্রস্থান করিলেন; এবং রাজার আদেশমতে ক্রমে ক্রমে সমুদায় কার্য্য সমাধান করিয়া পরিশেষে রামচন্দ্রের নিকট আসিয়া

বদ্ধাঞ্জলিপূর্ব্বক নিবেদন করিলেন, কুমার! বিলাসভবনে উপস্থিত হইতে মহারাজ আপনাকে আহ্বান করিয়াছেন। রামচন্দ্র পিতার আদেশ শুনিবামাত্র পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া সুমন্ত্র সহ রথে আরোহণ করিলেন, এবং মনে মনে আন্দোলন করিতে লাগিলেন, পিতা কি নিমিত্ত রাজবেশে যাইতে আহ্বান করিয়াছেন, তিনি কি বলিবেন, কিরূপ উত্তর করিব। সুমন্ত্রকে জিজ্ঞাসা করি, অথবা ইহাকে জিজ্ঞাসারই বা প্রয়োজন কি; নিযুক্তেরা প্রভুর আদেশ-মাত্র সম্পন্ন করে, কারণ অনুসন্ধান করে না। যাহা হউক ক্ষণকাল পরেই জানিতে পারিব, কেনই বা এত চলচিত্ত হইতেছি। সন্তান অবাধে পিতার নিকট যাইতে পারে। পিতার বাক্য পুত্রের হিতকর ভিন্ন অহিতকর নহে। বোধ হয়, নীতিশিক্ষা কিংবা উপদেশ প্রদানের জন্য মহারাজ আহ্বান করিয়া থাকিবেন। রামচন্দ্র এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে রাজপথে উপস্থিত হইলেন।

তৎকালে রামচন্দ্রকে দেখিবার জন্য রাজপথ এরূপ জনতাপূর্ণ হইয়াছিল যে, সুমন্ত্রকে বিশেষ সতর্কতার সহিত রথ চালনা করিতে হইয়াছিল। কি বালক, কি বৃদ্ধ, কি পুরুষ, কি স্ত্রী, সকলেই রাজীবলোচন রামকে বিলোকন করিবার জন্য শশব্যস্ত হইয়াছিল। তৎকালে রাজাও স্নেহ-বশতঃ এরূপ সমুৎসুকচিত্ত হইয়াছিলেন যে, রাম সমাগত-প্রায় জানিয়াও স্বয়ং বাতায়ন-কবাট উদ্ঘাটনপূর্ব্বক, রামের তৎকালীন মুখশ্রী অবলোকন করিবার নিমিত্ত অধীর হইয়াছিলেন। রামচন্দ্র প্রাসাদের উপকণ্ঠে উপ-স্থিত হইলে, রাজা তাঁহার মুখকমল অনিমেষলোচনে অনেকক্ষণ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন, বারংবার দেখিয়াও

রাজার তৃপ্তিবোধ হইল না, প্রতিদর্শনেই তাঁহার মনে নূতন নূতন ভাবের আবির্ভাব হইতে লাগিল। রামচন্দ্র স্বভাবতই প্রিয়দর্শন, তাহাতে আবার রাজপরিচ্ছদ পরিধান করিয়াছেন, সুতরাং ইন্দ্রধনু-ভূষিত নব-জলধরের ন্যায় সহস্রচক্ষুর একমাত্র লক্ষ্য হইয়া দ্বারদেশে উপনীত হইলেন, এবং রথ হইতে অবরোহণ করিয়া সুমন্ত্র সহ কৈলাস-সন্নিভ বিলাসভবনের উপরিতলে উপস্থিত হইলেন। অনন্তর রাজার চরণারবিন্দে প্রণিপাতপূর্ব্বক বদ্ধাঞ্জলি হইয়া বিনীতভাবে দণ্ডায়মান হইলেন।

রাজা স্নেহবশতঃ সিংহাসন হইতে গাত্রোত্থান করিয়া, বাহুযুগল-প্রসারণ-পূর্ব্বক রামকে ক্রোড়ে লইলেন, এবং নিমীলিতলোচনে সুতস্পর্শসুখ অনুভব করিয়া ক্ষণকাল জড়প্রায় হইয়া রহিলেন; পরে রামের মুখচন্দ্রে সতৃষ্ণ দৃষ্টিপাত করিয়া স্নেহপূর্ণবচনে বলিলেন; বৎস! পরশ্ব পুষ্যাযোগে তোমারে যৌবরাজ্যে অভিষেক করিব। তুমি আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র, এবং জেষ্ঠা মহিষীর গর্ভসম্ভূত; তুমি লোকাচারের বিষয় সবিশেষ অবগত হইয়াছ; তোমাকে উপদেশের উপযুক্ত পাত্র জানিয়া কুলগুরু সকল বিষয়ের উপদেশ দিয়াছেন; তুমিও উপদেশানুরূপ কার্য্য করিয়া থাক; তথাপি স্নেহাধিক্যবশতঃ এইমাত্র উপদেশ দিতেছি যে, আত্মনির্ব্বিশেষে প্রজাদিগকে প্রতিপালন করিবে; যে ব্যবহারে আত্মসুখানুভূতি ও সহানুভূতি হইতে পারে, প্রজার প্রতি সেইরূপ ব্যবহার করিবে। ইহাও তোমার অবিদিত নহে, যে ব্যক্তি আপনাকে শাসনে রাখিতে না পারে, পরকে শাসন করা তাহার পক্ষে অতীব দুরূহ ব্যাপার। অন্তঃশত্রু অপেক্ষা বাহ্যশত্রু অধিকতর প্রবল

নহে। যে ব্যক্তি ক্রোধাদি অন্তঃশত্রুকে সহজে জয় করিতে পারে, বহিঃশত্রু গুণলুব্ধ হইয়া তাহার সহিত মিত্রতা করিতে যত্ন করে; যে শরীরস্থ ষড়্‌রিপু দমন করিতে না পারে, সে যেন দূরস্থ প্রবল-রিপু-জিগীষায় প্রবৃত্ত না হয়।

পিতার উপদেশ ও আদেশ পুত্রের শিরোধার্য্য, এই বলিয়া রামচন্দ্র পিতৃচরণে প্রণিপাত করিলেন। অনন্তর অনুজ্ঞা গ্রহণ করিয়া বিলাসভবন হইতে স্বীয় ভবনে প্রত্যাগমন করিলেন। রাজাও অমাত্য ও মিত্রগণের সহিত অভিষেক বিষয়ক কথার আলপনে সানন্দমনে সেই দিন যাপন করিলেন।

পর দিন রামচন্দ্র পিতার চরণ বন্দনা করিতে পিতৃমন্দিরে উপস্থিত হইলেন, এবং পিতার চরণে প্রণিপাত করিয়া তদীয় অনুমতি ক্রমে আসনে উপবিষ্ট হইলেন। রাজা কাতরস্বরে বলিলেন "বৎস! গত রজনীতে দুঃস্বপ্ন দেখিয়া অন্তঃকরণ ব্যাকুল হইয়াছে। স্বপ্নে দেখিলাম, যেন দিগ্দাহে দশ দিক্ আলোকময় হইতেছে; অনর্থহেতু ধূমকেতুর উদয় হইতেছে; প্রবলবেগে উল্কাপিণ্ড ভূতলে পতিত হইতেছে, ঘোরতর নির্ঘাতরবে কর্ণকুহর বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে; বজ্রাঘাতে মহাবৃক্ষ পতিত হইতেছে; হৃৎকম্পের সহিত অনবরত ভূমিকম্প হইতেছে; নিশানাথ স্বস্থানচ্যুত হইয়া অরণ্যে প্রবেশ করিতেছেন; তদীয় শ্রী মলিনবেশে ক্রন্দন করিতে করিতে তাঁহার অনুগমন করিতেছে; নগর হইতে ক্রমাগত হাহাকার রব উঠিতেছে; রাজলক্ষ্মী শোচনীয় দশা প্রাপ্ত হইয়া রোদন করিতেছেন; মাতঙ্গতুরঙ্গগণ অজস্র অশ্রুজল বিসর্জ্জন করিতেছে। শুনিয়াছি, এই সকল অলক্ষণ এককালে

উপস্থিত হইলে, ভূপালের অমঙ্গল ও রাষ্ট্রের উচ্ছেদ হয়। এইরূপ দুঃস্বপ্ন দেখিয়া অবধি আমার অন্তঃকরণ নিতান্ত পর্য্যাকুল হইয়াছে।” এই বলিয়া ভয়কম্পিত-কলেবরে রামকে ক্রোড়ে লইয়া মুক্তাফলতুল্য অশ্রুবিন্দু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন।

রামচন্দ্র পিতার কাতর-ভাব দেখিয়া বলিলেন, “মহারাজ! কাতর হইবেন না; স্বপ্ন অমূলক চিন্তা মাত্র, উহা কোন কার্য্যকর নহে। মহর্ষি অঙ্গিরা বলিয়াছেন, দুঃস্বপ্ন কাকতালীয়বৎ কদাচিৎ সম্ভবে; তাহাতে বিচক্ষণ ব্যক্তিরা কখন ভীত হয়েন না। মহারাজ! আপনি অসাধারণ-বিদ্যাবুদ্ধি-সম্পন্ন, কার্য্যকারণ-সম্বন্ধ-পরিজ্ঞানে পারদর্শী। আপনি সংসার স্বপ্নতুল্য বলিয়া উপদেশ দিয়া থাকেন, নিদ্রাসম্ভূত স্বপ্ন অবাস্তবিক পদার্থ, উহাতে আপনার অন্তঃকরণ পর্য্যাকুলিত হইতে পারে না। আপনি বলিয়া থাকেন, অচিন্তাই দুশ্চিন্তারোগের মহৌষধ, আপনি তাহাই সেবন করিয়া নিশ্চিন্ত ও স্থিরচিত্ত হউন।”

রাজা, পুত্রের যুক্তিযুক্ত বাক্যশ্রবণ করিয়া প্রীত ও প্রকৃতিস্থ হইলেন, এবং বলিলেন “বৎস! আমার সকল অভিলাষ সম্পূর্ণ হইয়াছে, কেবল তোমারে যুবরাজ করিবার অভিলাষ অসম্পূর্ণ রহিয়াছে। অতএব অদ্য তুমি ও বধূমাতা নিয়মে থাকিবে। কল্য তোমারে যৌবরাজ্যে অভিষেক করিবার সঙ্কল্প করিয়াছি।” এই বলিয়া রাজা রাজকার্য্যে ব্যাপৃত হইলেন। রামও বিদায় গ্রহণপূর্ব্বক অন্তঃপুরে মাতৃদর্শনে গমন করিলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, জননী ভক্তি-সহকারে দেবতারাধনে প্রবৃত্ত হইয়া পুত্রের অভ্যুদয় কামনা করিতেছেন। সুমিত্রা

প্রিয় সম্ভাষণ করিবার জন্য তথায় উপস্থিত আছেন। সীতা ও লক্ষ্মণ রামের অভিষেকবার্ত্তা শুনিয়া সানন্দমনে জননী-সন্নিধানে রামের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন।

রাম উপস্থিত হইয়া জননীদ্বয়কে অভিন্নভাবে অভিবাদন করিয়া বলিলেন "মাতঃ! পিতৃদেব কল্য আমাকে যৌবরাজ্যে অভিষেক করিবেন, এজন্য ঋত্বিক্ ও পুরোহিতেরা বলিলেন, অভিষেকোচিত নিয়মবিধি অবলম্বন করিয়া আমাকে অদ্য রাত্রি যাপন করিতে হইবে, এবং সীতাও কুলোচিত স্ত্রী-সদাচারের অনুষ্ঠান করিয়া যামিনী যাপন করিবেন।"

কৌশল্যা, রামের মুখকমলবিনিঃসৃত অমৃতায়মান বচনাবলী শ্রবণ করিয়া, চিরমনোরথ পূর্ণ হইল ভাবিয়া, আনন্দ-গদ্‌গদ-স্বরে বলিলেন "বৎস! আমি তোমাকে শুভক্ষণে জঠরে ধারণ করিয়াছিলাম, তুমি গুণে মহারাজকে প্রীত ও প্রসন্ন করিয়াছ, পুষ্করাক্ষ পুরুষে তোমার অচলা ভক্তি আছে। অতএব ইক্ষ্বাকুরাজর্ষিদিগের রাজলক্ষ্মী তোমাকে আশ্রয় করুন। আমি এই আশীর্ব্বাদ করিতেছি।"

রাম-অবনত-মস্তকে মাতার আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিলেন। অনন্তর বিনয়-নম্রভাবে মাতৃদ্বয়কে অভিবাদন করিয়া লক্ষ্মণকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "তোমরা সুখে থাকিবে বলিয়া, রাজ্যে ও জীবনে আমার প্রয়োজন।" এই প্রকার স্নেহ সম্ভাষণে সুমিত্রা-নন্দনের আনন্দ বর্দ্ধন করিয়া আপন আবাসে গমন করিলেন, এবং পুরোহিতের আদেশক্রমে নিয়মক্রম অবলম্বন করিয়া রহিলেন।

পুরবাসিগণ স্ব স্ব আবাসে মনের উল্লাসে মঙ্গল উৎসব

করিতে লাগিল। পুরদ্বার কদলী-স্তম্ভে, পূর্ণকুম্ভে, এবং কুসুম-পল্লব-খচিত তোরণে সুশোভিত হইল। রাজভবনে পতাকাশ্রেণী উড্ডীয়মান হইতে লাগিল। পুরন্ধ্রী ও সৈরিন্ধ্রীবর্গ মঙ্গলসংবিধান সাধন করিতে লাগিল। রাজপরিচারকগণ অপূর্ব্ব পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া অভিষেকসামগ্রী আহরণ করিতে লাগিল। সঙ্গীত-সংকীর্ত্তন-বাদিত্র-ধ্বনিতে নগর প্রতিধ্বনিত হইল। এই রূপে অযোধ্যাধাম আনন্দধাম হইয়া উঠিল।

ঐ সময়ে কৈকেয়ীর প্রিয়সখী মন্থরা বাতায়নমধ্য দিয়া পুর-শোভা অবলোকন করিয়া বলিল, "ধাত্রেয়িকে! রাজা পুরবাসীদিগের কি প্রিয়কর কার্য্য করিলেন যে সকল লোকই আনন্দ-সাগরে ভাসমান হইতেছে? বিশেষতঃ কৌশল্যা আনন্দে উন্মত্তপ্রায় হইয়াছে, কারণ কি বলিতে পার?"

ধাত্রেয়িকা বলিল, "তুমি বুঝি পরের মঙ্গল জানিতে পার না? কল্য মহারাজ রামেরে যৌবরাজ্যে অভিষেক করিবেন; এজন্য সকলে আমোদ আহ্লাদ করিতেছেন! জ্যেষ্ঠা মহিষী সকলকে অলঙ্কার দিয়াছেন, পরিচারিকারা নূতন বসন-ভূষণ পরিধান করিয়া মনের আনন্দে আপন আপন কর্ম্ম করিতেছে।" মন্থরা রামের অভিষেক-বার্ত্তা শ্রবণ করিবা মাত্র, মূর্ত্তিমতী ঈর্ষ্যার ন্যায়, আরক্তনয়নে বিরক্তবদনে কৈকেয়ীর সদনে উপস্থিত হইল। তাঁহাকে সচ্ছন্দচিত্তে নিদ্রিত দেখিয়া কুক্কুরী-কঠোরস্বরে বলিল, হতভাগ্যে কৈকেয়ি! তুমি এখনও ঘুমাইতেছ? নিদ্রাই তোমার কাল; তুমি সুভগা বলিয়া বৃথা অহঙ্কার কর। রাম রাজা হইল, তোমারও সৌভাগ্যের শেষ হইল।

জানি না, সপত্নীতনয়ের আনন্দোৎসবে যাহার সুনিদ্রা হয়, তাহার কেমন হৃদয়!

মন্থরার কঠোরস্বর কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইবা মাত্র কৈকেয়ীর নিদ্রাভঙ্গ হইল। তখন তিনি সহসা শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া বলিলেন "মন্থরে! ভাল ত!" মন্থরা দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিল, "আর ভাল! আমি তোমার মঙ্গল চেষ্টা পাই, তুমি আপনিই আপনার অমঙ্গল ডাকিয়া আন!" কৈকেয়ী তাহার বিষণ্ণ বদন ও ম্লান ভাব দেখিয়া বলিলেন, "তোমারে কি কেহ অবমাননা করিয়াছে?" মন্থরা বলিল, না, ইহা অপেক্ষা অবমাননাও ত আমার ভাল ছিল, তাহাতে ত তোমার ক্ষতি হইত না। কল্য তোমার সপত্নীপুত্র রাম রাজা হইবে; তুমি ঘুমাও।

কৈকেয়ী রামাভিষেকের কথা শুনিয়া প্রথমতঃ কুশল সংবাদের পুরস্কারস্বরূপ মন্থরাকে মুক্তাহার প্রদান করিলেন; পরে বলিলেন, "রাম আমার ভরত অপেক্ষাও অধিক স্নেহের পাত্র, তাঁহার অভিষেকসংবাদে যার পর নাই প্রীত হইলাম।" মন্থরা শুনিয়া অসূয়াপ্রকাশপূর্ব্বক বলিল, "কৈকেয়ি! এই তোমার প্রিয়সংবাদ! তুমি হিত বলিলেও শুন না; তোমার ভাল মন্দ বোধই নাই; রাম রাজা হইলে তোমার সপত্নী কৌশল্যা রাজমাতা, এবং সপত্নীবধূ সীতা রাজমহিষী হইবে; তুমি ও তোমার বধূ সামান্য রাজপরিবারের মধ্যে গণনীয় হইবে; তোমার এত স্নেহের পাত্র ভরত চিরকাল রামের দাস হইয়া থাকিবে। আর রামের সন্তানপরম্পরা উত্তরাধিকারিত্বক্রমে পরে পরে রাজা হইবে; তোমার ভরতের সন্তান-

সন্ততি, এক রাজপরিবার হইয়াও পরিশেষে রাজবংশীয় বলিয়া পরিচয় দিবে, ইহা অপেক্ষা ক্ষতি ও আক্ষেপের বিষয় কি আছে ?” মন্থরার কথা শুনিয়া কৈকেয়ীর মন দোলায়মান হইল। অশিক্ষিত স্ত্রীলোকেরা স্বভাবতঃ অল্পবুদ্ধি ও প্রলোভনপরতন্ত্র, তাহারা যে পথ অবলম্বন করিবার উপদেশ পায়, সেই পথই অবলম্বন করে, হিতাহিত, কার্য্যাকার্য্য, কিছুই বিচার করে না ; যে সকল বিষয়ের অনুষ্ঠান বিবেচনাসাপেক্ষ, তাহা তাহারা সহসা করিয়া বসে। কুৎসিত কার্য্যে তাহাদিগের অধ্যবসায় এরূপ প্রবল যে, উহা সম্পন্ন না হইলে, তাহাদিগের মন কিছুতেই সন্তুষ্ট হয় না। স্বামিসৌভাগ্যমদে তাহাদের চিত্ত এত উদ্ভ্রান্ত থাকে যে, সৌভাগ্যের হেতুভূত পতির অনিষ্ট ঘটিলেও ক্ষুব্ধ হয় না।

অনন্তর কৈকেয়ী মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, রামের প্রতি বিমাতৃভাব প্রদর্শন করিলে, আমার অপযশের পরিসীমা থাকিবে না ; কিন্তু স্বীয় অপযশের জন্য পুত্রের অপকার করাও কর্ত্তব্য নহে ; সকলেই আপন স্বার্থ অনুসন্ধান করিয়া থাকে ; স্বার্থশূন্য লোক অতি বিরল। এইরূপ ভাবিয়া বলিলেন, মন্থরে ! যাহা করিতে হইবে, অগ্রে তাহার মূল বন্ধন করা আবশ্যক ; প্রবৃত্ত হইয়া অভীষ্টসিদ্ধি করিতে না পারিলে, যাহার পর নাই উপহাসাস্পদ হইতে হয়। যাহাতে রামের রাজ্য ভরতের হয়, যদি এরূপ কোন অব্যর্থ উপায় উদ্ভাবন করিতে পার, তবে চেষ্টা পাই।

মন্থরা কহিল, উপায় স্থির না করিয়াই কি তোমাকে ব্যস্ত করিয়াছি ? আমার পরামর্শ অনুসারে চলিলে সহজে

কার্য্যসিদ্ধিও হইবে, অপযশও ঘটিবে না। আমি যাহা বলিব, তাহাই করিবে, কদাচ কথার অবাধ্য হইবে না, শপথ করিয়া বল। কৈকেয়ী তৎক্ষণাৎ স্ত্রীস্বভাবসুলভ গুরুতর শপথ করিলেন, এবং মন্থরার কথা শুনিবার জন্য নিতান্ত ব্যগ্র হইলেন।

তখন মন্থরা কহিল, তুমি কৈতবকোপ প্রকাশ করিয়া ভূতলে শয়ন করিয়া থাক। রাজা নানারূপ সাধ্য সাধনা করিবেন, কিছুতেই উত্তর করিও না। পরে আমি তোমার কর্ণে যেরূপ শিক্ষা দিব, তদনুসারে রাজাকে বলিবে, "মহারাজ! আপনি সত্যপ্রতিজ্ঞ, পৃথিবীর এক মাত্র অধীশ্বর; মনে করিয়া দেখুন, অসুরযুদ্ধে অত্যন্ত ক্লিষ্ট হইয়াছিলেন, আমি অনেক কাল আপনার সেবা-শুশ্রূষা করি। তাহাতে সন্তুষ্ট হইয়া আমাকে দুইটী বর দিয়াছিলেন।" ইহা শুনিলে মহারাজের পূর্ব্ববৃত্তান্ত স্মরণ হইবে। এখন তুমি বর প্রার্থনা করিয়া অভীষ্টসিদ্ধি করিবে। এই বলিয়া মন্থরা কৈকেয়ীর কর্ণে বরণীয় বিষয় বলিয়া দিল।

মন্থরা কৈকেয়ীর অসন্তোষের চিহ্ন দেখিয়া বলিল, "যাহার বুদ্ধিবলে উপস্থিত বিপদ্ হইতে পরিত্রাণ পাইবে, চতুর্দ্দশ বৎসর পরেও তাহারই ক্ষমতায় সকল আপদ্ হইতে সুরক্ষিত হইবে।" কৈকেয়ী, কুব্জার পরামর্শ শুনিয়া আহ্লাদে পুলকিতা হইলেন, ও সমীহিত সিদ্ধপ্রায় জ্ঞান করিলেন; অনন্তর বলিলেন, তোমার বুদ্ধি ও স্মরণশক্তি সমধিক প্রশংসনীয়। বিধাতা অসাধারণ বুদ্ধিশক্তি রক্ষিত করিবার জন্যই যেন, তোমার পৃষ্ঠদেশে ঘটাকার কুব্জ নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। তোমার বুদ্ধিকৌশলে ভরত

রাজা হইলে, তোমার সোণার কুজ রত্ন দিয়া মণ্ডিত করিয়া দিব ; আমার পরিচারিকারা তোমার পরিচর্য্যা করিবে ; তুমি দেবীর ন্যায় সুখ সচ্ছন্দে কাল যাপন করিবে। এই বলিয়া স্বহস্তে রত্নময়ী মালা মন্থরার গলে লম্বমান করিয়া দিলেন।

মন্থরা সহাস্য বদনে বলিল, কৈকেয়ি ! এখন প্রশংসা বা পুরস্কারের সময় নয় ; কার্য্যসিদ্ধির উপায় দেখ ; ক্রোধাগারে প্রবেশ কর ; কৈতবকোপ প্রকাশ করিয়া ম্লানভাবে ভূতলে পড়িয়া থাক, রাজা অনুনয় করিলেও সহসা উত্তর দিও না।

রামাভিষেকপ্রসঙ্গে অবমানিতা কৈকেয়ী মন্থরার উপদেশ গুরূপদেশের ন্যায় জ্ঞান করিলেন ; অনন্তর ক্রোধাগারে প্রবেশ করিয়া শোকসাগরে মগ্ন হইলেন। এবং কিরূপে দুষ্ট মনোরথ সিদ্ধ করিবেন, ইহাই ভাবিতে লাগিলেন। বেশভূষা পরিত্যাগ করিয়া বিসদৃশ বেশ ধারণ করিলেন এবং বিষাদবিষে ক্রমশঃ বিবর্ণ ও বিশ্রী হইতে লাগিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

রাজা দশরথ রাজকার্য্য সমাপন করিয়া কেকয়রাজ-সুতার নিকেতনে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, তাঁহার শয়নাগার শূন্য; সখীগণ বিরসবদনে সদনের এক পার্শ্বে অবস্থিতি করিতেছে; দেখিয়াও কেহ সমুচিত সম্ভাষণ করে না, জিজ্ঞাসিলেও উত্তর দেয় না। রাজা এপ্রকার উদাসীন ভাব বিলোকন করিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলেন; এবং অসম্ভাবিত ভাবের নবাবতার দেখিয়া ইতস্ততঃ কৈকেয়ীর অন্বেষণ করিতে লাগিলেন; পরিশেষে দেখিলেন, ক্রোধাগারের একদেশে কৈকেয়ী ম্রিয়মাণা হইয়া ভূতলে শয়ানা রহিয়াছেন; বিষধরীর ন্যায় মুহুর্মুহুঃ দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতেছেন। দেখিবামাত্র রাজার অন্তঃকরণ ব্যাকুল হইল; তাঁহার হৃদয় হইতে রামাভিষেকসম্ভূত আনন্দসন্দোহ তিরোহিত হইয়া গেল।

রাজা বিবেচনা করিলেন, প্রিয়ার এরূপ বেশ ও ঈদৃশী দশা কখনও দেখি নাই। হা কি কষ্ট! সৌভাগ্যের সমুদায় চিহ্ন পরিত্যাগ করিয়াছেন। কি আশ্চর্য্য! স্বামী জীবিত থাকিয়া, পত্নীর যে অসৌভাগ্য-দশা দেখিতে পায় না, দুর্ভাগ্যবশতঃ তাহাই দেখিলাম। যাহা হউক, প্রেয়সীর সন্তোষ-সাধন ভিন্ন উপায়ান্তর নাই ভাবিয়া, রাজা অতিদীনভাবে সাদরসম্ভাষণে বলিলেন, প্রেয়সি! তুমি এরূপ অবস্থায় অবস্থান করিতেছ কেন? তোমার ভাবান্তরের কারণ কি? তুমি আমার একমাত্র

প্রেয়সী মহিষী; তোমাকে কেহ অবমাননা করিবে ইহা তর্ক করিতেও পারা যায় না; ফণিমণি গ্রহণ করা কাহার সাধ্য? তোমার আন্তরিক কষ্ট দেখিতে আমার অন্তঃকরণ নিরতিশয় ব্যাকুল হইয়াছে; সংসার অসার বোধ হইতেছে; ধনজনপূর্ণ জগৎ জীর্ণারণ্যপ্রায় প্রতীয়মান হইতেছে। যে উপায়েই হউক; তোমার কষ্ট দূর করা আমার একান্ত সংকল্প; তোমাকে সন্তুষ্ট রাখা আমার নিতান্ত বাঞ্ছা; কায়মনোবাক্যে তোমার প্রিয়ানুষ্ঠান করাই আমার বাসনা; তোমার মুখ বিরস দেখিলে আমার জীবনযাত্রা নীরস হইয়া উঠে। রাজা এইরূপ অনেক স্তুতিবিনতি করিলেন; কিন্তু কিছুতেই কৈকেয়ীর মনে সন্তোষের উদয় হইল না, তিনি পূর্ব্ববৎ শয়ন করিয়াই রহিলেন।

তখন রাজা একান্ত হতাশ হইয়া তদীয় প্রিয়সখী মন্থরাকে বলিলেন, মন্থরে! তুমি প্রেয়সীর প্রিয়সখী, আমার অপেক্ষাও তুমি তাঁহার প্রিয়তরা। বাল্যাবধি একত্র সহবাস প্রযুক্ত তোমাদিগের অকৃত্রিম প্রণয় উদ্ভূত হইয়াছে, মহিষী যাহা আমার নিকট লজ্জা বা অন্য কারণে ব্যক্ত করেন না, তোমার নিকট তাহা অব্যক্ত রাখেন না। ভাল, তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, আজি অকারণে প্রেয়সী কোপনা হইলেন কেন? কি জন্যই বা উঁহার অভূতপূর্ব্ব ভাবান্তর আবির্ভূত হইয়াছে? বল, যদি অজ্ঞানবশতঃ আমি কোন অপরাধ করিয়া থাকি, তবে তাহা ক্ষালন করিতে চেষ্টা পাই। কারণ না জানিলে প্রতীকারের উপায় হইতে পারে না।

বৃদ্ধের তরুণী ভার্য্যা প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়তরা, স্ত্রৈণ-

পুরুষদিগের হিতাহিত জ্ঞান থাকে না ; তাহারা স্ত্রীর মুখ বিষণ্ণ দেখিলে হতবুদ্ধি হয়। যে মন্থরা এরূপ অনর্থোৎপত্তির কারণ, রাজা তাহাকেই মহিষীর কোপাপনয়নের উপায় বলিয়া অবধারণ করিলেন। অপাত্রে বিশ্বাস বিন্যস্ত করা যে কত অপকার, তাহা ক্ষণকাল পরে অনুভূত হইবে।

মন্থরা কহিলেন, মহারাজ! আপনি সখীর প্রতি সদয় আছেন, আপনি অনুকূল থাকিলে তাঁহার কিসের ভাবনা? কিন্তু মহারাজ তাঁহার মনে অত্যন্ত বেদনা দিয়াছেন। মহারাজ! সামান্য কারণে প্রণয়ি-হৃদয় বেদনা অনুভব করিয়া থাকে; অনুকূল পতি প্রতিকূল হইলে মনোবেদনার পরিসীমা থাকে না। যাহা হউক, আপনি ক্ষণকাল স্থির হইয়া থাকুন, আমি মানাপনয়নের চেষ্টা পাইতেছি।

রাজা কহিলেন, যদি আমিই মহিষীর ক্রোধের কারণ হই, তবে প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে রূপেই হউক, উঁহার ক্রোধ অপনয়ন করিব! মহিষীর সুখ-সচ্ছন্দতা সম্পাদন করাই দশরথের জীবন ধারণের প্রয়োজন ; আমি জীবিত থাকিতে, যদি উঁহাকে ঈদৃশী দশা ভোগ করিতে হইল, তবে আমার এ নিষ্ফল জীবনে প্রয়োজন কি?

চতুরা মন্থরা রাজার অভিপ্রায় বুঝিয়া কপট নাটকের অদ্ভুত প্রস্তাবনা করিল। মহারাজ! রাজমহিষী এই বলিয়া বিমনা হইলেন যে, ভূপুত্রী যাহার পত্নী, তাহাকে ভূপতি করিয়া রাজা সূর্য্যবংশে কলঙ্ক আরোপ করিলেন। মহারাজ! আমরা এই বাক্যের মর্ম্ম বুঝিতে পারিলাম না; অনুমান করিলাম, বুঝি মহারাজ রামকে পরিহাস

করিয়া থাকিবেন; যাহা পরিহাস তাহা কার্য্যে পরিণত হয় না। "মহিষি! ক্ষান্ত হও; অলীক জনরবে উন্মনা হইও না। মহারাজ তোমাকে এরূপ ভাল বাসেন যে, না জিজ্ঞাসিয়া কোন কার্য্যই করেন না;" এইরূপ অনেক বুঝাইলাম। মহারাজ! উনি নিতান্ত মানিনী, আপনার বহুমানেই এতদূর সৌভাগ্য মানিয়া থাকেন। বাস্তবিকও ইহা যথার্থ কথা, আমরা দেখিয়াছি, আপনি কখনও মহিষীর কথার অবাধ্য হন নাই। মহারাজ! আমরা অনেকবার দেখিয়াছি, প্রিয়সখী অভিমান করিয়াছেন, আবার মহারাজের দুই চারিটী তোষণ বাক্য-শ্রবণেই উঁহার সমস্ত অভিমান দূর হইয়াছে। তবে এবার যে উঁহাকে এতক্ষণ বিমনা দেখিতেছি, বোধ করি, তাহার কোন বিশেষ কারণ থাকিবে। যাহা হউক, আমি একবার বুঝাইয়া দেখি। এই বলিয়া কৈকেয়ীর কর্ণমূলে দুষ্টমনোরথ-সিদ্ধির অনুকূল উপদেশ প্রদান করিল।

কৈকেয়ী সমীহিত-সিদ্ধির নিমিত্ত অর্দ্ধোত্থিতা হইয়া রাজাকে ভৎর্সনা করিয়া ক্রোধানল নির্ব্বাণ করিলেন। কৈকেয়ীর নীরস কথায় রাজার শুষ্ককণ্ঠ সরস হইল। রাজা অবসর পাইয়া কাতরবচনে বলিলেন, প্রিয়ে! তোমার কোপকঠোর বচনেও কেমন মধুরিমা! তাহাতেই আমার অন্তঃকরণ অমৃতরসাভিষিক্ত হইয়াছে, তুমি ভৎর্সনা না করিলে আমার অপরাধের লাঘব হইত না। প্রভুকর্ত্তৃক দণ্ডিত না হইলে অপরাধী দাসের দুষ্কৃতির নিষ্কৃতি নাই। এতক্ষণের পর তোমার যে যাতনার লাঘব হইল, ইহাই আমার পরম লাভ ও সৌভাগ্যের হেতু।

ক্রোধাবশেষ এখনও তোমার কোমল হৃদয়কে উত্তেজনা করিতেছে, নয়নযুগল হইতে অনবরত বাষ্পবারি বিগলিত হইতেছে, বিম্বাধর মধ্যে মধ্যে বেপমান হইয়া আমাকে তর্জ্জনা করিতেছে, মন তুষারলিপ্ত শিশিরকালীন গগনের ন্যায় আবিল রহিয়াছে; ইহাতেই আমার অন্তরাত্মা ব্যাকুল হইতেছে। তোমাকে আমার অদেয় কিছুই নাই; আমার ধন, প্রাণ, রাজ্য, সকলই তোমার অধীন; রাখা না রাখা তোমার ইচ্ছা। অধিক কি, আমার জীবন-সর্ব্বস্ব রামকে দিয়াও যদি তোমার অভীষ্টসাধন করিতে পারি, তাহাতেও অসম্মত নহি; নিশ্চয় জানিবে, তোমার সন্তোষ সম্পাদনের জন্যই আমার যথাসর্ব্বস্ব সঙ্কল্পিত হইয়া রহিয়াছে।

কৈকেয়ী অবসর পাইয়া বলিলেন, মহারাজ! আপনি সত্যবাদী ও সত্যপ্রতিজ্ঞ, সকলেই আপনার এই যশ ঘোষণা করিয়া থাকে; স্মরণ করিয়া দেখুন, যখন দানব-যুদ্ধে আহত হইয়া অঙ্গুষ্ঠ-ব্রণে বহুদিন কষ্ট পাইয়াছিলেন, তখন আমি মহারাজের সেবাশুশ্রূষায় নিযুক্ত থাকি, এবং রসনাবলেহনে ব্রণবিরোপণ করিয়া দিই; আপনি সেবায় সন্তুষ্ট হইয়া দুইটী বর অঙ্গীকার করিয়াছিলেন। রাজা সহাস্যবদনে বলিলেন, প্রিয়ে! তোমার সে ঋণের পরিশোধ করিতে পারি নাই, সে অপরিশোধ্য; জন্মজন্মান্তরেও তাহা পরিশোধ করিতে পারিব কি না, বলিতে পারি না; কৈকেয়ী বলিলেন, মহারাজ! আপনি আমার প্রতি এরূপ অনুকূল যে, আমি যখন যাহা অভিলাষ করিতাম, তখনই তাহা সম্পাদন করিয়া দিতেন। সুতরাং প্রার্থনীয় বিষয়ের অসদ্ভাবে এত দিন প্রতিশ্রুত বর

প্রার্থনা করি নাই। রাজা বলিলেন, প্রেয়সি! অনুগ্রহার্থীর নিকট প্রার্থনা আবার কি? আমি তোমার অভিলাষ-প্রকাশকে অনুগ্রহাদেশ বিবেচনা করি। প্রসন্ন হইয়া যে আদেশ করিবে, অবিলম্বে তাহা সম্পাদন করিয়া চরিতার্থতা লাভ করিব। আমি প্রতিশ্রুতপ্রতিপালনে পরাঙ্মুখ হইব না।

অনন্তর, যেমন বিবর হইতে ভুজগযুগল বহির্গত হয়, তদ্রূপ কৈকেয়ীর বদন হইতে ভয়ঙ্কর বরদ্বয় বিনির্গত হইল। কৈকেয়ী এক বরে ভরতের রাজ্যাভিষেক ও অপর বরে রামের চতুর্দ্দশ বৎসর অরণ্যবাস প্রার্থনা করিলেন। রাজা কৈকেয়ীর প্রার্থনা শুনিবামাত্র ছিন্নমূল তরুর ন্যায় ভূতলে পতিত হইলেন। ক্ষণকাল জড়প্রায় হইয়া নিস্পন্দভাবে রহিলেন; অনন্তর চেতনা লাভ করিয়া ঘন ঘন দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন; এবং বাষ্পগদ্গদবচনে বলিলেন, কৈকেয়ি! তোমার মনে এই ছিল? হায়! আমার হর্ষের সময় বিষাদ সাগর উচ্ছলিত করিলে? আমি তোমার কি অপরাধ করিয়াছি যে, একেবারে সর্ব্বনাশ করিতে বসিয়াছ। রামই বা তোমার কি অপরাধ করিয়াছেন, যে তাঁহাকে কুলদূষকের ন্যায় বনবাস দিতে ইচ্ছা করিতেছ? রাম আমার জীবন-সর্ব্বস্ব। সেই সর্ব্বস্ব ধন কি রূপে সামান্যবস্তুর ন্যায় অরণ্যে বিসর্জ্জন করিব? রাম আমার নয়নাভিরাম এবং বিনোদনস্থান, তাঁহার অপকার করিলে আমার সমুদায় সুখ বিনাশ করা হইবে! সেই নিরপরাধের প্রতি নিষ্ঠুর ব্যবহার করিতে কি প্রবৃত্তি জন্মে? রামের মোহনমূর্ত্তি স্মরণপথে উদিত হইলে শত্রুতাভাব কি কাহারও মনে উদিত হইতে পারে?

রামের প্রফুল্ল মুখকমল ম্লান দেখিলে হৃদয় বিদীর্ণ ও জীবন শুষ্ক হইতে থাকে।

রাম আমার নিতান্ত শিশু ও একান্ত ঋজু। শিশু সন্তানের প্রতি স্ত্রীলোকের যে স্বাভাবিক" স্নেহ থাকে, তাহা কি তোমার হৃদয় হইতে একেবারে অন্তর্হিত হইয়াছে? স্বামীর প্রিয় বস্তুর প্রতি প্রীতি প্রকাশ করা পতিব্রতা নারীর কর্ত্তব্য কর্ম্ম। রাম আমার প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়তর। প্রেয়সি! সেই প্রাণাধিকের মঙ্গলসাধনে সম্মতি প্রদান কর। তুমি আর যাহা চাহিবে, তাহাই দিব। অধিক কি, প্রাণ দিয়াও যদি তোমার অন্য কোন মনোরথ পূরণ করিতে হয়, তাহাও করিব, কিন্তু প্রাণাধিক পিতৃবৎসল রামেরে পরিত্যাগ করিতে পারিব না। কেকয়রাজপুত্রি! রামেরে পরিত্যাগ করিলে তোমার ও আমার অযশ চিরকাল ঘোষিত হইবে। তুমি রাম হইতে কোন্ সুখের প্রত্যাশা না করিতে পার? রাম কৌশল্যা অপেক্ষা তোমাকে অধিক ভক্তি করিয়া থাকেন, ভরত অপেক্ষাও অধিক শুশ্রূষা করিয়া থাকেন। তুমিও ভরত অপেক্ষা রামকে সমধিক স্নেহ করিয়া থাক। ভরতে ও রামে তোমার কোন ভিন্ন ভাব নাই এই কথা বারংবার বলিয়া থাক। তবে এই ঘৃণাকর কথা তোমার মুখ দিয়া নির্গত হইল কেন? আর, যখন জগতীস্থ যাবতীয় লোক রামের গুণগ্রামের প্রশংসা করে, এবং রাম হইতে তোমারও উপকার ভিন্ন অপকারের সম্ভাবনা নাই, তখন তাঁহার প্রতি নিষ্ঠুরাচরণ করা তোমার ন্যায় বুদ্ধিমতী নারীর সমুচিত কর্ম্ম নহে।

রাম নিরপরাধ, আমি কি অপরাধ উল্লেখ করিয়া

বৎসকে বনে যাইতে বলিব? অতএব দেবি! এরূপ বর প্রার্থনায় বিরত হও, বরান্তর গ্রহণ কর, দারুণ অধ্যবসায় পরিত্যাগ কর। আমি গলে বসন দিয়া অঞ্জলিবন্ধনপূর্ব্বক প্রার্থনা করিতেছি, ক্ষান্ত হও। কৈকেয়ী কিঞ্চিন্মাত্র উত্তর করিলেন না, বরং অধিকতর কোপাবিষ্ট হইয়া উঠিলেন।

রাজা ভাবিলেন, কৈকেয়ী যথার্থই আমার সর্ব্বনাশে কৃতসঙ্কল্পা হইয়াছেন। হা! কি পরিতাপ! কৈকেয়ীকে বর দিয়া কি দুষ্কর্ম্ম করিয়াছি! আমি আপনার মৃত্যু আপনিই আহ্বান করিয়াছি! হা রাম! কি দোষে তোমারে বনবাস দিব? কৈকেয়ীর মুখ দিয়া এ দারুণ কথা কেন নির্গত হইল? হা ধিক্! আমি পিতা হইয়া পুত্রকে বনবাস দিব, বিধাতা কি আমার অদৃষ্টে এই লিখিয়াছিলেন? হা দগ্ধ দৈব! তোর মনে কি এই ছিল? হা বৎস! হা পিতৃবৎসল! হা সর্ব্বস্বধন! হা কৌশল্যানন্দনবর্দ্ধন! আমিই তোমার অমঙ্গলের কারণ, কৈকেয়ীই তোমার কালরাত্রি, অভিষেকই তোমার মহাবিপদ্, কৈকেয়ীকে বর-প্রদানই আমার সর্ব্বনাশের হেতু, অধিবেদনই* পুরুষের মূর্খতা, স্ত্রৈণ পিতাই পুত্রের শত্রু; এই বলিয়া শিরে করাঘাতপূর্ব্বক রাজা দশরথ বিলাপ করিতে লাগিলেন। পরিচারিকারা সান্ত্বনা করিতে লাগিল, কৈকেয়ী জলদাবলীর ন্যায় গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন, মন্থরা অন্তরালে হাস্য করিতে লাগিল।

রাজা ক্ষণকাল নিস্তব্ধভাবে থাকিয়া বলিলেন, কৈকেয়ি! রাম আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র, এবং সমধিক স্নেহের পাত্র।

* বহুবিবাহ।

তাঁহাকে দেখিলে আমার আহ্লাদের সীমা থাকে না। নয়ন-নির্ম্মাণের সফলতা, জীবকুসুমের প্রফুল্লতা, সংসারের সারবত্তা, মানবজন্মের সার্থকতা এবং সুখসম্ভোগের উপযোগিতা একেবারে উপস্থিত হয়; না দেখিলে সংসার অসার, দশ দিক্ অন্ধকারময়, জগৎ জনশূন্য, রাজ্য সুখহীন, জীবন উদ্দেশ্যবিহীন, এবং দেহ দুর্ব্বহ ভার স্বরূপ প্রতীয়মান হয়। অধিক কি, সলিল ব্যতিরেকে মরুভূমিতে মীন যেমন ক্ষণকাল জীবিত থাকিতে পারে না, সেইরূপ জীবনের জীবন রাম বিনা আমার দেহে জীবন থাকিতে পারে না। অতএব কৈকেয়ি! আমি তোমার চরণ ধরিতেছি, তুমি এই অহিত সংকল্প ও দারুণ মনোরথ হইতে নিবৃত্ত হয়। রাজার ঈদৃশ হৃদয় বিদারক বিলাপে দুষ্টমতি কৈকেয়ী কর্ণপাতও করিলেন না।

তখন রাজা দশরথ কোপে কম্পিতকলেবর হইয়া কহিলেন, আমারে ধিক্! স্ত্রীর কথায় রামেরে বনবাস দিব! কৈকেয়ি! এখনও বিরত হও। যদি স্বামীর সমীহিত কার্য্য পত্নীর অবশ্য কর্ত্তব্য হয়, যদি স্বামীর মঙ্গল সহধর্ম্মিণীর একান্ত প্রার্থনীয় হয়, যদি স্বামিসৌভাগ্য স্ত্রীর স্পৃহণীয় হয়, যদি স্বামীর কথারক্ষা স্ত্রীর কর্ত্তব্য হয়, যদি স্বামীর জীবন পত্নীর চিরসুখের নিদান হয়, তবে এই অশুভকরী দুরাশা পরিত্যাগ কর।

কৈকেয়ী সক্রোধে বলিলেন, যদি বর দিয়া পশ্চাৎ অনুতাপ করিবে, তবে বর না দেওয়াই উচিত ছিল। তুমি আপনাকে ধার্ম্মিক, সত্যপ্রতিজ্ঞ ও সত্যবাদী দেখাইবার ভাণ কর; যাহারা জানে না, তাহারাই তোমাকে ধার্ম্মিক, সত্যপ্রতিজ্ঞ ও সত্যবাদী বলিয়া থাকে;

যাহারা তোমার কার্য্য অবগত আছে ও ব্যবহারের পরিচয় পাইয়াছে, তাহারা তোমাকে স্বার্থপর ও কৈতবপ্রিয় ভিন্ন আর কিছুই বলিতে পারে না। স্বয়ং ধার্ম্মিক বলিয়া পরিচয় দিলে, ধার্ম্মিক হওয়া যায় না; কার্য্য দ্বারা ধর্ম্মের অনুষ্ঠান না করিলে প্রকৃত ধার্ম্মিক হইতে পারা যায় না। কথা রক্ষা করা ও সত্যব্রত পালন করা মহাত্মার কার্য্য; যে বিবেচনা না করিয়া কথা কহে, সে অনর্গলমুখ,* কখনও কথা রক্ষা করিতে পারে না। আপনি সভায় বসিয়া সর্ব্বজন সমক্ষে অঙ্গীকার করিয়াছিলেন আমাকে বরদ্বয় প্রদান করিবেন। এ কথা আপামর সাধারণ সকলেই জানে। সভামণ্ডপে রাজাসনে উপবেশন করিলে, সর্ব্বজন-সমক্ষে যখন আপনাকে জিজ্ঞাসিব, মহারাজ! প্রতিশ্রুত বরদ্বয় কৈকেয়ীকে কেন দিলেন না, তখন কি বলিবেন? নিরুত্তর ও লজ্জায় অধোমুখ হইবেন না কি? দশ জনের সমক্ষে লজ্জা পাওয়া অপেক্ষা ভদ্রের পক্ষে মৃত্যুই শ্রেয়ঃ।

মহারাজ! আপনার অঙ্গীকার অনুসারে আমি যাহা প্রার্থনা করিয়াছি, কদাচ তাহার অন্যথা হইবে না। ইহাতে আমার ধর্ম্মই হউক, বা অধর্ম্মই হউক, এবং মহারাজের যশই হউক, বা অপযশই হউক, আমি কিছুই গণ্য করিব না। যদি মহারাজ অধর্ম্মাচরণে প্রবৃত্ত হয়েন, তবে ধর্ম্মরাজই তাহার বিচার করিবেন; রাজার উপর তিনি ভিন্ন আর কাহারও প্রভুত্ব নাই। মনস্কামনা সফল না হইলে, নিশ্চয় বলিতেছি, আপনার সমক্ষে বিষ পান করিয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিব; স্ত্রীহত্যার

* আলগা মুখ।

পাতক ও প্রতিজ্ঞার অপরিপালনজনিত দুষ্কৃতি আপনাকে আশ্রয় করিবে। অথবা, যে ব্যক্তি সত্যের অপহ্নব করিতে পারে, অবলা-বধের পাতক তাহার পক্ষে গুরুতর নহে। আর, আপনি জানেন যে, আমার নির্ব্বন্ধ কখনও অন্যথা হইবার নহে। পুত্র অপেক্ষা নারীদিগের অধিক স্নেহাস্পদ আর কিছুই নাই; আমি মহারাজের সমক্ষে সেই পুত্রের শপথ করিয়া কহিতেছি, রামের নির্ব্বাসন ভিন্ন কৈকেয়ী কোন মতেই সন্তুষ্ট হইবে না। মহারাজ! অন্য কথার প্রয়োজন নাই, আমার অভিলষিত বর প্রদান কর। সপত্নীপুত্র রাম রাজা হইবে, আমার ভরত তাহার দাস হইয়া চিরকাল অবমানিত থাকিবে, ইহা আমার প্রাণে সহ্য হইবে না। এই বলিয়া কৈকেয়ী ক্রোধভরে মুখ ফিরাইয়া রহিলেন।

রাজা কত অনুনয় বিনয় করিলেন, কিন্তু কিছুতেই কৈকেয়ীর মনস্তুষ্টি উৎপাদন করিতে পারিলেন না। তখন অভীষ্টসিদ্ধি বিষয়ে একান্ত হতাশ্বাস হইয়া "হা রাম!" বলিয়া ছিন্নমূল বনস্পতির ন্যায় ভূতলে পতিত হইলেন, এবং দীর্ঘ-নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক ক্ষণকাল মৌনভাবে রহিলেন। পরিশেষে বলিলেন, কৈকেয়ি! তুমি ভুতাবেশিত বনিতার ন্যায় অসম্বদ্ধ প্রলাপ করিতেছ, ইহাতে কি তোমার লজ্জা বোধ হইতেছে না? অথবা, কালভুজঙ্গী গৃহে পালিত হইলে এইরূপই জ্বলিতে হয়। অশান্তমতি লজ্জাহীনা নিষ্ঠুরহৃদয়া সীমন্তিনীর কার্য্যই এই প্রকার।

রে অনার্য্যে! মূর্খে ও পণ্ডিতে যত বিভেদ, রাম ও ভরতে তত অন্তর। রাজমহিষীর পুত্র রাজা হইবার

উপযুক্ত, দাসীপুত্রের দাস্যভাব অবলম্বন করা অন্যায় নহে। ভরত রামের দাস্য-কার্য্যের যোগ্য, তাহার উপর রাজ্যভার অর্পণ করা নিতান্ত অনভিজ্ঞের কার্য্য। উপযুক্ত কার্য্যদক্ষ বিজ্ঞ ব্যক্তি বিদ্যমান থাকিতে, অনভিজ্ঞ অজ্ঞলোকের হস্তে কার্য্যভার ন্যস্ত করা যেরূপ অন্যায্য, গুণধাম রাম উপস্থিত থাকিতে ভরতের উপর রাজ্যভার দেওয়া সেই রূপ অসঙ্গত। সূর্য্যবংশের রাজধানীতে উপযুক্ত পাত্রই রাজা হইয়া আসিতেছেন। রাম রাজা হইলে অযোধ্যার শ্রী হইবে; নতুবা অযোধ্যাপুরী তোমার ন্যায় বিশ্রী ও শোচনীয় দশা প্রাপ্ত হইবে।

ক্ষণকাল পরে রাজার ক্রোধের অবসান হইল। কিন্তু শোক প্রাদুর্ভূত হইয়া পুনর্ব্বার তাঁহারে পর্য্যাকুল করিয়া তুলিল। তখন তিনি অধীর হইয়া বলিলেন, হা বৎস! বনগমনসময়ে উপরক্ত* চন্দ্রমার ন্যায়, তোমার মুখচন্দ্রের ম্লানভাব অবলোকন করিয়া কিরূপে জীবিত থাকিব? কৈকেয়ি! তুমি ভার্য্যারূপে আমার কালরাত্রি হইয়া আসিয়াছ, নতুবা কেন আমার প্রাণনাশে কৃতসঙ্কল্প হইবে? এখন আমন্ত্রিত সমাগত ভূপতিবর্গ আমারে কি বলিবেন? যদি তাঁহাদিগকে সত্য কথা বলি, তাহাও কেহ বিশ্বাস করিবেন না; যদি বা কেহ বিশ্বাস করেন, তাহা হইলে তিনি অবশ্যই বলিবেন, রাজা দশরথ অতিশয় স্ত্রৈণ, অসংযতচিত্ত ও ইন্দ্রিয়পরবশ, তিনি স্ত্রীর কথায় অনায়াসে প্রিয়পুত্রকে বনবাসে প্রেরণ করিলেন। সুতবৎসলা কৌশল্যাকেই বা কি বলিব? রাম তাঁহার জীবিতসর্ব্বস্ব; সেই রামকে দুর্দ্দান্ত দস্যুর ন্যায় নগর হইতে

* রাহুগ্রস্ত।

বহিষ্কৃত করিলাম ; হা প্রিয়বাদিনি কৌশল্যে ! তুমি কেন দুরাচার দশরথের মহিষী হইয়াছিলে ? কৈকেয়ীর ভয়ে একদিনও তোমারে যথোচিত সম্মান করিতে পারি নাই। হা সুমিত্রে ! তুমি নিরপরাধ রামের ঈদৃশ দণ্ড শুনিয়া আর আমারে বিশ্বাস করিবে কেন ? আমি স্বকর্ম্মদোষে তোমাদের নিকট বিষম অপরাধী হইলাম। হা বৎসে সীতে ! তোমারে দেখিলে আমার সকল দুঃখের অবসান হয় ; এখন তোমার দুঃখ চিন্তা করিয়া, কিরূপে জীবন ধারণ করিব ? রে বজ্রসার প্রাণ ! তুই সীতার ভবিষ্য দুরবস্থা ভাবিয়া দশরথের পাষাণময় হৃদয় বিদারণ করিয়া কেন নির্গত হইতেছিস না ? রে দগ্ধ জীবন ! আর কি সুখে হতভাগ্য দশরথের দেহে থাকিবি ? কর্ণ ! তুমি এখনই বধির হও, মৈথিলীর ক্রন্দনধ্বনি শুনিয়া আর কি করিবে ? চক্ষু ! তুমি এখনই অন্ধ হও, জনকসুতার মলিন বেশ দেখিবার জন্য সতেজ ও দর্শনক্ষম থাকিবার আবশ্যকতা নাই। ইন্দ্রিয়গণ ! তোমরা ভোক্তব্য বিষয় ভোগ করিয়াছ, এক্ষণে বিদায় লও, আর যন্ত্রণাভোগের জন্য প্রাণের ন্যায় অপেক্ষা করিয়া থাকিও না। সুখের পর দুঃখ নিতান্ত অসহ্য, তোমরা তাহা সহ্য করিতে পারিবে না। মূর্চ্ছা ! এবার আমারে স্পর্শ করিয়া দগ্ধজীবনের উপকার করিও না. যদি স্পর্শ কর, তবে আর পরিত্যাগ করিও না। হা পুত্রি সীতে ! তোমার অদৃষ্টে এই ঘটিল ? এই বলিয়া রাজা দশরথ আবার মূর্চ্ছা প্রাপ্ত হইলেন। পরিজন সকল হাহাকার করিয়া উঠিল।

অনেক ক্ষণের পর, বহু যত্নে মহীপতির মূর্চ্ছা অপনোদিত হইল। কিন্তু শোকাবেগ পূর্ব্ববৎ বলবান্ রহিল।

রাজা এই বলিয়া পুনরায় বিলাপ করিতে লাগিলেন, বৎস রাম! যদি আমার প্রিয়কার্য্য করা তোমার কর্ত্তব্য হয়, তবে "বনে গমন কর" বলিলে, তুমি বনে যাইও না। আমার অভিপ্রায় না বুঝিয়া কথানুরূপ কার্য্য করিও না। আজ্ঞাভঙ্গ রাজার প্রতিকূল ও দণ্ডনীয় হইলেও আমার অনুকূল ও অনুমোদনীয় হইবে। হা বৎস! তুমি সরল-স্বভাব, আমার ভাব বুঝিতে পারিবে না। "বনে গমন কর" বলিলেই, তুমি 'যে আজ্ঞা' ভিন্ন অন্য কথা বলিবে না। কৈকেয়ি! তোমার দুষ্ট মনোরথ পূর্ণ হইল।

হা বৎস রাম! তুমি তুরঙ্গে, মাতঙ্গে, রথে বা নরযানে ভ্রমণ করিয়া থাক, কণ্টকাকীর্ণ নিবিড় অরণ্যে কিরূপে পদচারণ করিবে? তোমার আহারার্থ সূপকারেরা যত্ন-সহকারে চর্ব্ব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয়, চতুর্ব্বিধ সুরস সুস্বাদু ভক্ষ্য বস্তু প্রস্তুত করিয়া রাখে, যদি তাহা কোন অংশে বিরস হয়, তাহা লইলে তোমার আহারে তৃপ্তি জন্মে না। হা বৎস! তুমি কিরূপে কটু, তিক্ত, বা কষায় ফলমূল ভক্ষণ করিবে? তুমি মহামূল্য কোমল বসন পরিধান করিয়া থাক, কিরূপে কঠিন তরুবল্কল পরিধান করিবে? সর্ব্বপ্রকার সুখ তোমার করায়ত্ত, দুঃখ কহাকে বলে তাহা জান না; অতএব কিরূপে দুঃসহ বনবাসক্লেশ সহ্য করিবে? হা রাম! তোমার অদৃষ্টে এই ছিল! তুমি ধরাধীশ্বরের জ্যেষ্ঠ পুত্র হইয়া, দীন দুঃখী ব্যাধের ন্যায় বনে বনে ভ্রমণ করিবে! সুরম্য হর্ম্ম্য পরিত্যাগ করিয়া তপস্বিসেবিত তৃণাচ্ছাদিত পর্ণকুটীরে বাস করিবে! বিলাস-সামগ্রীশোভিত মনোহর রাজধানী পরিত্যাগ করিয়া নির্জ্জন শ্বাপদসঙ্কুল ভীষণ গহন বনে অবস্থান করিবে।

রাজার তৎকালীন করুণার কথা শুনিলে পাষাণও দ্রবীভূত হয়, বজ্রেরও হৃদয় বিদীর্ণ হয়, নিতান্ত নিষ্ঠুরেরও অন্তঃকরণে করুণার সঞ্চার হয়। কিন্তু কৈকেয়ীর হৃদয় কি কঠোর! তিনি কাতরভাবাপন্ন স্বামীকে অকাতরভাবে বলিলেন, প্রতারণা করিতে হইলে, অনেক বিলাপ ও পরিতাপ করিবার প্রয়োজন হয়; স্বার্থ সাধন করিতে হইলে, অনেক মায়াজাল বিস্তার করিতে হয়। তোমার অকারণ রোদনে কৈকেয়ী ভুলিবে না; তুমি আপনারে সত্যবাদী, বদান্য, স্থিরপ্রতিজ্ঞ ও ধার্ম্মিক বলিয়া থাক। ক্রন্দন কি সত্যবাদিতার কার্য্য? পরিতাপ কি দানশীলতার অঙ্গ? অস্থিরতা কি প্রতিজ্ঞার প্রতিপালন? দত্তাপহারিতা কি ধার্ম্মিকের লক্ষণ? মহারাজ! সত্যপ্রতিপালন যদি ধর্ম্ম বলিয়া জ্ঞান কর, প্রতিজ্ঞাপ্রতিপালন যদি পুরুষার্থ বলিয়া গণনা কর, প্রতিশ্রুত যদি ঋণবৎ অবশ্য পরিশোধ্য বিবেচনা কর, এবং ধর্ম্ম যদি তোমার রক্ষণীয় হয়, তবে পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞা অনুসারে আমার প্রার্থনা পরিপূরণ কর।

কৈকেয়ীর বচন শুনিয়া রাজা ক্রোধপ্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন এবং এই বলিয়া ভর্ৎসনা করিতে লাগিলেন, কৈকেয়ি! আমি অজ্ঞানবশতঃ বিষধরীর ন্যায় তোমাকে আত্মবিনাশের নিমিত্ত আশ্রয় দিয়াছি, সসর্প গৃহে বাস করিলে যে মৃত্যুমুখে পতিত হইতে হয়, তাহা এখন জানিলাম। তুমি শঙ্খিনীর ন্যায় স্বামীর শোণিত শুষ্ক করিতেছ; কেকয়বংশের পাংশুলা হইয়া সূর্য্যবংশ দূষিত করিতেছ; দস্যুকন্যার ন্যায়, স্বকর্ম্ম সাধন করিবার জন্য পতিহত্যা করিতেছ; কৌশল্যার প্রতি সাপত্ন্যভাব অবলম্বন

করিয়া স্বামীর সর্ব্বনাশে প্রবৃত্ত হইয়াছ; দুর্লক্ষ্য ছিদ্রে অলক্ষ্মীরূপে প্রবেশ করিয়া রাজলক্ষ্মীকে দূরীকৃত করিতেছ। ব্যাধ যেমন বীণারবে বিমোহিত করিয়া হরিণের প্রাণ বধ করে, তদ্রূপ তুমি কপট-প্রণয়পূর্ণ প্রিয়বচনে বিমোহিত করিয়া আমার প্রাণ সংহার করিতেছ। বালক যেমন ক্রীড়নকভ্রমে কালসর্প ধারণ করিয়া তাহাকে আপনার মৃত্যু বলিয়া বুঝিতে পারে না, আমিও সেইরূপ তোমাকে আমার মৃত্যু বলিয়া জানিতে না পারিয়া প্রমোদ-সহচরীরূপে গ্রহণ করিয়াছি। রাম বনে যাইলে তুমি সুখী হইবে, ইহা মনেও করিও না; তোমার পুত্র রাজা হইবে, ইহা স্বপ্নেও ভাবিও না; আমি একেবারে তোমার পরিণয় অস্বীকার করিলাম; তোমার দোষে ভরতকে পরিত্যাগ করিলাম; তোমার ভরত পৈতৃক ধনের অধিকারী হইবে না। তুমি ও তোমার পুত্র আমার সলিলক্রিয়া করিতে পারিবে না।

ক্রমে ক্রমে সায়ংকাল উপস্থিত হইল। কৈকেয়ীর ভয়ে ভীত হইয়াই যেন সকল-ভুবন-প্রকাশক দিনকর অস্তশৈল-গহ্বরে প্রবিষ্ট হইলেন; কমলকুল রাজার মুখের ন্যায় মলিন হইল; কুমুদিনী কেকয়নন্দিনীর ন্যায় প্রফুল্ল হইল; রাজার জীবনের ন্যায় গগনমণ্ডল নক্ষত্রোদয়ে মৃদুপ্রভ প্রতীয়মান হইল; কৈকেয়ীর দুরাশার ন্যায় নিশা ঘোরতর হইয়া উঠিল; বায়ু, রাজার প্রাণের ন্যায় দীপশিখাকে কম্পিত করিতে লাগিল; রাজার মনের অন্ধকার বর্দ্ধমান হইয়াই যেন ভূমণ্ডল আচ্ছন্ন করিল।

অনন্তর রাজা রজনীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে নক্ষত্রভূষিতে রজনি! তুমি জগতীস্থ জীবগণের বিরাম-

দায়িনী ও শান্তিজননী, তুমি আমার প্রতি দয়া প্রকাশ করিয়া কদাচ প্রভাত হইওনা, তুমি প্রভাত হইলে রামকে বনে যাইতে হইবে এবং সেই সঙ্গে আমারও বিরাম ও শান্তির অবসান হইবে। তুমি সকল সুখের নিদান, শ্রান্ত জীবগণ দিবসের শ্রান্তি দূর করিয়া পরিশেষে যে বিশ্রামসুখ অনুভব করে, তুমি তাহারও কারণ। তুমি জীবগণের সন্তাপ হরণ কর, এবং তাহাদিগকে সর্ব্বপ্রকারে সুখী ও স্ফূর্ত্তিযুক্ত কর। অতএব বদ্ধাঞ্জলি হইয়া প্রার্থনা করি, আজি প্রভাত হইও না।

অনন্তর রাজা কৃতাঞ্জলিপুটে কৈকেয়ীকে বলিলেন, হে কেকয়রাজনন্দিনি! তোমার প্রসন্নতা ব্যতিরেকে আমার এই আপতিত ঘোর সঙ্কট হইতে উত্তীর্ণ হইবার উপায়ান্তর নাই। আমি তোমার একান্ত অনুগত; অধীনের প্রতি নির্দ্দয় হওয়া উচিত নহে। দেখ, নিশার অবসান হইল, তথাপি তোমার ঈর্ষ্যার শেষ হইল না; আমারে আর কত কষ্ট দিবে? আমার প্রাণ ওষ্ঠাগত হইয়াছে। প্রসন্ন হও; আর কেন, যথেষ্ট হইয়াছে। এক্ষণে সদয় হইয়া তুমিই রামকে রাজা কর; তোমার দত্ত রাজ্য রাম পালন করুন। অপরিপূরণীয় প্রার্থনা পরিত্যাগ করিয়া বালকের প্রতি বাৎসল্যভাব প্রকাশ কর; সপত্নীপুত্রের প্রতি স্বাপত্যনির্ব্বিশেষ ব্যবহার করিয়া স্ত্রীজাতির দৃষ্টান্তস্থানীয় হও।

কৈকেয়ী বলিলেন, মহারাজ! পাপাচরণ করিতেছেন না ত, এত কুণ্ঠিত হইবার প্রয়োজন কি? অঙ্গীকৃত সত্য প্রতিপালন করিয়া ধর্ম্মের রক্ষা করুন; ধর্ম্মরক্ষার জন্য বীতসর্ব্বস্ব হইলেও ক্ষোভ করা বিধেয় নহে; মহর্ষিরা

সত্যপালন পরম ধর্ম্ম বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। এই অসার সংসারমধ্যে ধর্ম্মই সার পদার্থ; সেই ধর্ম্মেই মহারাজকে নিয়োজিত করিতেছি; ইহা আমার কর্ত্তব্য কর্ম্ম। যে স্ত্রী দ্বারা ধর্ম্মের সাধন হয় সেই যথার্থ স্ত্রী; স্ত্রী দ্বারা ধর্ম্মের সাধন হয় বলিয়া স্ত্রীর নাম ধর্ম্মপত্নী, আপনি সেই স্ত্রীর কথা অনুসারে ধর্ম্ম পালনে তৎপর হউন; ধর্ম্মকে সার পদার্থ জ্ঞান করিয়া তাহার অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হউন।

রাজা শুনিয়া একেবারে হতাশ হইলেন এবং বলিলেন, কৈকেয়ি! তোমার নিকট ধর্ম্মোপদেশ লইতে আসি নাই। দুষ্টা স্ত্রীর হৃদয় শাঠ্য কাপট্য প্রভৃতি অসদ্‌গুণে পরিপূর্ণ, তোমার হৃদয় পয়োমুখ বিষ-কুম্ভের সমান; তুমি মুখে অমৃতময় বচন বর্ষণ করিয়া প্রথমতঃ বশীভূত কর; পরিশেষে হৃদয়কবাট উদ্ঘাটন করিয়া হলাহল-বিষে জ্বালাতন কর। আমি বৃদ্ধ হইয়াছি, তথাপি এত দিন অনার্য্যা স্ত্রীর ক্রূরাভিসন্ধি বুঝিতে পারি নাই; এক্ষণে বুঝিলাম, কিন্তু কেবল ধর্ম্মভয়ে তাহার অনুরূপ কার্য্য করিতে পরিলাম না।

দুঃশীলা স্ত্রীদিগের মন স্বভাবতঃ অস্থির, মৎসরপূর্ণ ও অসূয়াপরবশ। তাহারা পরের ভাল দেখিতে পারে না; কিসে আপনার ভাল হয়, তাহাও জানে না; সর্ব্বদা কলহ করিতে ভাল বাসে। তাহাদের হৃদয় অহঙ্কারের আশ্রয়, অভিমানের আকর, বিলাসবাসনার উৎস। তাহারা অকারণে অসন্তুষ্ট, পরিহাসে সন্তুষ্ট, অসৎগল্পে ধীর, সৎ-প্রসঙ্গে বধির, তোষামোদের বশংবদ, অমঙ্গলের নিকেতন, অসৎপ্রবৃত্তির রঙ্গ-ভূমি, সৎপ্রবৃত্তির মরুভূমি, গৃহবিচ্ছেদের

দিব্যাস্ত্র। তাহারা সকলকেই বশে রাখিতে ইচ্ছা করে, কিন্তু বন্যকরিণীর ন্যায় আপনারা কোন ক্রমে নিয়ম-শৃঙ্খলাবদ্ধ থাকিতে চাহে না।

রাজার আশার সহিত নিশার অবসান হইল। ভূপতির নয়ন-তারকার ন্যায় গগনে তারাগণ নিস্তেজ হইল। নিশানাথ নরনাথের দুঃখ সহ্য করিতে না পারিয়াই যেন অদর্শন হইলেন, ভূপতির দুঃখে দুঃখিত হইয়াই যেন বিহগকুল আর্ত্তরব করিয়া উঠিল। কৈকেয়ীর লজ্জাবরণের ন্যায় পূর্ব্বদিক্ তিমিরাবগুণ্ঠন পরিত্যাগ করিল। রাজার দুঃখ দেখিয়াই যেন তরুগণ শিশিরচ্ছলে অশ্রুজল বিসর্জ্জন করিতে লাগিল। রাজার মুখের ন্যায় অরুণ তাম্রবর্ণ হইল। সূর্য্যবংশের দুরপনেয় কলঙ্ক চিন্তা করিয়াই যেন সূর্য্য মন্দভাস হইয়া প্রকাশমান হইলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

পরদিন সূর্য্যোদয় হইলে, রাম পিতার চরণ বন্দনা করিতে কৈকেয়ীর মন্দিরে উপস্থিত হইলেন, এবং পিতার চরণ বন্দনা করিয়া, কৈকেয়ীর চরণে প্রণিপাত করিলেন। রামকে দেখিবামাত্র রাজার শোকাবেগ এত প্রবল হইল, যে, 'রাম' এইমাত্র বলিয়াই বাষ্পাবরুদ্ধকণ্ঠ হইলেন, বাক্য নিঃসারণ করিতে পারিলেন না; অনবরত অশ্রুজল বিগলিত হইয়া তাঁহার দৃষ্টি রোধ করিল। উচ্ছ্বলিত শোকাবেগ কিঞ্চিৎ মন্দীভূত হইলে, কি রূপে প্রিয় পুত্রকে অপ্রিয় কথা বলিবেন ভাবিয়া, রাজা অধোমুখ হইলেন, এবং ঘন ঘন দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ ও অজস্র অশ্রু বিমোচন করিতে লাগিলেন। পর্ব্বাহে* গাম্ভীর্য্যশালী সলিলরাশি যেমন উৎকুলিত হয়, সেইরূপ রাজার শোকহেতু নির্দ্ধারণে অসমর্থ হইয়া রাম উৎকলিকাকুল হইলেন, এবং চিন্তা করিতে লাগিলেন, অন্য দিন পিতৃদেব আমাকে দেখিবামাত্র প্রসন্ন হন ও যথেষ্ট স্নেহ প্রকাশ করেন; আজি সেরূপ প্রীতি প্রকাশ করিতেছেন না কেন?

অনন্তর বিনয়নম্র-বচনে কৈকেয়ীকে বলিলেন, জননি! যদি অজ্ঞানবশতঃ কোন অপরাধ করিয়া থাকি, ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া পিতৃদেবকে সন্তুষ্ট করিতেছি। অথবা আপনিই মহারাজকে প্রসন্ন করুন। পিতৃদেবের অপ্রসন্নভাব আর দেখিতে পারি না। তিনি আমাকে দেখিবা-

---

* অষ্টমী, চতুর্দ্দশী, অমাবস্যা, পূর্ণিমা, সংক্রান্তি এই পঞ্চ পর্ব্ব। এস্থলে অমাবস্যা ও পূর্ণিমা।

মাত্র প্রসন্ন হন। আজি বিষণ্ণবদনে দীননয়নে অবস্থান করিতেছেন কারণ কি? অনুমান করি, কোন শারীরিক বা মানসিক সন্তাপ মহারাজকে একান্ত ক্লেশ দিতেছে। শরীরের ভাব ও অবস্থা দেখিলে বোধ হয়, মহারাজের সুখ-সচ্ছন্দতা একেবারে বিলুপ্ত হইয়াছে, পিতৃ-দেবের দুঃখ দেখিয়া আমার অন্তঃকরণ অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়াছে এবং গূঢ় কারণ জানিবার জন্য নিতান্ত উৎসুক হইতেছে। যিনি আমার স্রষ্টা ও অনন্ত সুখের বিধাতা; যাঁহার অনুগ্রহে পরিবর্দ্ধিত ও এতকাল পরিপালিত হইয়া আসিয়াছি; সেই মহামান্য পিতৃদেবের দুঃখ দেখিয়া স্থিরচিত্ত থাকিতে পারিতেছি না; আমি পিতার আদেশে সন্ন্যাসিবেশে দেশে দেশে ভ্রমণ করিতে পারি; মহারণ্যে প্রবেশিয়া যাবজ্জীবন কাল হরণ করিতে পারি; অধিক কি, জীবন দিয়া পিতার আজ্ঞা প্রতিপালন করিতে প্রস্তুত আছি; কিন্তু তদীয় বিষাদ-মলিন-মুখচ্ছবি দেখিতে পারি না।

নির্লজ্জা কৈকেয়ী অবসর পাইয়া বলিলেন, রাম! মহারাজ কুপিত হন নাই; ইঁহার কোন বিপদ্‌ও উপস্থিত হয় নাই! তুমি রাজার প্রিয় পুত্র; তোমাকে অপ্রিয় কথা বলিতে ইঁহার মুখ দিয়া বাক্য স্ফুরিত হইতেছে না। বৎসলতা প্রযুক্ত কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিতে পারিতেছেন না; লজ্জাবশতঃ অবনতমুখে রহিয়াছেন। কি করি, আমাকেই মহারাজের অভিপ্রেত কথা প্রকাশ করিয়া বলিতে হইল। তোমার ভক্তিপ্রবৃত্তি ও বাক্যনিষ্ঠা যেরূপ বলবতী, তাহাতে তুমি কদাচ মহারাজের বাক্যের অন্যথাচরণ করিবে না। তোমার জন্য মহারাজ ধর্ম্মপথ হইতে স্খলিতপদ হইবেন, এরূপ আশঙ্কা কদাচ হইতে পারে না। স্ত্রীপুত্র বিদ্যমান

থাকিতে যদি মহারাজ ধর্ম্মচ্যুত হন, তবে আমাদিগের জীবিত থাকা বিড়ম্বনা মাত্র। এজন্য বলিতেছি, মহারাজ পূর্ব্বে আমারে বরদ্বয় অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, এক্ষণে আমি তাহা প্রার্থনা করিয়াছি। পাছে তোমার চিত্ত-খেদ জন্মে, এই ভয়ে মহারাজ প্রকৃত মনুষ্যের ন্যায় পশ্চাত্তাপ করিতেছেন। বৎস! তুমি রাজার উপযুক্ত পুত্র; অকিঞ্চিৎকর বিষয়ের জন্য তোমার জনককে ধর্ম্মচ্যুত করা উচিত নহে। রাজা অপ্রিয় কথা বলিলেন না বলিয়াই, আমি এই রূপ বলিতেছি।

রাম শুনিয়া ব্যথিত হইয়া বলিলেন, জননি! পিতার আদেশক্রমে প্রজ্বলিত হুতাশনে প্রবেশ করিতে পারি, হলাহল পান করিতে পারি, মহার্ণবে নিমজ্জন করিতে পারি। আমি প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি, পিতা যাহা আদেশ করিবেন, তাহাই করিব। আপনি জানেন, রামে দ্বিরুক্তি নাই। রাম মুখে যাহা বলিবে, কার্য্যেও তাহাই করিবে।

এই কথা শুনিয়া কঠিনহৃদয়া কৈকেয়ী অনাকুলিতচিত্তে ও অম্লানবদনে বলিলেন, বৎস রাম! দেবাসুর-যুদ্ধে তোমার পিতা অত্যন্ত আহত হইয়াছিলেন, আমি অনেক সেবাশুশ্রূষা করি, সেই সেবাশুশ্রূষায় সন্তুষ্ট হইয়া তিনি আমারে দুইটি বর দিয়াছিলেন, এক্ষণে এক বরে ভরতের রাজ্যাভিষেক, অপর বরে তোমার চতুর্দ্দশ বৎসর অরণ্য-বাস প্রার্থনা করিয়াছি। তুমি পিতৃসত্য পালন করিয়া জনককে সত্যপ্রতিজ্ঞ কর, এবং স্বয়ং সৎপুত্র বলিয়া ভূমণ্ডলে গণনীয় হও। তোমার অভিষেকার্থ সমাহৃত সামগ্রী দ্বারা ভরতের অভিষেক-ক্রিয়া সম্পন্ন হউক।

তুমি জটাচীর ধারণ করিয়া অবিলম্বে বনে গমন কর, এই আমার অভিলাষ। তুমি উপস্থিত থাকিলে মহারাজ ভরতকে রাজা করিতে পারিবেন না। এক্ষণে যাহাতে মহারাজের ধর্ম্ম-সাধন ও ক্লেশ-নিরাকরণ হইতে পারে, সত্বর তাহার অনুষ্ঠান কর।

রাম কৈকেয়ীর ঈদৃশ বিষতুল্য অপ্রিয়ভাষিত শুনিয়া কিঞ্চিন্মাত্র ক্ষুব্ধ হইলেন না, বরং সন্তুষ্টচিত্তে বলিলেন, জননি! এখনই আমি বনে চলিলাম, পিতার আজ্ঞা প্রতিপালন করিবার জন্য রাজবেশ পরিত্যাগ করিয়া জটাচীর ধারণ করিব এবং চতুর্দ্দশ বৎসর অরণ্যে বাস করিব ইহাতে সংশয় কি? রামের প্রতি মহারাজের এ আদেশ অনুগ্রহ, নিগ্রহ নহে। প্রভু যাহাকে ভাল বাসেন, তাহাকেই আদেশ করিয়া থাকেন। আমি ভৃত্য, আমাকে কোন আদেশ করিতে মহারাজ কুণ্ঠিত হইতেছেন কেন? আমাকে এই কথা বলিবেন বলিয়া বিষণ্ণভাবে অবস্থান করিতেছেন কেন? যে আদেশ-পালনে রাম আপনাকে চরিতার্থম্মন্য জ্ঞান করিবে সেই বাঞ্ছনীয় আদেশ স্বয়ং না বলিবারই বা কারণ কি? পিতা পুত্রের দেবতা, পিতা পুত্রের গুরু, পিতা পুত্রের বিক্রেতা। ফলতঃ পুত্রের উপর পিতার সর্ব্বতোমুখী প্রভুতা আছে। আমি পিত্রাদেশ শিরোধার্য্য করিয়া সানন্দচিত্তে অটবী-পর্য্যটনে কাল যাপন করিব। কিন্তু পিতা প্রতি-দিন আমারে যেরূপ আদর ও স্নেহ করিয়া থাকেন, আজি সামান্য সূত্রে সেরূপ করিলেন না, ইহাই আমার প্রধান ক্ষোভের বিষয়। আমি ভরতকে যেরূপ স্নেহ করিয়া থাকি, তাহাতে তুচ্ছ পদার্থ রাজ্য সম্পদ্ কি, প্রাণ পর্য্যন্ত

দিতে পারি। তাঁহাকে আমার অদেয় কিছুই নাই। পিতার অভিপ্রায় জানিলে, আমি স্বয়ং সন্তুষ্টচিত্তে ভরতকে রাজ্যভার সমর্পণ করিতাম। যাহা হউক, এক্ষণে পিতা যাহাতে প্রসন্ন হয়েন, আপনি তাহাই করুন; তিনি প্রীতি-প্রফুল্ল-নয়নে, আমার প্রতি সস্নেহ দৃষ্টিপাত করিলে কৃতার্থ হই। সামান্য কারণে তাঁহার বাষ্পবারি বিমোচন করিবার আবশ্যকতা নাই। মাতঃ! মহারাজের আদেশানুসারে দূতেরা এই দণ্ডেই দ্রুতগামী তুরঙ্গমে আরোহণ করিয়া কেকয়রাজ্যে গমন করুক, এবং মাতুলালয় হইতে প্রিয়দর্শন ভরতকে এখানে আনয়ন করুক। আমি এখনই পিতার আজ্ঞা প্রতিপালন করিতেছি।

কৈকেয়ী রামের কথা শুনিয়া প্রীতমনে বলিলেন, দূতেরা ভরতকে আনয়ন করিতে চলিল; তুমি বিলম্ব করিও না, তোমার বিলম্বে মহারাজের কষ্টবৃদ্ধি হইবে। তিনি লজ্জাবশতঃ স্বয়ং বলিলেন না বলিয়া মনঃক্ষোভ করিও না। তুমি অরণ্যে গমন না করিলে, মহারাজ স্নান-ভোজন করিবেন না। অতএব তুমি শীঘ্রই তাঁহার সম্মুখ হইতে প্রস্থান করিয়া অরণ্যে যাত্রা কর।

রাম কৈকেয়ীর ঈদৃশ নিষ্ঠুর কথা শ্রবণে কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া অকাতরে বলিলেন, জননি! আমি পিতার যাহা কিছু প্রিয়কার্য্য করিতে পারি, অবশ্যই করিব, সন্দেহ নাই। পিতৃশুশ্রূষা ও পিতার আজ্ঞা-প্রতিপালন অপেক্ষা পুত্রের গুরুতর ধর্ম্ম ও অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম আর কি আছে? আশীর্ব্বাদ করুন, যেন কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদন করিয়া ভবাদৃশ গুরুজনদিগের সন্তোষ জন্মাইতে পারি।

ভরত যেন আমার ন্যায়, পিতার শুশ্রূষা করেন। আপনিও সর্ব্বদা মহারাজের সেবায় নিযুক্ত থাকিবেন। ইহাই আমার একমাত্র প্রার্থনা। অনন্তর রাম কৈকেয়ীর চরণে প্রণিপাত করিয়া বলিলেন, জ্যেষ্ঠা জননীর নিকট বিদায় লইতে যে সময় আবশ্যক, কেবল সেই সময় মাত্র আমার বন-গমনে বিলম্ব হইবে।

কৈকেয়ী বলিলেন, বৎস! শীঘ্র যাও, দেখিও প্রসূতির কথাক্রমে যেন জনককে সত্য-ধর্ম্ম হইতে চ্যুত করিও না! পরে রাম নেত্র-জল-ধৌত পিতার পাদপদ্মে প্রণিপাত করিয়া মাতৃ-দর্শনে প্রস্থান করিলেন। রাজাও এককালে শোকসলিলে মগ্ন হইয়া, 'হা বৎস!' বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর রাম লক্ষ্মণের সহিত মাতৃভবনে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, জননী অভিষেকসামগ্রীর আয়োজন করিতেছেন, এবং দেবতার নিকট পুত্রের কল্যাণ কামনা করিতে-ছেন। রামকে দেখিবা মাত্র কৌশল্যা বাৎসল্যভরে তদীয় শিরশ্চুম্বন করিয়া বলিলেন, বৎস! ইক্ষ্বাকুদিগের আয়ু, কীর্ত্তি এবং রাজলক্ষ্মী তোমাকে আশ্রয় করুন; সত্য-প্রতিজ্ঞ মহারাজ তোমারে যৌবরাজ্যে অভিষেক করি-বেন, তজ্জন্য এই সকল সামগ্রী প্রস্তুত হইতেছে। বৎস! উপবাসে তুমি নিতান্ত অবসন্ন ও মলিন হইয়াছ; কিঞ্চিৎ আহার-সামগ্রী দিতেছি ভক্ষণ কর। এই বলিয়া রামকে আসনে উপবেশন করিতে ও সুস্বাদু ভক্ষ্য ভোজন করিতে অনুরোধ করিলেন।

রাম জননীর আজ্ঞা-ক্রমে আসনে উপবেশন করিয়া অঞ্জলিবন্ধন পূর্ব্বক বলিলেন, জননি! আপনার লক্ষ্মণ ও

জানকীর ক্লেশকারিণী এক বিষম ঘটনা উপস্থিত। আমি রত্নাসনে বসিবার যোগ্য নহি; অধুনা কুশাসনে বসিবার উপযুক্ত পাত্র হইয়াছি। আমাকে রাজার আদেশক্রমে কন্দমূলফলাহার দ্বারা জীবনধারণপূর্ব্বক চতুর্দ্দশ বৎসর অরণ্যে বাস করিতে হইবে। মহারাজ ভরতকে যৌবরাজ্যে অভিষেক করিবেন। আমি জটা-বল্কল-ধারণ-পূর্ব্বক এখনই বনে গমন করিব; আপনার নিকট বিদায়-গ্রহণ মানসে উপস্থিত হইয়াছি। রামের কথা শুনিবা-মাত্র কৌশল্যা, পরশুচ্ছিন্ন শালযষ্টির ন্যায় ভূতলে পতিত হইলেন, এবং জড়প্রায় হইয়া ক্ষণকাল নিষ্পন্দ ভাবে রহিলেন।

রাম সহসা জননীকে ভূমিতল হইতে উত্থাপিত করিয়া মনে মনে বিবেচনা করিতে লাগিলেন, সন্তান কেবল জনকজননীকে দুঃখ দিতে জন্ম গ্রহণ করে; পুত্র জায়মান হইয়া জননীর জীবন হরণ করে; বর্দ্ধমান হইয়া জনকের ধনক্ষয় করিতে থাকে; এবং ম্রিয়মাণ হইয়া জনকজননীর প্রাণ সংহার করিতে বসে। তথাপি স্নেহের কি মধুর ভাব! এরূপ শত্রুরূপী পুত্রের প্রতিও তাঁহারা অকৃত্রিম স্নেহ করিয়া থাকেন; পুত্রমুখ নিরীক্ষণ করিলে সকল দুঃখ বিস্মরণ করেন; এবং পুত্রের কষ্ট দেখিলে সমুদায় ক্লেশ আপনার ক্লেশ বলিয়া জ্ঞান করেন। আমার এই সামান্য কষ্ট দেখিয়া জননী যখন প্রাণত্যাগ করিতে উদ্যত হই-য়াছেন, তখন যাঁহারা পুত্রের চিরবিয়োগ ভোগ করেন, তাঁহারা কিরূপে জীবিত থাকেন, বলা যায় না।

কৌশল্যা চেতনা লাভ করিয়া রামকে ক্রোড়ে লইয়া বলিলেন, বৎস! আমি তোমারে কিছুতেই বনে যাইতে

দিব না; তুমি আমার জীবনসর্ব্বস্ব; তোমারে বনবাস দিয়া কি লইয়া ঘরে থাকিব? তোমারে ক্ষণকাল না দেখিলে দশদিক্ শূন্য দেখি, এবং আমার প্রাণ অস্থির হয়; চতুর্দ্দশ বৎসর তোমারে না দেখিয়া কি রূপে জীবন ধারণ করিব? পরে, হা বৎস রাম! এই বলিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন।

রাম জননীর আর্ত্তস্বর শ্রবণ করিয়া বিষণ্ণ ও শোকাচ্ছন্ন হইলেন, কিন্তু আপন মনের ভাব সংবরণ করিয়া জননীর অশ্রুজল মার্জ্জনা পূর্ব্বক বলিলেন, জননি! রোদন করিবেন না। সন্তানের জন্য কেন এত কষ্ট পাইতেছেন? এই সামান্য ঘটনা সমধিক ক্লেশকরী বলিয়া আমার বোধ হইতেছে না।

কৌশল্যা বিষণ্ণবদনে ক্রন্দন করিতে করিতে কহিলেন, বৎস! সন্তান হইতে সকলেই সুখী হইয়া থাকে। কিন্তু বিধাতা আমার প্রতি এরূপ বাম যে, এ অভাগিনীরে সে সুখেও বঞ্চিত করিলেন। বৎস! তুমি কেবল দুঃখভোগ করিতে, ও জননীরে দুঃখনীরে নিমগ্ন করিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছ; যদি কৈকেয়ীর উদরে জন্মগ্রহণ করিতে, তাহা হইলে ত আজি তোমাকে এরূপ দুঃখভোগ করিতে হইত না, আমাকেও এত যন্ত্রণানলে দগ্ধ হইতে হইত না। বৎস! আমার পক্ষে বন্ধ্যা হওয়াই ভাল ছিল। সন্তান হইল না, এই মাত্র বন্ধ্যার দুঃখ; কিন্তু যাহার পুত্র হইয়াছে, এবং যে পুত্রের বিয়োগ সহ্য করিতেছে, তাহার দুঃখের অন্ত নাই, ও মনস্তাপের সীমা নাই। বৎস! আমি বন্ধ্যা হইলে এখন এত যন্ত্রণা ভোগ করিতাম না।

সপত্নীর বাক্য স্বভাবতই স্ত্রীলোকের অসহ্য; আমি

সকলের প্রধান হইয়া কিরূপে সপত্নীর কটুবাক্য সহ্য করিব? তুমি উপযুক্ত পুত্র নিকটে থাকিতেই, আমি এই প্রকার অবমানিতা হইলাম। বৎস! তুমি দূরদেশে গমন করিলে, আমার দশা কি হইবে, তাহা মনেও ধারণা করিতে পারি না। আমি কেবল তোমার মুখ চাহিয়া চিরকাল কালরূপা সপত্নীর যন্ত্রণা ভোগ করিতেছি; প্রাচীন বয়সে আর তাহা সহ্য করিতে পারি না।

বৎস! আমি ক্লেশকে ক্লেশ বোধ করি না; অবমানেও অবমান জ্ঞান করি না; মর্ম্মভেদী সপত্নীবাক্য শুনিয়াও তাহা গ্রাহ্য করি না; কেবল তোমার মুখ দেখিয়া সকল দুঃখ সহ্য করিয়া থাকি। এক্ষণে চতুর্দ্দশ বৎসর তোমার মুখ নিরীক্ষণ করিতে পাইব না, অথচ সপত্নীর বিষম যন্ত্রণা ভোগ করিব, ইহা অপেক্ষা আমার অধিক যন্ত্রণা আর কি আছে? আমার হৃদয় নিতান্ত কঠিন, তাই তোমার দুঃখ ভাবিয়া এখনও বিদীর্ণ হইল না; আমার প্রাণ পাষাণময়, কিছুতেই ক্ষয় পাইবে না। তোমার দুঃখ দেখিতে হইবে বলিয়াই আমি দীর্ঘ দিন জীবিত আছি; চিরকষ্টভোগের জন্যই যথেষ্ট পরমায়ু পাইয়াছি। কৌশল্যা এইরূপে রোদন করিতে লাগিলেন।

লক্ষ্মণ কৌশল্যার অস্থিরতা ও কাতরতা দেখিয়া এবং কৈকেয়ীর স্বার্থপরতা ও পর-শুভ-দ্বেষিতা ভাবিয়া ক্রোধে অধীর হইলেন, এবং কৌশল্যাকে সান্ত্বনা করিয়া বলিলেন, জননি! আর্য্য কৈকেয়ীর কথাক্রমে রাজ্যত্যাগ করিয়া বনে গমন করিবেন, ইহা লক্ষ্মণের সহ্য হইবে না। রাজা এক্ষণে বৃদ্ধ হইয়াছেন, বৃদ্ধের বুদ্ধি বিপরীত হওয়া অসম্ভব নহে। বার্দ্ধক্য হেতু অসমীক্ষ্যকারী রাজা কৈকেয়ীর

বশবর্ত্তী হইয়া যাহা বলিবেন তাহাই করিতে হইবে, ইহা যুক্তিবিরুদ্ধ। নিরপরাধ উপযুক্ত পুত্রকে বনবাস দিবেন, আর অপরিপক্কমতি সন্তানকে রাজপদ প্রদান করিবেন, ইহা তাঁহার স্বেচ্ছাচারিতার প্রশ্রয় ভিন্ন আর কিছুই নহে। রাজধর্ম্মে এমন কোনও বিধি নাই যে, ধর্ম্মপরায়ণ পুত্রকে পরিত্যাগ করিতে হয়; এমন কথাও কোথায় শুনি নাই যে, পিতা ধর্ম্মপরায়ণ পুত্রকে পরিত্যাগ করিয়াছেন, আর এরূপ নির্ব্বোধ পুত্রও কুত্রাপি দেখি নাই যে তাদৃশ পিতার কথা শিরোধার্য্য করিয়া থাকে।

কল্য রাজা বলিয়াছিলেন, আজি আর্য্যকে যুবরাজ করিবেন; এখন শুনিলাম ভরতকে রাজ্য দিবেন। তাঁহার কোন কথার স্থিরতা নাই; তাঁহার বাক্য উন্মত্তপ্রলাপ ভিন্ন আর কিছুই নহে; সেই বাক্যের উপর নির্ভর করিয়া কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত নহে। আর্য্যের রাজ্যাভিষেকবার্ত্তা সকল লোকের শ্রুতিগোচর হইয়াছে; ভরতের কথা এখনও কেহ শুনিতে পায় নাই; রাজার পূর্ব্বের আদেশ অনুসারে আমিই আর্য্যকে রাজাসনে আসীন করাইব। ইহাতে যদি কেহ অন্তরায় হয়, অথবা ভরতের পক্ষ হইয়া আপত্তি করে, তৎক্ষণাৎ তাহার প্রাণ সংহার করিব, কিছুমাত্র সংশয় নাই। অধিক কি, যদি অযোধ্যাবাসী সমুদায় লোক ভরতের পক্ষ হয়, আর বৃদ্ধ রাজা স্বয়ং শস্ত্রপাণি হইয়া তাহাদের সহায়তা করেন, তাহা হইলেও সকলকে পরাজয় মানিতে হইবে। আর্য্য আমার বলবিক্রমের পরিচয় অবগত আছেন; আপনিও স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিবেন। আপনি স্থির হউন, রোদন

করিবেন না, কৈকেয়ীই ক্রন্দন করুক। কাহার এত যোগ্যতা, কাহার এত শক্তি, যে আর্য্যকে অযোধ্যা হইতে নির্ব্বাসিত করিবে ? আর বৃদ্ধ রাজাই বা কাহার বলে এত গর্ব্ব করেন যে, কৈকেয়ীর কথাক্রমে আর্য্যকে বনবাস দিবেন ?

আর্য্য স্বভাবতই নম্র, এবং গুরুজনদিগের নিকট অতিশয় বিনীত ; জানেন না যে তাঁহাদিগের তেমন সারবত্তা নাই। তাঁহারা কেবল শান্তবিনীতের উপর পরাক্রম প্রকাশ করিয়া থাকেন ; দুর্দ্দান্ত দেখিলে একেবারে ভয়বিহ্বল হইয়া পড়েন। জননি ! নিতান্ত মৃদু হওয়া বড় দোষ ; যে না সেই অবজ্ঞা করে। আর্য্য আপনার বলবিক্রম আপনি জানেন না, এবং গুরুজনের নিকট তাহা প্রকাশ করেন না। এই জন্যই রাজা আর্য্যকে বনবাস দিতে সাহসী হইয়াছেন। জননি ! আমি যদি ধনুষ্পাণি হইয়া আর্য্যের বামপার্শ্বে দণ্ডায়মান হই, তবে পৃথিবীর মধ্যে কাহাকেও লক্ষ্য করি না, সুরাসুরকেও ভয় করি না। ক্ষত্রিয়ের যত বলবিক্রম, পরশুরামের নিকট তাহার পরিচয় হইয়াছে ! সেই ক্ষত্রিয়নিধনকারী মহাবীর জামদগ্ন্য যাঁহার নিকট নতশিরা হইয়া পরাজয় স্বীকার করিয়াছেন, তিনি ও আমি একত্র হইয়া আপত্তিকারী হইলে, রাজার কি শক্তি যে ভরতকে যুবরাজ করেন ? আর্য্যের আদেশ ব্যতীত আমি কিছুই করি না বলিয়া নিশ্চেষ্ট আছি ; ক্রোধানলে আপনা আপনি দগ্ধ হইতেছি, এত অত্যাচার ও এত অবিচার সহ্য করিতেছি, বদ্ধহস্ত বীরপুরুষের ন্যায় এত যন্ত্রণা ভোগ করিতেছি, মন্ত্রৌষধিরুদ্ধবীর্য কালভুজঙ্গের ন্যায়, আপন বিষে আপনি

জ্বলিতেছি; নতুবা আর্য্যকে একপার্শ্বে ম্লানবদনে অবস্থিতি করিতে হইত না। জননি! জ্যেষ্ঠে আমার এরূপ অচলা ভক্তি যে, তিনি যাহা আজ্ঞা করিবেন, আমি তাহাই শিরোধার্য্য করিব। আর যদি আর্য্যের বনগমনই স্থির হয়, তবে লক্ষ্মণ অগ্রে অরণ্যে প্রবেশ করিয়া পথ-প্রদর্শক হইবে, জানিবেন। জননি! আপনার সমীপে অস্ত্র স্পর্শ করিয়া শপথ করিতেছি, যে আমি সর্ব্বতোভাবে জ্যেষ্ঠের আজ্ঞানুবর্ত্তী দাস; অগ্রজ মহাশয় আমারে যাহা আদেশ করিবেন, আমি তাহাই করিব; তাহাতে দ্বিরুক্তি বা আপত্তি করিব না।

কৌশল্যা লক্ষ্মণের কথা শুনিয়া আশ্বস্তচিত্তে বলিলেন, বৎস রাম! তোমার হিতৈষী ভ্রাতার কথা শুনিলে? এক্ষণে উহাই কর্ত্তব্য বলিয়া অবধারণ কর; বিমাতার কথা শুনিয়া শোকসন্তপ্তা জননীরে দুঃখনীরে ভাসাইয়া বনে যাইও না। ধর্ম্মাচরণ যদি তোমার প্রধান উদ্দেশ্য হয়, তবে গৃহে থাকিয়া জননীর সেবা শুশ্রূষা কর; তাহাই তোমার পরম ধর্ম্ম। মহারাজ তোমার যেরূপ পূজ্য আমিও তদ্রূপ পূজনীয়া। আমি নিষেধ করিতেছি, বনে গমন করিও না, গৃহে থাকিয়া আমার শুশ্রূষা কর, তাহা হইলেই ধর্ম্ম সঞ্চয় করিতে পারিবে। আর যদি রাজার আদেশ বলবান্ মানিয়া একান্তই বনে যাও, তবে আমাকেও সঙ্গে লইয়া চল। সন্তান নিকটে থাকিলে মাতার সকল সুখ। তোমার সহিত আমি বনেও সুখে থাকিব; তোমা ব্যতীত রাজভবনেও সুখী হইব না। যদি পিতৃনিদেশ প্রধান ভাবিয়া শোকাকুলা জননীকে পরিত্যাগ করিয়া বনে যাও, তবে আমি প্রায়োপবেশন

দ্বারা দেহপাত করিব। এই বলিয়া কৌশল্যা রোদন করিতে লাগিলেন; চক্ষের জলে তাঁহার বক্ষঃস্থল প্লাবিত হইয়া গেল।

রাম প্রশান্ত ভাবে জননীরে সান্ত্বনা করিয়া, সস্নেহ-হৃদয়ে লক্ষ্মণকে বলিলেন, বৎস! আমাতে তোমার প্রগাঢ় স্নেহ ও ভক্তি আছে। তোমার বল, বিক্রম ও ক্ষমতা অল্প নহে। বৎস! সত্যের মর্ম্ম না বুঝিয়া স্নেহপ্রযুক্তই জননী আমার দুঃখকে সমধিক ক্লেশের কারণ বিবেচনা করিতেছেন। এ সংসার অতি অসার; কেবল ধর্ম্মই এখানে সার পদার্থ। ধর্ম্মার্জ্জনের জন্য মনুষ্যজন্ম গ্রহণ করা হইয়াছে। দুর্লভ মানব জন্ম গ্রহণ করিয়া, যদি ধর্ম্মের অনুষ্ঠান না করা হয়, তবে মানবজন্ম গ্রহণেরই বা প্রয়োজন কি? যদি কেবল সুখভোগের জন্য মানব-জন্ম গ্রহণ করা হয়, তবে স্বেচ্ছাচারী বিষয়ভোগী পশুতে আর ধর্ম্মানুষ্ঠানবিমুখ বিষয়ভুক্ মনুষ্যে প্রভেদ কি? বিষয় অতি অকিঞ্চিৎকর পদার্থ; উহা ভোগকালে সরস, পরিণামে একান্ত বিরস। এজন্য পরিণামদর্শীরা বিষয়ে আসক্ত হইতে চাহেন না।

ধর্ম্মোপার্জ্জনের নিমিত্ত অর্থ আবশ্যক, এ কথা বৃথা। যে ক্লেশে অর্থ উপার্জ্জন করিতে হয়, তাহার সহস্রাংশের একাংশ মাত্র স্বীকার করিলে এত পরিমাণ ধর্ম্ম উপার্জ্জিত হয়, যাহা বিপুল বিত্তেও বিক্রীত হইতে পারে না। অর্থের দ্বারা যে ধর্ম্ম উপার্জ্জিত হয় তাহা গর্ব্বানুস্যূত; অর্থ যদি ধর্ম্মের সাধন নির্দ্দিষ্ট হইত, তবে নিঃস্ব ব্যক্তিরা কদাচ ধর্ম্ম উপার্জ্জন করিতে পারিত না; ধনিগণেরও ধর্ম্মের অসদ্ভাব থাকিত না। অতএব রাজা হইয়া ধনের

দ্বারা ধর্ম্ম সঞ্চয় করা কখনই প্রশংসনীয় নহে। অর্থ কেবল লোকের উপকার ও জগতের শোভা বর্দ্ধনের জন্যই আদরণীয়; কায়মনোবাক্যের দ্বারা প্রকৃত ধর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়; বিশুদ্ধ মনে চিন্তা করিলেই উহা সঞ্চিত হয়; তপস্যা অর্থাৎ শারীরিক ক্লেশ সহ্য করিলেই উহা সংগৃহীত হয়; মুখে সত্য কথা বলিলেই উহা প্রতিষ্ঠিত হয়। সত্যই সকলের অবলম্বনীয়। সত্য আছে বলিয়া, সংসার শৃঙ্খলাবদ্ধ। অতএব সত্যের প্রতি আস্থা কর, সত্য রক্ষা করিতে যত্নশীল হও। সত্যসংশ্রিত বলিয়া পিতার কথা অলঙ্ঘনীয়; সত্যপথে চলিতে হইলে পিতার কথা অন্যথা করিতে পারা যায় না। এই সকল কারণে আমি পিতৃ-বাক্য অতিক্রম করিতে পারিব না।

জননী কৈকেয়ী আমারে সত্যপথেই চলিতে বলিতে-ছেন; পিতার যাহা বক্তব্য, জননী তাহাই ব্যক্ত করিয়া-ছেন; সুতরাং বরপ্রার্থনায় তাঁহার উপর কোন দোষা-রোপ করা যাইতে পারে না। আমার উপর তোমার অবিচলিত ভক্তি আছে, বৈষয়িক সুখ আমার কিছুমাত্র স্পৃহণীয় নহে; সুতরাং সে সুখের ব্যাঘাত হইলে দুঃখ বোধ করি না। কষ্ট ব্যতীত ধর্ম্মের অনুষ্ঠান হয় না; ধর্ম্মের অনুষ্ঠানে যত কষ্টই হউক না কেন, তাহা আমার প্রার্থনীয়। যদি আমাতে তোমার ভক্তি থাকে, যদি আমার প্রিয় কার্য্য করা তোমার কর্ত্তব্য হয়, তবে উগ্রতর ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম পরিত্যাগ কর; প্রশান্ত সত্যধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া সৎপথের পথিক হও।

লক্ষ্মণ রামের কথা শুনিয়া ইতিকর্ত্তব্যতাবিমূঢ় হইলেন; একবার রামকে রাজা করিয়া কৌশল্যার শোক-শল্য

উদ্ধার করিতে ইচ্ছা করেন ; আর বার জ্যেষ্ঠের ধর্ম্মো-পদেশ স্মরণ করিয়া তদনুবর্ত্তী হইতে প্রবৃত্ত হন; একবার কৈকেয়ীর ব্যবহার মনে করিয়া ক্রোধে অধীর হন ; আর বার পিতৃবাক্যের অন্যথাচরণ অধর্ম্ম ভাবিয়া স্থির হন। লক্ষ্মণের এইরূপ ব্যাকুলতা দর্শনে কৌশল্যা ধৈর্য্যাবলম্বনে অসমর্থ হইয়া আর্ত্তস্বরে তাঁহার হৃদয় অধিকার করিলেন। তখন লক্ষ্মণ একেবারে ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন, এবং কুপিত কেশরী-কিশোরের ন্যায় ভীষণ ভ্রূভঙ্গী বিস্তার করিয়া আরক্ত-নয়নে বলিলেন, রাজা লোকাচার বিরুদ্ধ কর্ম্ম করিতেছেন, ছলক্রমে জ্যেষ্ঠ পুত্রকে বনবাস দিতেছেন, কনিষ্ঠ পুত্রকে রাজা করিয়া পাপাচরণ করিতেছেন, স্ত্রীবশীভূত হইয়া গর্হিত ব্যাপারের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইতেছেন। এই কি রাজার রাজধর্ম্ম? জ্যেষ্ঠ পুত্রকে বঞ্চনা করা কি পিতার কর্ত্তব্য কর্ম্ম? আর্য্য! আপনি ক্ষমা করিবেন। এত অন্যায়াচরণ আমার সহ্য হইবে না, এখনই ইহার প্রতীকার করিব।

স্ত্রৈণ পিতা কদাচ পুত্রের মিত্র নহে ; তাদৃশ পিতার কথা কি শ্রবণযোগ্য? আপনি সেই কথা অনুসারে কখনই চলিতে পারিবেন না। চতুর্দ্দশ বৎসর পরে নির্ব্বিবাদে রাজ্য ভোগ করিবেন ভাবিয়া, নিশ্চিন্ত থাকিবেন না। বঞ্চকেরা উৎপন্নমতি ; বঞ্চনাই তাহাদিগের অভ্যসনীয় বিদ্যা ; আত্মকার্য্য-সিদ্ধিই তাহাদিগের উদ্দেশ্য; পরের শুভ উপস্থিত হইলেই তাহাদিগের মন সমৎসর হয় ; যতক্ষণ পরশুভানুষ্ঠানে ব্যাঘাত জন্মাইতে না পারে, ততক্ষণ তাহারা স্থির হইতে পারে না। যাহারা উপস্থিত রাজ্যাভিষেকে এত বিঘ্ন ঘটাইল, তাহারা যে পরে ভদ্রতাচরণ

করিবে ইহা মনেও ভাবিবেন না। যাহারা প্রত্যুৎপন্ন-মতিত্বপ্রভাবে সহসা স্বকার্য্য সিদ্ধি করিতে পারে, তাহারা কাল পাইলে যে কত কৌশলজাল বিস্তার করিয়া রাখিবে তাহা বলা যায় না।

আর্য্য! আর দৈব অবলম্বন করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিবেন না। দুর্ব্বল কাপুরুষেরাই দৈব অবলম্বন করিয়া থাকে; বীরপুরুষেরা বাহুবলে সকল কর্ম্ম সমাধা করিয়া থাকেন। আপনি স্থির হইয়া থাকুন; অনুমতি করুন আমি একাকীই সকল কর্ম্ম সম্পন্ন করিব। আজি যদি কোন দিক্‌পাল আসিয়া অভিষেকের অন্তরায় হয়, তাহাকেও প্রেতপতির আতিথ্য স্বীকার করাইব। যে আপনারে বনে যাইতে বলিবে, তাহারে জন্মের মত বনবাস দিব; কৈকেয়ী যে দুরাশা-লতা রোপণ করিয়াছে, তাহার মূল উন্মূলিত করিব। লক্ষ্মণের এই বাহু শোভার জন্য নহে; লক্ষ্মণ এই ধনুঃ ভূষণের জন্য ধারণ করে নাই; এই অসিলতা কক্ষে বন্ধন করিবার জন্য গ্রহণ করে নাই; ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম বলিয়া এই শাণিত শর তুণীরে ধারণ করে নাই। যে জন্য অস্ত্র ধারণ করিয়াছি, তাহা এখনই সকলকে প্রত্যক্ষ করাইব; নরশোণিতে পৃথিবী প্লাবিত করিব। অধিক কি, এক কালে খণ্ড প্রলয় করিয়া তুলিব।

রাম লক্ষ্মণকে সান্ত্বনা করিয়া ললিলেন, বৎস! লোকে ঐহিক ও পারত্রিক সুখের জন্য সন্তানের কামনা করিয়া থাকে, যদি সন্তান দ্বারা পিতৃদেবের সেই সুখ না হইল, তবে তাঁহার সন্তানে প্রয়োজন কি? পিতৃ-সত্য পালন না করিলে পিতা মহাশয় পতিত হইবেন। যে পুত্রের দোষে পিতাকে পতিত হইতে হয়, সে পুত্রের জন্ম না হওয়াই

ভাল। পিতা সন্তানের গুরু ও উপাস্য দেবতা; তাঁহার আদেশ কোনক্রমে অন্যথা করিতে পারিব না; পিতৃসত্য পালন করিয়া ইহলোকে কীর্ত্তি এবং পরলোকে সদ্গতি লাভ করিতে পারিব। ক্ষণিক সুখভোগের জন্য গুরু-জনের মনে ক্লেশ দেওয়া নিতান্ত অনুচিত। যদি আমাতে তোমার স্নেহ ও ভক্তি থাকে, তবে কোপসমুদ্ভূত কুটিলমতি পরিত্যাগ কর। আমার প্রিয়কার্য্য করা যদি তোমার অভিলষিত হয়, তবে আমি বনে গমন করিলে, দেবতার ন্যায় পরমারাধ্য পিতাকে সেবা করিবে; কেকয়নন্দিনী প্রভৃতি জননীবর্গকে অভিন্নভাবে শুশ্রূষা করিবে; আর প্রাণাধিক ভরতকে আমার ন্যায় মান্য করিবে ও তাঁহার প্রতি সৌজন্যপূর্ণ ব্যবহার প্রদর্শন করিবে।

লক্ষ্মণ জ্যেষ্ঠের উপদেশ শুনিয়া কথঞ্চিৎ ক্রোধাবেগ পরিত্যাগ করিলেন; এবং অনুনয় করিয়া বলিলেন, আর্য্য! আপনার যে গতি, এদাসেরও সেই গতি হইবে; আপনি বনে গমন করিলে, আমি আপনার অনুগমন করিব; আপনার পরিত্যক্ত স্থান অনন্ত সুখের আকর হইলেও লক্ষ্মণের মনোনীত হইবে না। আপনার পরি-ত্যক্ত রাজধানী অপেক্ষা আপনার অধিষ্ঠিত নির্জন নিবিড় অরণ্যও আমার স্পৃহণীয় ও রমণীয় হইবে। আমি বনে বনেচর হইয়া বনবিহারী চরণচারী আর্য্যের আহারার্থে ফলমূল আহরণ করিব, দুর্গমগিরিগহনে অনুগমন করিব, এবং আজ্ঞাকর কিঙ্করের ন্যায় সর্ব্বদা সতর্কতাসহকারে সকল কর্ম্ম সম্পন্ন করিব। অতএব আর্য্য! অনুগত অনুজের প্রতি অনুগ্রহ করিয়া অনুগমনে অনুমতি করুন।

রাম লক্ষ্মণের কথা শুনিয়া সাদরবচনে কহিলেন, তুমি আমার সমদুঃখসুখ অভিন্ন-হৃদয় ভ্রাতা; তুমি নিকটে থাকিলে আমার ক্লেশের লাঘব হইবে বটে, কিন্তু আমার দুঃখের অংশভাগী হও, এরূপ ইচ্ছা আমার হৃদয়ে স্থান লাভ করিতে পারিবে না।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

কৌশল্যা শোকব্যাকুলহৃদয়ে দীর্ঘ উষ্ণ-নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বাষ্পাকুললোচনে কাতরবচনে বলিলেন, বৎস! তুমি আমার অনেক যত্নের ধন, কত দেবদেবীর আরাধনা করিয়া, কত কঠিন ব্রতের উদ্‌যাপন করিয়া, কত দুষ্কর তপস্যার অনুষ্ঠান করিয়া, তোমারে পাইয়াছি। মনে মনে ভাবিয়াছিলাম যে, রাম বড় হইলে আমার সকল দুঃখের অবসান হইবে। বৎস! তুমি এক্ষণে উপযুক্ত হইয়াছ। আমি ভাবিতেছি, রাম আমার আজি রাজা হইবেন, আমি রাজমাতা হইয়া মনের সুখে কালযাপন করিব, এবং পুত্রচ্ছায়া আশ্রয় করিয়া সকল সন্তাপ দূর করিব। আমি যাহা স্বপ্নেও ভাবি নাই, নির্দ্দয় দৈব তাহা ঘটাইল। কোথায় রাম আমার আজি রাজা হইবেন, না সেই রাম আজি চোরের মত, নির্ব্বাসিত হইলেন। যাহার জননী আজি দিনযামিনী আমোদ-আহ্লাদে নিমগ্ন থাকিবে, আজি কি না তাহাকে কাঙ্গালিনীর ন্যায়, উন্মাদিনীপ্রায়, অনবরত বিলাপ ও পরিতাপ করিতে হইল! হা বিধাতঃ! তোমার মনে এই ছিল, যাহাকে কত আশার সহিত পরিপালিত ও পরিবর্দ্ধিত করিলাম, ফলভোগের সময় তাহা হইতে আমাকে বিরহিত করিলে।

হা রাম! হা কৌশল্যার জীবনধন! তুমি সপত্নীর কথাক্রমে আমারে ক্লেশ-সাগরে নিক্ষেপ করিয়া বনে যাইও না;

দুষ্কৃতকারীর ন্যায়, অব্যবস্থিতচিত্ত রাজার কথা শুনিয়া মাতৃবধে প্রবৃত্ত হইও না; বৎস রাম! মাতৃসেবাই পুত্রের প্রধান ধর্ম্ম ও একান্ত অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম; এই ভূমণ্ডলে মাতার সমান গুরু কেহই নাই। ধর্ম্মশাস্ত্র-প্রণেতা মহর্ষি মনু কহিয়াছেন,"জন্মদাতা, বিদ্যাদাতা, প্রতিপালয়িতা প্রভৃতি দশ প্রকার গুরুর মধ্যে মাতার গৌরব অধিক। পিত্রাদি গুরুলোক পতিত হইলে পরিত্যাগ করিতে হয়, কিন্তু মাতা পতিতা হইলেও পরিত্যাগের যোগ্য নহেন; গর্ভে ধারণ ও পোষণদ্বারা মাতা সর্ব্বপ্রকার গুরু অপেক্ষা গরীয়সী, পিতা অপেক্ষা মাননীয়া এবং সর্ব্বপ্রকারে পালনীয়া"। মাতাকে পরম গুরু জ্ঞান করিয়া সেবা করিলেই পরম ধর্ম্মের অনুষ্ঠান হয়; উহা সঞ্চয় করিবার জন্য বনবাস ক্লেশ সহ্য করিতে হয় না। সন্তান নিকটে থাকিলেই জননী সন্তুষ্ট থাকেন, তাহাতেই পুত্রের ধর্ম্ম হয়, সন্তানের মুখ দেখিলে মাতার যেরূপ আনন্দের উদয় হয়, তদ্রূপ আর কিছুতেই হইতে পারে না। যদি যুক্তি ও শাস্ত্রকে সমধিক প্রমাণ বলিয়া চলিতে হয়, তবে জনক অপেক্ষা জননীই পরম গুরু, এবং জনকের আদেশ অপেক্ষা জননীর আদেশই প্রধান। আমি নিষেধ করিতেছি, তুমি বনে যাইতে পারিবে না। সন্তানগণের মধ্যে জ্যেষ্ঠ পুত্রই রাজা হইয়া থাকে, অন্য পুত্রেরা তাহার অনুচর হইয়া রাজকার্য্যে সাহায্য করে—এই চিরাগত ইক্ষ্বাকুকুলধর্ম্মের অনুসরণ করিয়া তুমি স্বয়ং রাজা হও; অনুগত ভ্রাতা লক্ষ্মণকে সহায় করিয়া নির্ব্বিঘ্নে রাজ্য শাসন কর, কাহারও উপরোধ অনুরোধ গ্রাহ্য করিও না।

রাম বিনয়মধুরবচনে বলিলেন, জননি! মহারাজ

আমার এবং আপনার প্রভু; যখন আপনার উপর মহারাজের প্রভুতা আছে, তখন আমাকে নিবারণ করিতে আপনার অধিকার নাই। যে স্থলে জনকের আদেশ জননীর আদেশের প্রতিকূল, সে স্থলে জনকের আদেশ রক্ষা করা ন্যায়ানুগত ও শাস্ত্রসম্মত কর্ম্ম। বিশেষতঃ স্বামী স্ত্রীদিগের দেবতা, স্বামীই স্ত্রীদিগের ঈশ্বর, এজন্য সাধ্বী স্ত্রীরা স্বামীর আদেশের বশবর্ত্তিনী হইয়া থাকেন। আপনি বিশাল কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, আপনার পতিপরায়ণতা সুশীলতা প্রভৃতি সদ্‌গুণ ও ধর্ম্মনিষ্ঠা ভুবনবিখ্যাত; অতএব বৎসলতা বশতঃ পুত্রহিতানুরোধের পরতন্ত্র হইয়া স্বামীর মত অতিক্রম করিবেন না।

মহারাজ কৈকেয়ীজননীর নিকট দুই বর অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, এক্ষণে সেই বর দিয়া পূর্ব্ব প্রতিশ্রুত প্রতিপালন করিলেন। তাহাতে সত্যবাদী ধর্ম্মভীরু মহারাজের ধর্ম্মবিরুদ্ধ কর্ম্ম কি হইল? পূর্ব্বপ্রতিশ্রুত বর এত দিনের পর লাভ করিলেন বলিয়া, কৈকেয়ী জননীকে ন্যায়পথের প্রতিকূলবর্ত্তিনী বলা যায় না; ভরতও পিতৃদত্ত যৌবরাজ্য লাভ করিবেন, তাহাতেই বা তাঁহার অপরাধ কি? বিবেচনা করিয়া দেখিলে কাহারও কোন দোষ নাই; কেবল আমার ভাগ্যের বিরুদ্ধ-পরিণামই এরূপ বিসদৃশ ঘটনা ঘটাইয়াছে, তজ্জন্য পরিতাপ করিবেন না। আপনি মহারাজকে গুরুর ন্যায় সেবা করিবেন; কৈকেয়ীজননীকে ভগিনীবৎ সম্ভাষণ করিবেন; এবং ভ্রাতৃবৎসল ভরতকে আমার ন্যায় স্নেহ করিবেন। আমি কর্ত্তব্য কার্য্যের অনুরোধে সচ্ছন্দ-মনে ও নির্ব্বিকার চিত্তে পিতার আজ্ঞা প্রতিপালন করিব, এবং চতুর্দ্দশ বৎসর

অন্তে পুনর্ব্বার আপনার শ্রীচরণ দর্শন করিব; অনুগ্রহপূর্ব্বক বনগমনে অনুজ্ঞা প্রদান করুন। ইহাতে ইহলোকে সুখ্যাতি ও পরলোকে সদ্গতি লাভ হইবে।

কৌশল্যা রামের ধর্ম্মানুসারিণী বাণী শুনিয়া ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া বাষ্পাকুললোচনে বলিলেন, রাজা আমাদিগের পরমগুরু, তাঁহার মত অতিক্রম করা আমার উচিত নহে। কিন্তু সপত্নীমণ্ডলীর মধ্যে অবমানিতা হইয়া বাস করিতে পারিব না, অতএব আমাকে সঙ্গে লইয়া চল। আমি ঋষিপত্নীদিগের নিকট ভিক্ষা করিয়া, বনে ফলমূল আহরণ করিয়া তোমারে খাওয়াইব। জননী নিকটে থাকিলে, তুমি ক্লেশ পাইবে না; আমিও তোমার মুখকমল নিরীক্ষণ করিয়া সুখে থাকিব। বৎস! পুত্রবিহীন হইয়া রাজপ্রাসাদে অবস্থান পূর্ব্বক অতুল-সুখসামগ্রী সম্ভোগ করা অপেক্ষা পুত্রকে ক্রোড়ে লইয়া বনবাসে উপবাস করিয়াও দিনপাত করা জননীর পক্ষে আনন্দদায়ক, তাহাতে সংশয় নাই।

রাম বহুমান-প্রদর্শন-পুরঃসর বলিলেন, জননি! স্বামী বিদ্যমান থাকিতে স্ত্রীলোকের সন্তানের অধীন হওয়া অনুচিত; সাধ্বীস্ত্রীর স্বামি-শুশ্রূষা প্রধান ধর্ম্ম। অতএব আপনি গৃহে থাকিয়া মহারাজের সেবা শুশ্রূষা করিয়া শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করুন। স্বামী মহাত্মাই হউন, বা হীনাশয়ই হউন, তিনিই স্ত্রীলোকের প্রধান গুরু, তিনি যে পত্নীর প্রতি সন্তুষ্ট থাকেন, দেবতারাও তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হন; স্বামীকে পরিত্যাগ করা বা তাঁহার প্রতি নৃশংসব্যবহার ও উদাসীনভাব অবলম্বন করা অবোধ স্ত্রীর লক্ষণ। এরূপ অসদাচরণপ্রবৃত্তি কখনই আপনার মনে

উদিত হইবে না। কৈকেয়ী জননী মহারাজকে ক্লেশ দিয়াছেন; মহারাজ আমার বিয়োগে একান্ত কাতর হইয়াছেন, এবং স্বকর্ম্মজ-লজ্জাবশতঃ ম্রিয়মাণ হইয়া রহিয়াছেন। এ সময়ে আপনি তাঁহার প্রতি নির্ম্মম ব্যবহার করিয়া শুশ্রূষা না করিলে তাঁহার ক্লেশের সীমা থাকিবে না। অতএব জননি! আপনি গৃহে থাকিয়া যাহাতে মহারাজের ক্লেশ না হয়, তাহাই করিবেন; ধর্ম্মের আলোচনায় সময় অতিবাহন করিবেন; দেবতার নিকট আমার মঙ্গল কামনা করিবেন; এবং আশীর্ব্বাদ করিবেন, যেন আমি নিরাপদে পিতৃ-সত্য পালন করিয়া প্রত্যাগমন করিতে পারি। সর্ব্বদা গৃহকর্ম্মে ব্যাপৃত থাকিবেন, তাহা হইলে শোক তাপের অল্পতা হইবে; আপনি প্রসন্নমুখে অনুমতি করিলে আমার কোন বিপদ্ ঘটিবে না; আপনার আশীর্ব্বাদে নিরাপদে থাকিব, এবং সর্ব্বত্র জয়ী হইব। জননীর আশীর্ব্বাদ সন্তানের বর; জননীর চরণধূলী পুত্রের আপদুদ্ধারক অক্ষয় কবচ; জননীর সকল ভাবই সন্তানের মঙ্গলের কারণ; অধিক কি, যাত্রাকালে ক্রন্দন শুনিলে যাত্রা ভঙ্গ করিতে হয়, কিন্তু তখন মাতৃ-রোদন শুনিলে সন্তানের কল্যাণ হয়। অতএব আপনি প্রসন্ন হইয়া অনুমতি করুন। আমি পিতার আদেশ প্রতিপালন করিয়া চতুর্দ্দশ বৎসর পরে আপনার চরণারবিন্দ পুনর্দর্শন করিব। আপনি একক্ষণও আমার জন্য উৎকণ্ঠিত হইবেন না; সত্যপালনসম্ভূত ধর্ম্ম, এবং জননীর শুভাশীর্ব্বাদ, উভয়ই আমার সমস্ত বিঘ্ন বিনাশ করিবে। এই বলিয়া রাম জননীর চরণযুগল ধারণ করিয়া অশেষ প্রকারে অনুনয় করিতে লাগিলেন।

কৌশল্যা রামের বিনয়প্রধান বাক্য শুনিয়া, কর্ত্তব্য কর্ম্মে আগ্রহাতিশয় দেখিয়া, এবং ধর্ম্মসংশ্রব কথা অনতিক্রমণীয় বিবেচনা করিয়া, সজলনয়নে বলিলেন, বৎস! তুমি সর্ব্বদা সাবধান থাকিবে; কুলদেবতারা তোমার সকল আপদ্ দূর করিবেন; আমি আশীর্ব্বাদ করিতেছি, সর্ব্বত্র কুশলে থাকিবে; এবং বনবাসরূপ দুরূহ তাপসব্রতে কৃতকার্য্য হইয়া প্রত্যাগমন করিবে। আমি মহারাজের সুখ সচ্ছন্দতা সম্পাদনে যত্ন করিব, তজ্জন্য চিন্তিত হইবে না। পথে তোমার কোন বিঘ্ন না হউক; এস বৎস, একবার চতুর্দ্দশ বৎসরের জন্য ক্রোড়ে করি; মধুরস্বরে একবার মা বলিয়া ডাক, তুমি গমন করিলে এ অভাগিনীরে মা বলিয়া ডাকে, এমন আর কেহ নাই। এই বলিয়া রামকে ক্রোড়ে লইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। রাম জননীকে সান্ত্বনা করিয়া বনগমনে আজ্ঞা লাভ করিলেন। অনন্তর লক্ষ্মণের সহিত সীতা দেবীর মন্দিরাভিমুখে গমন করিলেন।

জনকদুহিতা সীতাদেবী নিজ নিকেতনে অবস্থিতি করিতেছিলেন। তিনি উপস্থিত বিপৎ-পাতের বিন্দু-বিসর্গও অবগত ছিলেন না। তাঁহার স্বামী রাজবেশ ধারণ করিয়া সিংহাসনে উপবেশন করিবেন, তিনি নারীজন-প্রার্থিত দুর্লভ মহিষীপদে প্রতিষ্ঠিত হইবেন, তাঁহার এই চিরলালিত মনোরথ ফলোন্মুখ হইবার শুভ সময় উপস্থিত হইয়াছে দেখিয়া সমুচিত দেবার্চ্চনা সমাধান করিয়া মনোহর বেশ-বিন্যাস সমাপন পূর্ব্বক তদীয় শুভাগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, এমন সময় রামচন্দ্র তথায়

উপনীত হইলেন। জানকী তৎক্ষণাৎ প্রত্যুদ্গমন পূর্ব্বক প্রণয়স্নিগ্ধ মধুর সম্ভাষণে তাঁহার সম্বর্দ্ধনা করিলেন।

রামচন্দ্র সত্য অথচ অপ্রিয় বাক্যে প্রণয়িনীর মনে ক্লেশ প্রদান করা উচিত নহে বিবেচনা করিয়া অবনত-বদনে আসনে উপবিষ্ট হইলেন। সীতা উষা-শশীর ন্যায় রামচন্দ্রের মুখশ্রীর মলিন ভাব বিলোকন করিয়া অপ্রসন্ন মনে বলিলেন, অয়ি জীবিতেশ! অপ্রিয় ঘটনা বচনীয় নহে বিবেচনা করিয়া, আপনি হৃদয়গত ভাব গোপন করিতে যতই যত্ন করিতেছেন, ততই আপনার বদনকমল ম্লানভাব ধারণ করিতেছে; স্বজন সমীপে শোচনীয় বিষয় অধিকক্ষণ অব্যক্ত থাকিতে পারে না; শোকানল আত্মীয়-সমাগম-পবনে স্বতই প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠে। আপনি প্রযত্ন সহকারে বিষাদবেগ ও বাষ্প-নির্গম নিরোধ করিতে সমধিক চেষ্টা করিতেছেন, তাহাতেই আপনার মুখ-কমল মলিন ও বিম্বফল তুল্য সরস ওষ্ঠাধর শুষ্ক হইয়া উঠিতেছে, অন্তর্যাতনায় দেহ বিবর্ণ হইয়া উঠিতেছে, বিকসিতরাজীবনিভ নয়নযুগল শিশিরসিক্ত নিশামুখ-কমলের ন্যায় ক্রমশই সঙ্কুচিত ও জলার্দ্র হইতেছে, মধ্যাহ্ন মারুতের ন্যায় অবিরত উষ্ণ নিশ্বাস নির্গত হইতেছে; আন্তরিক শোক-চিহ্ন অন্ত-র্নিহিত প্রকৃত ভাবের আদর্শ স্বরূপ মুখাবয়বে প্রতি-ফলিত হইয়া সুস্পষ্ট প্রকাশ পাইতেছে। যখন আপনি অপ্রিয় সংবাদ বলিয়া দুঃখিত করিবেন না নিশ্চয় করিয়াছেন, তখন বুঝিলাম আমারই দুঃখের দশা উপস্থিত হইয়াছে। আমার নিজের দুঃখ যতই কেন উপস্থিত হউক না, তাহাতে অণুমাত্র কাতর হইব না; কিন্তু

আপনার সামান্য দুঃখও আমার পক্ষে অসহ্য যন্ত্রণার কারণ হইবে। রাম সীতার বাক্য শ্রবণ করিয়া কোন উত্তর করিতে সমর্থ হইলেন না; পূর্ব্বাপেক্ষা সমধিক পর্য্যাকুল হইয়া উঠিলেন। তাঁহার শরীর হইতে মন্দ মন্দ স্বেদ-কণা, এবং লোচন হইতে অশ্রুবিন্দু বিনির্গত হইতে লাগিল। বস্তুতঃ তৎকালে তাঁহার নবজলধর-শ্যাম নাম সার্থক হইয়াছিল।

সীতা নয়নাভিরাম রামচন্দ্রকে চিন্তাকুল দেখিয়া বলিলেন, অয়ি জীবিতেশ্বর! আজি শুভদিনে আপনাকে এত দুর্ম্মনায়মান দেখিতেছি কেন? কেনই বা শতশলাকাবৃত মুক্তাফলশোভিত দুগ্ধফেন-নিভ বিচিত্র সিতাতপত্র লক্ষিত হইতেছে না, রাজলক্ষণভূত চামরদ্বয় উভয় পার্শ্বে সঞ্চালিত হইতেছে না, মগধ-দেশীয় বন্দীগণ সুললিত মঙ্গল-সংগীত গান করিতেছে না, কাঞ্চন-ভূষিত সুসজ্জিত তুরঙ্গ চতুষ্টয় বল্‌গিত গমনে রাজপথের শোভা সম্পাদন করিতেছে না, সজ্জীভূত মাতঙ্গ তুরঙ্গ প্রভৃতি চতুরঙ্গ-বল দণ্ডায়মান দৃষ্ট হইতেছে না, এবং কোন প্রকার অভিষেক সজ্জা দৃষ্টিগোচর হইতেছে না? এই সমস্ত না দেখিয়া আমার অন্তঃকরণ একান্ত ব্যাকুল হইয়াছে। যতক্ষণ কারণ জানিতে না পারিব, ততক্ষণ আমার উৎকণ্ঠা ও অসুখ বর্দ্ধিত হইতে থাকিবে। আপতিত দুর্ঘটনা যতই কেন অপ্রিয় ও অপরিজ্ঞাপনীয় হউক না, প্রার্থনা করিয়া জানিলে বক্তার দোষ স্পর্শে না।

রাম সীতার বাক্য শ্রবণ করিয়া তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বনপূর্ব্বক মনে মনে বিবেচনা করিতে লাগিলেন, পিতার আজ্ঞাক্রমে আমাকে দয়া, মমতা ও বন্ধুতা সমস্তই

পরিত্যাগ করিতে হইবে, আমি কাহারও উপরোধ অনুরোধ রক্ষা করিতে পারিব না। কিয়ৎকাল প্রতীক্ষা করিয়া যে সান্ত্বনা করিয়া যাইব, কৈকেয়ী সে বিলম্বও সহিতে পারিবেন না। অপ্রিয় নিবেদন করিলে অসৌজন্য প্রকাশ হইবে, না বলিয়া গেলে ঔদাসীন্য প্রকাশ হইবে, এবং তাহাতে সমধিক চিত্তখেদ উপস্থিত হইবে। এইরূপ চিন্তার পর বলিলেন, সীতে! আর বলিব কি! অপ্রিয় নিবেদনে তোমার মনে অসুখ জন্মাইয়া দিতে আমার মুখ হইতে বাক্য স্ফুরিত হইতেছে না; পুত্রকে পিতার আদেশ দেবাদেশের ন্যায় পালন করিতে হয়, তাহার দোষ গুণ পর্য্যালোচনা করিতে সন্তানের ক্ষমতা নাই, "যে আজ্ঞা" ভিন্ন তাহার উপযুক্ত উত্তর নাই; পিতাও কখন ইচ্ছাপূর্ব্বক সন্তানকে কষ্ট দিতে অভিলাষ করেন না, সুখে রাখিতে চেষ্টা পান, এবং ধর্ম্মপথে চলিতে উপদেশ দিয়া থাকেন; কিন্তু আমার ভাগ্যে বিপরীত ঘটনা ঘটিয়াছে।

সীতে! তুমি বিশালকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছ, ধর্ম্মের মর্ম্ম অবগত আছ, তদনুযায়ী কার্য্যেরও অনুষ্ঠান করিয়া থাক। ধর্ম্মপালনার্থে আমাকে বনে প্রস্থান করিতে হইল। তজ্জন্য তুমি অধিক কাতর হইবে না। সত্যপ্রতিজ্ঞ মহারাজ পূর্ব্বে কৈকেয়ীমাতাকে দুইটী বর অঙ্গীকার করিয়াছিলেন; মহারাজ আমার অভিষেকের অনুষ্ঠান করিলে পর, তিনি মহারাজের নিকট সেই দুই বর প্রার্থনা করেন। তাহার এক বরে আমাকে চতুর্দ্দশ বর্ষ দণ্ডকারণ্যে বাস করিতে হইবে, অপর বরে ভরত যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হইবেন! আমি এখনই তপস্বিবেশে বনবাসে প্রস্থান করিব। জননীর নিকট

অনুমতি লাভ করিয়া তোমার নিকট বিদায় গ্রহণ-মানসে উপস্থিত হইয়াছি। আমি বনে গমন করিলে, তুমি ব্রতপরায়ণা হইয়া কালযাপন করিবে; প্রত্যূষে উঠিয়া পূজাবিধি সমাপন পূর্ব্বক সকলের প্রভু মহারাজকে পিতার ন্যায় বন্দনা করিবে; অনন্তর শোকাকুলা জননীকে বন্দনা ও শুশ্রূষা করিবে; বিমাতারা সকলেই আমার সমানপূজ্য ও সমানমাননীয়; তুমি তাঁহাদিগকে অভিন্নভাবে বন্দনা করিবে, আমার কনীয়ান্ ভ্রাতা ভরত ও শত্রুঘ্নকে যথোচিত স্নেহসম্ভাষণ করিবে; ভরতের নিকট কথঞ্চিৎ আমার গুণগরিমা প্রকাশ করিবে না; পুরুষ সম্পত্তিসম্পন্ন হইলে, পরপ্রশংসাবাদ শুনিতে ভাল বাসে না। মহারাজ যাহাকে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, সেই সৌভাগ্যশালী ব্যক্তির প্রতি সমুচিত সমাদর প্রদর্শন করাই সর্ব্বতোভাবে বিধেয়।

বৈদেহি! তুমি স্ত্রীসদাচার বিলক্ষণ অবগত আছ, যাহার সহিত যেরূপ ব্যবহার করিতে হয় তাহা তোমার অবিদিত নাই, তুমি আপনা হইতেই এ সকল অনুষ্ঠান সম্পন্ন করিবে, আমার বলা বাহুল্য। কর্ম্মে ব্যাপৃত থাকিলে মদ্বিষয়িণী উৎকণ্ঠা অধিকক্ষণ তোমাকে আকুল করিতে পারিবে না। তুমি ব্রতপরায়ণা হইয়া সময় অতিবাহন করিবে, আমার নিমিত্ত অণুমাত্র চিন্তা করিবে না, আমি সত্যব্রত পালন করিবার নিমিত্ত এখনই বনে গমন করিব, ব্রতান্তে পুনরায় তোমার সন্নিধানে প্রত্যাগমন করিব।

সীতা রামের বাক্য শ্রবণ করিয়া বিয়োগকাতরহৃদয়ে বাষ্পাকুলিতলোচনে দীনবচনে কহিলেন, অয়ি নাথ!

সৌদামনী নবজলধরের সহচরী হইয়া থাকে, প্রভঞ্জনের উপদ্রব উপস্থিত হইলেও তাহার সঙ্গে সঙ্গে দিগ্‌দিগন্তে গমন করে; দ্বন্দ্বচর খেচরেরা ব্যাধ ভয়ে কেহ কাহাকে পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করে না; দাম্পত্যের বন্ধনই এইরূপ। আপনি দাম্পত্য ধর্ম্ম অবগত থাকিয়া কিরূপে আমাকে পরিত্যাগ করিয়া একাকী বনে যাইবার অভিলাষ করিতেছেন? ইহা কি ভবাদৃশ মহাপুরুষের উপযুক্ত ব্যবহার? আপনি একবার বিবেচনা করিয়া দেখুন, পিতা পুত্র, বন্ধু বান্ধব, সকলেই স্ব স্ব ভাগ্যের ফলভোগ করিয়া থাকেন; কিন্তু ভার্য্যা ভর্ত্তৃভাগ্যোপজীবিনী; তাহার সুখ দুঃখ স্বামীর ভাগ্যের উপর নির্ভর করিয়া থাকে; অতএব, আর্য্যপুত্র! নিরাশ্রয়া পতিভাগ্য-পরায়ণাকে পরিত্যাগ করিয়া একাকী বনে গমন করিবেন না। আপনি পরিশ্রান্ত হইলে, আমি চেলাঞ্চলে ব্যজন করিব, হস্ত মার্জ্জনা করিয়া উপবেশনস্থান প্রস্তুত করিয়া দিব। গৃহে দাস দাসী সতত সমীপবর্ত্তী থাকায়, আমার কর্ত্তব্য কর্ম্ম কিছুই করিতে পারি নাই, বনবাসে সন্তুষ্ট-চিত্তে তাহা সম্পন্ন করিব। অতএব আমাকে একান্ত-বাঞ্ছিত সুখে বঞ্চিত করিবেন না।

রামচন্দ্র বনবাসকষ্ট মনে মনে চিন্তা করিয়া সান্ত্বনা-বাক্যে বলিলেন, সীতে! তুমি সর্ব্বদা সর্ব্বপ্রকার সুখে পরিবৃত আছ, কখনও দুঃখভোগ কর নাই; এবং দুঃখ যে কি পদার্থ, তাহা জান না; দুঃখে পড়িলে নিশ্চয় তোমার জীবন সংশয় হইবে। বন নিরবচ্ছিন্ন দুঃখময়, তথায় সুখের লেশ মাত্র নাই; সুখী লোক বনে গমন করিলে তাহার জীবন নাশের সম্ভাবনা। বনের নাম

শুনিলেই জনপদবাসীর মনে ভয়ের সঞ্চার হয়; নিবিড় বনে বিটপীর শাখাপ্রশাখা, বেতসপ্রভৃতি কণ্টকিতলতায় আচ্ছন্ন থাকায়, দিবাভাগেও তাহার অভ্যন্তরে সূর্য্যালোক প্রবেশ করিতে পারে না; তথায় কেবল অন্ধকার চির বিরাজ করিতে থাকে; বনচর শ্বাপদগণ সচ্ছন্দে বিচরণ করিয়া বেড়ায়; অন্য জীব নিয়তিক্রমেই তাহাদের আহারের নিমিত্ত তথায় উপস্থিত হয়; জনপদবাসী কেহই স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত হইয়া বনে যাইতে চাহে না। যদি কাহাকেও কার্য্যানুরোধে তথায় যাইতে হয়, তবে তাহাকে দূর হইতে গিরিদরীশায়ী কেশরীর গভীর গর্জ্জন ও নির্ঝরতটনিবাসী শার্দ্দুলের ভীষণনিনাদ শুনিয়া সেই প্রাণ-সঙ্কট স্থান পরিত্যাগ পূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ পলায়ন করিতে হয়। সেই ভয়ঙ্কর অরণ্যে গতায়াত করাই দুরূহ ব্যাপার, তথায় বসতি করা যে কত কঠিন কার্য্য, তাহা বলিতে পারা যায় না। কোথায় বা শ্বাপদগণ হিংসাবৃত্তি পরিতৃপ্তির নিমিত্ত উগ্র স্বভাব ধারণ করিয়া স্বজাতিকে আক্রমণ করিতেছে, কোথায় বা বৃক্ষমূলে ঋক্ষকুল তরক্ষুর প্রতি রুক্ষ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছে, কোথায় বা বরাহকুল ব্যাঘ্র-বিগ্রহে ব্যাকুল হইয়া বিশাল-দশনাগ্রভাগ দ্বারা বন্ধুর বনভূমি বিদীর্ণ করিতেছে, কোথায় বা গণ্ডারের প্রচণ্ড প্রতাপে উদ্বেজিত হইয়া দুর্দ্দান্ত দন্তিযূথ শুণ্ড উদ্ধৃত করিয়া দন্ত দ্বারা গণ্ডশৈল খণ্ড খণ্ড করিতেছে, অথবা মৃগেন্দ্রপরাক্রমে পরাজিত হইয়া পাদপ-ভঙ্গে বিক্রম প্রকাশ করিতেছে, কোথায় বা করীন্দ্রপরাক্রম সহ্য করিতে না পারিয়া সামর্ষ মহিষকুল বিশাল বিষাণ দ্বারা পাষাণ-পুলিন বিদীর্ণ করিতেছে, কোথায়

বা জরাজীর্ণ অজগরগণ নিবিড় গুল্মমূলে লুক্কায়িত ভাবে বিলীন থাকিয়া বনপথে সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ভোগ্য বস্তুর প্রতীক্ষা করিতেছে এবং অসাবধান জীব সম্মুখে উপস্থিত হইবামাত্র তাহাকে উদরস্থ করিবার পূর্ব্বেই ক্রমাকর্ষণে বিষম যাতনা প্রদান করিতেছে।

বনস্থলীতে পথের আদর্শও নাই; স্থলভাগ কেবল অরণ্যময়, কণ্টকময় ও দুর্গম; তথায় এমন কোন নিদর্শন নাই, যাহা দেখিয়া নিজ নিবাসে প্রতিনিবৃত্ত হইতে পারা যায়। সরিৎসরোবর প্রভৃতি জলাশয় সকল ভয়ঙ্কর নক্রচক্রে আকীর্ণ; পিপাসার্ত্ত জীব অসতর্কভাবে তথায় অবতীর্ণ হইলে গ্রাহগণ তৎক্ষণাৎ তাহাকে গ্রাস করিয়া ফেলে। এই প্রকার ভীষণ স্থানে সর্ব্বদা সশঙ্কচিত্তে বাস করা যে কত কঠিন ব্যাপার, তাহা চিন্তা করিলেও অন্তঃকরণ ভয়াকুল হইয়া উঠে। স্নান, ভোজন, পান, শয়ন প্রভৃতি যাবতীয় ব্যাপারই ভয়-বিমিশ্র। এরূপ দুঃখময় স্থলে কোন্ ব্যক্তি স্বেচ্ছাপূর্ব্বক বসতি করিতে চাহে? কোন্ ব্যক্তিই বা তাদৃশ স্থলে প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তর সহচর সঙ্গে লইয়া যাইতে সাহসী হয়? অতএব, সীতে! বন অতি ভয়ানক দুঃখময় স্থান, তথায় তুমি কোন ক্রমেই অবস্থিতি করিয়া জীবিত থাকিতে পারিবে না; গৃহে অবস্থান কর, এখানে মনের কষ্টে থাকিলেও অপেক্ষাকৃত সুখে থাকিতে পারিবে।

সীতা রামের কথা শ্রবণ করিয়া সজলনয়নে বলিলেন, অয়ি নাথ! হিংস্রজন্তুপূর্ণ অরণ্য সহায়হীন ভীরুজনেরই ভয়াবহ স্থান, পতিসনাথ বীরপত্নীর নহে। আপনি মহাবল পরাক্রান্ত, আপনার আশ্রয়ে থাকিব, তাহাতে আমার

ভয়ের বিষয় কি ? আপনি অভয় প্রদান করিলে সামান্য ভীতির ত কথাই নাই, দুর্নিবার ভয়কেও ভয় বলিয়া গণ্য করি না ; আমি ছায়ার ন্যায় আপনার অনুসারিণী হইয়া থাকিব, তাহাতে আমার ভয়ের সম্ভাবনা কি ? আপনি আমাকে একাকিনী রাখিয়া বনে গমন করিবেন এই ভয়ের সহিত তুলনা হইতে পারে, এমন ভয় ত পৃথিবীতে আর কিছুই নাই। আপনার বনবাস কষ্ট স্মরণ করিয়া আমি গৃহে সুখে জীবিত থাকিব, ইহা মনেও ধারণা করিবেন না। স্বামীর সন্নিধানে থাকা স্ত্রীলোকের অবিচ্ছিন্ন সুখ ও অভয় ; তাহার অন্যথাভাব ঘটিলে অসুখের সীমা থাকে না, ভয়েরও শেষ হয় না। প্রোষিত-ভর্ত্তৃকার পদে পদে উৎকণ্ঠা ও পদে পদে অসুখ ; এক মুহূর্ত্তের জন্যেও তাহার উৎকণ্ঠিত চিত্ত স্থির থাকিতে পারে না, কেবল প্রিয়তমের কল্পিত বিপদ্ আশঙ্কা করিয়া ব্যাকুল হয়। তাহার জীবন পিঞ্জরাবদ্ধ পক্ষীর ন্যায় অস্থির হয়, নির্গত হইতে পারে না। অঙ্গনাপ্রিয় বেশভূষায় তাহার ইচ্ছা থাকে না, এবং অত্যাবশ্যক কার্য্যেও তাহার প্রবৃত্তি জন্মে না। কথঞ্চিৎ কালক্ষেপ করা তাহার পক্ষে কঠিন ব্যাপার হইয়া উঠে ; জীবন ক্ষয় করাই তাহার সংকল্প হয়।

আপনি চতুর্দ্দশ বৎসরের জন্য বনে যাইবেন, ঐ চতুর্দ্দশ বৎসর আমার পক্ষে চতুর্দ্দশ যুগ হইবে। আমি কি রূপে ঐ দীর্ঘ কাল অতিবাহিত করিব ? আপনি ইচ্ছা করিলে আমাকে সঙ্গে লইয়া যাইতে পারেন। যদি আমাকে ক্লেশ-সাগরে নিক্ষেপ করিয়া যাইতে চাহেন, তবে প্রত্যাগমন করিয়া আর আমারে জীবিত দেখিতে পাইবেন না। অসহ্য যন্ত্রণা উপস্থিত হইলে জীবন স্বতই নির্গত হয়,

থবা উপায়ান্তর অবলম্বন করিয়া উহা বাহির করিবার
চ্ছা জন্মে। আপনি যথার্থ বলিয়াছেন "সীতে! তুমি
র্ব্বদা সর্ব্বপ্রকার সুখে পরিবৃত আছ, দুঃখে পড়িলে
নিশ্চয় তোমার জীবন সংশয় হইবে"। জীবন সংশয় ত
এখনই হইয়াছে। একাকী বনে গমন করিবেন, এই বাক্য
যখন আপনার মুখে শুনিয়াছি, তখনই আমার প্রাণ
কণ্ঠগত হইয়াছে। আপনি যখন পুরী হইতে নির্গত হই-
বেন, তখন সেও নির্গত হইবে; এতক্ষণ কেবল আপনার
মোহনমূর্ত্তি দর্শনে আমি জীবিত রহিয়াছি; ভবদীয় দর্শনই
আমার জীবনৌষধি, তাহার অভাব হইলে জীবনেরও
অভাব হইবে, নিশ্চয় জানিবেন। এই কথা বলিয়া সীতা
দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক মুক্তাফল তুল্য অশ্রুবিন্দু
বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে তাঁহার
অঙ্গগ্রন্থি সকল শিথিল হইয়া উঠিল। রাম, হায়! কি
হইল, বলিয়া সহসা বাহুলতা প্রসারণ করিয়া তাঁহাকে
ধরিলেন। সীতা মূর্চ্ছিতা হইয়া ক্ষণকাল নিস্পন্দভাবে
রহিলেন।

রাম সীতার তাদৃশী অবস্থা দেখিয়া ক্ষণকাল তুষ্ণী-
ম্ভাব অবলম্বন পূর্ব্বক অনিমিষনয়নে তদীয় অঙ্গপ্রত্যঙ্গ
নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। সীতাদেবীর মুখারবিন্দ
জলোদ্ধৃত কমলের ন্যায় ক্রমেই শুষ্ক, বিশাল লোচন-
যুগল সলিলমগ্ন রক্তোৎপলের ন্যায় শোণবর্ণ, অঙ্গযষ্টি
পরিমৃদিত* মৃণালের ন্যায় শিথিল হইয়া উঠিল, এবং
হৃদয় নির্ব্বাত নিষ্কম্প হ্রদের ন্যায় নিস্পন্দ হইল।
তখন, হায়! কি হইল, বলিয়া লক্ষ্মণের প্রতি দৃষ্টি

* করদ্বারা মর্দ্দিত।

নিক্ষেপ করিলেন। ইঙ্গিতবিচক্ষণ লক্ষ্মণ তালবৃন্ত-ব্যজন ও সলিল-নিষেচন দ্বারা জনক-তনয়ার মূর্চ্ছার অপনয়ন করিলে তিনি সুপ্তোত্থিতার ন্যায় চক্ষুঃ উন্মীলন করিলেন। অনন্তর দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া অনিমিষনয়নে রামচন্দ্রের মুখকমল বিলোকন করিতে লাগিলেন।

রামচন্দ্র লক্ষ্মণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ভ্রাতঃ! জানকী বিয়োগ-বেদনা সহ্য করিতে পারিবেন না; আমি বনে গমন করিলে ইনি প্রাণ পরিত্যাগ করিবেন সন্দেহ নাই। রাজ্যপদ পরিত্যাগ করিয়াছি, সীতাকে হারাইতে পারিব না, ইহাতে অদৃষ্টে যাহাই ঘটুক। সীতার কাতর ভাব আর আমি দেখিতে পারি না; অন্য যত প্রকার দুঃখ আছে সকলই সহ্য করিতে পারিব, সীতার দুঃখ আমার একান্ত অসহ্য হইবে। অনন্তর সীতাকে বলিলেন, অয়ি বিয়োগ-বিধুরে! তোমার আকার প্রকার দেখিয়া আমার অন্তঃকরণ ব্যাকুল হইয়াছে, প্রাণ কণ্ঠাগত হইয়া উঠিতেছে; তুমি দারুণ শোকাবেগ পরিত্যাগ কর। আমি তোমার ঈদৃশ দুর্বিষহ যন্ত্রণা সহ্য করিতে পারিব না। আর তুমি ভাবী বিরহযন্ত্রণা মনেও করিও না; বনবাস দুঃখ সহ্য করিতে পারিবে না ভাবিয়াই বনবাসে সহচরী হইতে নিষেধ করিয়াছিলাম, এক্ষণে বুঝিলাম, আমার সঙ্গ পরিত্যাগ করা যত ক্লেশকর, বনবাস তোমার তত ক্লেশকর হইবে না। এক্ষণে প্রসন্নচিত্তে বসন, ভূষণ, যান, আসন প্রভৃতি মহামূল্য দ্রব্য সকল বিপ্রগণকে দান ও ভৃত্যবর্গকে অর্পণ করিয়া বনগমনের উদ্যোগ কর।

সীতাদেবী দাসদাসীদিগকে বসন ভূষণে সন্তুষ্ট করিলেন, ব্রাহ্মণপত্নীদিগকে নানাবিধ মহামূল্য সুবর্ণময় অলঙ্কার পরিধান করাইয়া দিলেন, হীরকরত্নরাজিনির্ম্মিত বিবিধকারুকর্ম্মশোভিত মণিময় আভরণ সমূহে স্বামীর প্রিয় সহচরবর্গের সহধর্ম্মিণীদিগকে ভূষিত করিলেন; এবং অন্য অন্য পরিজনদিগকে দানমানে সন্তুষ্ট করিয়া সকলের নিকট বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক সত্বর স্বামিসন্নিধানে উপস্থিত হইলেন। লক্ষ্মণও রামচন্দ্রের অনুজ্ঞাক্রমে অক্ষয় তূণীরদ্বয়, অমোঘ অস্ত্র শস্ত্র, ও শার্ঙ্গধনু সংগ্রহ করিয়া মুহূর্ত্তমধ্যে অগ্রজের নিকট উপস্থিত হইলেন। অনন্তর রামচন্দ্র সমীপোবিষ্ট পুরোহিতপুত্র সুযজ্ঞকে সাদর সম্ভাষণে ও প্রভূত ধনদানে সন্তুষ্ট করিয়া তাঁহার উপর আপন কক্ষের সমগ্র ভার অর্পণ পূর্ব্বক কৈকেয়ীর কক্ষ লক্ষ্য করিয়া চলিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

পুরবাসিবর্গ সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত রামকে চরণচারী দেখিয়া পরিতাপ করিয়া বলিল, যিনি যদৃচ্ছাক্রমে বহির্গমন করিলে, তুরঙ্গ মাতঙ্গাদি চতুরঙ্গ বল সজ্জীভূত হইয়া অগ্রে অগ্রে ধাবমান হইতে থাকে, রাজকুমার বহির্গত হইলেন বলিয়া, নগর কোলাহলময় হইয়া উঠে, পুরবাসিবর্গের দিদৃক্ষাকৌতুকে চতুর্দ্দিক জনতাপূর্ণ হইয়া থাকে, দর্শকগণের কতই আনন্দ উপস্থিত হয়, তিনি আজ দীন দুঃখীর ন্যায় ভার্য্যার সহিত পদব্রজে গমন করিতেছেন, শোকে ও মনস্তাপে কেহ তাঁহার প্রতি প্রীতিপ্রফুল্লনয়নে দৃষ্টিপাত করিতেছে না; সকলেই নয়ন-সলিলে ভাসমান হইতেছে। হা কষ্ট! যে বধূকে আকাশগামী বিহগগণও দেখিতে পায় নাই, আজ তাঁহাকে রাজপথগামী পিশুনগণও বিলোকন করিতেছে। যিনি মিথিলাধিপতি মহারাজ জনকের কন্যা, রাজাধিরাজ দশরথের বধূ, পরশুরামবিজয়ী শ্রীরামের সহধর্ম্মিণী, তিনি আজ সামান্য বনিতার ন্যায়, হীনবেশে সর্ব্বজন-সমক্ষে গমন করিতেছেন; বোধ হয়, রাজা দশরথের শরীরে পিশাচ প্রবেশ করিয়া থাকিবে, নতুবা তাঁহার ঈদৃশী কুমতি কেন হইবে? নির্গুণ পুত্রকেও কেহ কখন বনবাস দেয় নাই; রাজা গুণবান্ রামকে কি দোষে বনবাস দিতেছেন, বলিতে পারি না। আমরা গৃহস্থাশ্রমের উপযোগী প্রধান প্রধান সামগ্রী ও মহামূল্য সম্পত্তি সকল

সঙ্গে লইয়া, শ্রীরামের অনুগমন করিব; ভগ্ন ভাজন সম্মার্জনী প্রভৃতি অসার বস্তু সকল কৈকেয়ীর উপভোগের জন্য রাখিয়া যাইব। আমরা বনে গমন করিলে, বন নগর হইবে, এবং জনশূন্য রাজধানীও অরণ্যানী হইয়া উঠিবে। কৈকেয়ীব্যাঘ্রী তাহাতেই বসতি করিবে। পুরবাসিগণের অনুরাগসূচক ভক্তিদর্শক বচন পরম্পরা শ্রবণ করিয়া রামের মনে কিঞ্চিন্মাত্র বিকৃত ভাবের আবির্ভাব হয় নাই। তৎকালে তাঁহার মুখশ্রী পূর্ব্বানুরূপই লক্ষিত হইয়াছিল, কিরূপে পিতৃসত্য পালন করিবেন, পিতাকে সত্য-প্রতিজ্ঞ রাখিবেন, এই চিন্তাই তাঁহার মনে চতুর্দ্দশ বৎসর জাগরূক থাকিবে ভাবিয়া, তিনি বারংবার তাহারই আন্দোলন করিতে করিতে দ্বারদেশে উপস্থিত হইলেন।

রাম দ্বারদেশে দণ্ডায়মান শুনিয়া রাজা উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে করিতে বলিলেন, অনার্য্যে কৈকেয়ি! তোর অশুভ লগ্নের কথা ফলবতী হইল; তোর ক্রূর অভিসন্ধি পূর্ণ হইল, রাম বনে গেল; দশরথের প্রাণত্যাগ হইল। কৈকেয়ি রাক্ষসি! তোর দুরাশা সুসিদ্ধ হইল; নির্ঘৃণে কৈকেয়ি! তুই বিধবা হইয়া রাজ্যসুখ ভোগ কর; স্বাধীনা হইয়া সকলের উপর কর্ত্তৃত্ব কর; আমি আর তোর ও তোর ভরতের মুখ দেখিব না; একেবারে তোদের পরিত্যাগ করিলাম; অতঃপর আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইল। কৃতাঞ্জলি হইয়া বিধাতার নিকট প্রার্থনা করি, জন্মান্তরে যেন বহুবিবাহ করিতে হয় না, এবং পাপীয়সী কৈকেয়ীর মত স্ত্রীর যেন স্বামী হইতে হয় না। কৈকেয়ি! শেষ কালে আমারে বড় জ্বালাতন করিলি,

রাম আমার বনে যাইবে, শিশু ভরত রাজ্য শাসন করিবে, আমি প্রাণত্যাগ করিব, এ দুর্ব্বুদ্ধি তোরে কে দিয়াছিল?

অনার্য্যে কৈকেয়ি! তোর হৃদয় কি কঠিন! কি নিষ্ঠুর! আমি এত অনুনয় করিলাম, এত বিনয় করিয়া বলিলাম, এত প্রার্থনা করিলাম, এত বিলাপ করিয়া ক্রন্দন করিলাম, তথাপি তোর পাষাণহৃদয়ে করুণার সঞ্চার হইল না, রাজ্যভোগই তোর সার পদার্থ হইল, স্বামীর জীবনকে নিতান্ত অসার ও তুচ্ছ জ্ঞান করিলি। বুঝিলাম, তুই আমার কালরাত্রি হইয়া আসিয়াছিস্, নতুবা আমার জীবন পণ করিবি কেন? তুই ভার্য্যা হইলে কখনই স্বামীর প্রাণবিয়োগ প্রার্থনা করিতিস্ না। মনুপ্রণীত-ধর্ম্মশাস্ত্রের এরূপ শাসনই নহে যে, স্বামীর প্রাণান্ত হইলে পত্নী সুখভোগে অধিকারিণী হইতে পারে। কৈকেয়ি! তোর সুখের দশার শেষ হইয়াছে। পতি-ঘাতিনী স্ত্রী কুম্ভিপাক নরকে বাস করে; এপর্য্যন্ত কেহ তথায় বাস করে নাই, বোধ হয়, তোর জন্যই তাহার সৃষ্টি হইয়া থাকিবে। তুই ইহকালে বিধবা হইয়া দীর্ঘ-জীবন ক্লেশে ক্ষয় করিবি, পরকালে কর্ম্মার্জ্জিত নূতন নরকে অনন্তকাল বাস করিবি।

বৎস রাম! পিতা পুত্রের কল্যাণ সাধন জন্য সতত সচেষ্ট থাকেন, আমি তোমার এরূপ পিতা যে, তোমাকে বনবাস দিলাম, তুমি সুকুমার রাজকুমার হইয়া কিরূপে বনবাস দুঃখ সহ্য করিবে? হা বিশুদ্ধস্বভাব! হা ধর্ম্মাত্মন্! হা পিতৃবৎসল! পিতাই তোমার অমঙ্গলের কারণ। আমি কি নৃশংস, কি অনার্য্য, কি দুরাত্মা, কি পাপিষ্ঠ,

কি নরাধম, যে ধর্ম্মিষ্ঠ শুশ্রূষু প্রিয়পুত্রকে স্ত্রীর কথায় পরিত্যাগ করিলাম! নির্দ্দোষ শিশুকে পরিত্যাগ করিয়া মহর্ষি ও রাজর্ষিদিগের নিকট কি বলিয়া মুখ দেখাইব? কৈকেয়ীর প্রার্থনা পূরণ করিবার জন্য পুত্রকে বনবাস দিলাম, কিন্তু নিরপরাধের দণ্ড করিয়া পাপপঙ্কে মগ্ন হইলাম, কোন রূপেই দুষ্কৃতি হইতে নিষ্কৃতি পাইলাম না! দশরথের এমনই দগ্ধ অদৃষ্ট যে, ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে গিয়া, অধর্ম্ম ও অপযশের ভাগী হইতে হইল। এমন দগ্ধ অদৃষ্ট আর কাহারও নাই; কেবল বিলাপ ও পরিতাপই আমার সার হইল।

সুমন্ত্র সামন্তেশ্বরের সমীপে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, মহারাজ! রাজকুমার ধন বিপ্রসাৎ করিয়া, স্বজনদিগকে সভাজন করিয়া, বান্ধবদিগকে প্রণয় সম্ভাষণ করিয়া, মহারাজের দর্শনার্থে দ্বারদেশে দণ্ডায়মান আছেন, অনুমতি হইলে উপস্থিত হইতে পারেন।

রাজার অনুমতিক্রমে রাম সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত বনবাসবেশে রাজসকাশে উপস্থিত হইলেন। রাজা রামকে দেখিবা মাত্র শোকাকুল হইয়া ভূতলে পড়িলেন। রাম ও লক্ষ্মণ তাঁহাকে যত্নপূর্ব্বক তুলিয়া সান্ত্বনা বাক্যে সুস্থ করিলেন।

অনন্তর রাম অঞ্জলি বন্ধন পূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ! সীতা ও লক্ষ্মণকে অনেক বুঝাইয়া বলিলাম, ইহাঁরা কোনও ক্রমে আমার সঙ্গ পরিত্যাগ করিতে চাহেন না; আপনি সন্তুষ্টচিত্তে আমাদিগকে বনে গমন করিতে অনুমতি করুন।

রাজা সজললোচনে বাষ্পগদ্গদ বচনে বলিলেন, বৎস!

অসমীক্ষ্যকারিতা বশতঃ কৈকেয়ীকে বর দিয়া ভাল করি নাই, তুমি আমার ন্যায়বিরুদ্ধ আদেশ অগ্রাহ্য করিয়া স্বয়ং বাহুবলে যুবরাজ হও, ক্ষত্রিয় কুমারের ইহা অবশস্কর নহে। রাম কৃতাঞ্জলিপুটে বলিলেন, "মহারাজ! চতুর্দ্দশ বৎসর বনে বাস করিয়া সত্যব্রত উদ্‌যাপন করিব, রাজ্যে আমার আকাঙ্ক্ষা নাই।" রাজা রামচন্দ্রকে প্রতিনিবৃত্ত করিবার উপায়ান্তর না দেখিয়া রোদন করিতে করিতে বলিলেন, বৎস! তুমি পরম ধার্ম্মিক, পিতাকে পবিত্র রাখা পুত্রের কর্ত্তব্য কর্ম্ম, আমি ধর্ম্মচ্যুত হইব ভাবিয়া, তুমি রাজ্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক বনে গমন করিতে উদ্যত হইয়াছ। কিন্তু আমি এরূপ নির্দ্দয় পিতা, যে অপত্যস্নেহ পরিত্যাগ করিয়া তোমাকে দারুণক্লেশকর কর্ম্মে নিয়োগ করিলাম। তুমি যথার্থ আজ্ঞাবহ পুত্র; পিতার দুষ্কর আদেশ প্রতিপালন করিয়া পিতৃভক্তির পরাকাষ্ঠা প্রকাশ করিলে। আমি এরূপ নির্ঘৃণ ও দুরাত্মা, যে পুত্রবৎসলতা পরিত্যাগ করিয়া নির্দ্দোষে তোমারে বনে যাইতে অনুমতি করিলাম।

বৎস! তুমি ভাবিয়াছিলে পিতাকে ধর্ম্মপথ হইতে স্খলিতপদ হইতে দিবে না, কিন্তু আমার অদৃষ্ট এতই মন্দ যে, নির্দ্দোষে তোমারে বনবাস দিয়া আপন কর্ম্ম-দোষে পাপপঙ্কে মগ্ন হইলাম। সকল পাপের প্রায়শ্চিত্ত আছে, এ পাপের পরিতাপ ভিন্ন অন্য প্রায়শ্চিত্ত নাই। মৃত্যু মুখে নিক্ষেপ করিয়া সতর্ক হও বলা যেমন নির্দ্দয়ের বাক্য, তোমারে বনবাস দিয়া, সাবধান হইয়া থাকিও বলাও সেইরূপ নিষ্ঠুরের কথা। কর্ম্মদ্বারা অমঙ্গল করিয়া মুখে কল্যাণ-কথা কহিলে, হাস্যাস্পদ হইতে

নয়; তথাপি পিতার আশীর্ব্বাদ পুত্রের শুভাবহ হইয়া থাকে ইহা জানিয়া বলিতেছি, আমার আশীর্ব্বাদে সর্ব্বদা নিরাপদে থাকিবে। সত্যধর্ম্মের অনুষ্ঠানে সর্ব্বত্র বিজয়ী হইবে। বৎস! আমি শপথ করিয়া বলিতেছি, কেবল ভস্মাগ্নিকল্পা কৈকেয়ীর ছলনাক্রমে অগত্যা তোমার প্রতি এরূপ স্নেহশূন্য নিদারুণ ব্যবহার করিলাম। বৎস! তোমার বনগমন অপরিহার্য্য হইলেও একদিন আমার নিকটে থাক; ভালরূপে আহার করাইয়া এবং অনিমেষ-নয়নে অনুক্ষণ নিরীক্ষণ করিয়া পরিতৃপ্ত হইব। বৎস! তোমাকে নির্দ্দোষে বনবাস দিলাম, মনোমধ্যে এই বিষম সন্তাপ থাকিল।" এই বলিয়া রাজা দশরথ রোদন করিতে লাগিলেন। তাঁহার লোচনযুগল হইতে অবিশ্রান্ত-ধারে জলধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল।

রাম পিতার কাতরোক্তি শুনিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে বলিলেন, "তাত! মন স্বভাবতই চঞ্চল; এত চঞ্চল যে উহার গতি নিরূপিত করা যায় না, উহা সকল সময় সমভাবে থাকে না; আজি আমার যেরূপ মনের গতি হইয়াছে, যেরূপ ধর্ম্মপ্রবৃত্তি বলবতী হইয়াছে, নির্ব্বেদ ও শান্ত-ভাবের যেরূপ উদয় হইয়াছে, কালি যদি সেরূপ না হয়, তাহা হইলে আমি অপবিত্র হইব, এবং মহারাজাকেও অপবিত্র করিব। আজি যেরূপ রাজার্হ পানভোজন করিব, কালি বনে সেরূপ আহার কোথায় পাইব? পিতা জীবিত কাল পর্য্যন্ত সন্তানকে খাওয়াইয়া পরাইয়া পরি-তৃপ্ত হয়েন না; আপনি কত বৎসর প্রতিপালন করিয়া-ছেন, একদিনে কতই পরিতৃপ্ত হইবেন? আমি প্রত্যাগত হইলে তখন রাজভোগ্য বস্তু আহার করাইয়া পরিতুষ্ট

হইবেন। আর আপনি নির্দ্দোষে বনবাস দিলেন বলিয়া পরিতাপ করিবেন না; আমি দোষী হইয়া নির্ব্বাসিত হইলে মহারাজের অধিকতর পরিতাপ হইত। অতএব আমার এখনই বনে যাওয়া ভাল। আপনি জননীরে পূর্ব্বপ্রতিশ্রুত-বর প্রদান করিয়া বিশুদ্ধ হউন। আমি জনাকীর্ণ দ্রবিণপূর্ণ রাজ্য পরিত্যাগ করিলাম; আপনি সন্তুষ্টচিত্তে ভরতকে সেই রাজ্য প্রদান করুন।

মহারাজের আজ্ঞা-প্রতিপালন অপেক্ষা আমার প্রিয়-কার্য্য ও কর্ত্তব্যকর্ম্ম আর কিছুই নাই, আপনার সত্যধর্ম্ম রক্ষা করিতে পারিলেই আমার কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদিত হইবে; আপনি শোক দুঃখ পরিত্যাগ করুন। এই মাত্র কৈকেয়ীজননীর সন্নিধানে বনগমনে বিলম্ব করিব না বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছি; আপনি উৎকণ্ঠিত হইবেন না; বনে আমি পরমসুখে থাকিব; সুরস ফলমূল ভোজন করিয়া পরিতৃপ্ত হইব; নানা প্রকার পক্ষি-জাতির কলরব শুনিয়া শ্রবণেন্দ্রিয় সার্থক করিব; নির্ম্মল নির্ঝর জল পান করিয়া পিপাসা শান্তি করিব। হরিদ্বর্ণশষ্পবীথিপরিপূর্ণ পরিচ্ছন্ন প্রদেশ, ফলকুসুমশোভিনী নয়নানন্দদায়িনী পাদপশ্রেণী, জলদজালপরিবৃত উচ্চতরশৈলশিখর, হরিণ-সমাকীর্ণ অরণ্য, ভ্রমর গুঞ্জিত নিকুঞ্জ, বেগবতী গিরিনদী, হংসসারস-শোভিত সরোবর, আর স্বভাবসুন্দর সেই সেই বনস্থান বিলোকন করিয়া পরম সুখে সময় অতিবাহন করিব; এবং সৃষ্ট পদার্থের প্রকৃতভাব অবগত হইয়া পরমসুখী হইব, তপস্বী-সেবিত-পুণ্য-তীর্থ পর্য্যটন করিয়া পবিত্র হইব। মহারাজ! আপনি মদ্বিষয়িণী চিন্তায় ব্যাকুল হইবেন না; বনের স্বাভাবিক সুষমাদর্শনার্থে

আমার এরূপ ঔৎসুক্য জন্মিয়াছে যে, ক্ষণবিলম্বও সহ্য হইতেছে না। আপনি আমাকে কালব্যাজ না করিয়া এখনই বনগমনে অনুমতি করুন।” এই বলিয়া রাজার চরণারবিন্দে প্রণিপাত করিলেন।

রাজা রামকে ক্রোড়ে লইয়া বলিলেন, বৎস! একবার পিতৃসম্বোধন করিয়া আমারে আহ্বান কর, আমার সকল দুঃখের অবসান হউক। এত অধিক কি পুণ্য সঞ্চয় করিয়াছি যে চতুর্দ্দশ বৎসর অন্তে পুনর্ব্বার তোমার মুখে মধুময় পিতৃসম্বোধন শ্রবণ করিব; এই বলিয়া রামের স্কন্ধদেশে স্বীয় গলদেশ স্থাপন পূর্ব্বক বাহুলতা দ্বারা তাঁহারে বলয়িত করিয়া বাষ্পবারি বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন।

সুমিত্রা গলদশ্রুলোচনে সস্নেহবচনে লক্ষ্মণের মস্তক আঘ্রাণ ও মুখচুম্বন করিয়া বলিলেন, “বৎস! তুমি রামের ক্লেশনিবারণের জন্য অনুগমন করিতেছ, সাবধান, যেন কোনরূপে কর্ত্তব্যকর্ম্মের ত্রুটি না হয়; অগ্রজের অনুবর্ত্তী হইয়া এরূপ অনুবৃত্তি করিবে, যেন রামকে ভৃত্যা-ভাবনিবন্ধন ক্লেশ অনুভব করিতে না হয়। জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠের গুরু; তুমি গুরুর ন্যায় রামের সেবা শুশ্রূষা করিবে; কোন ক্রমে অনবধানতার কার্য্য করিবে না। জ্যেষ্ঠের বিপদ্ আত্মবিপদ্ জ্ঞান করিবে। বৎস! রামকে মহা-রাজের ন্যায় মান্য করিবে, সীতাকে আমার ন্যায় জ্ঞান করিবে; এবং অরণ্যকে অযোধ্যা বলিয়া জানিবে; তাহা হইলে জনকজননীসন্নিধানে রাজধানীতে যেরূপ সুখে থাকিতে, অরণ্যেও সেইরূপ সুখী হইবে। অতএব বৎস! তুমি সচ্ছন্দচিত্তে গমন কর।” লক্ষ্মণ জননীর

উপদেশ শ্রবণপূর্ব্বক তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া রামের পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইলেন।

রাম, সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত জননীদিগকে অভিবাদন ও গুরুজনদিগকে প্রণিপাত করিলেন। অনন্তর পিতার নিদেশক্রমে কলধৌতমণ্ডিত মুক্তাফলশোভিত রথে সীতা ও লক্ষ্মণকে আরোহণ করাইয়া পশ্চাৎ আপনিও আরোহণ করিলেন। সুমন্ত্র সজলনয়নে বিষণ্ণমনে ধীরে ধীরে রথ চালনা করিতে লাগিলেন। যতক্ষণ রথ দেখা গেল, ততক্ষণ সকলেই অনিমিষলোচনে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। রাম দৃষ্টিপথের অতীত হইলে অন্তঃপুরে ও নগরে হাহাকার ধ্বনি উত্থিত হইল।

অবরোধ মধ্যে রামের বিমাতৃবর্গ বিলাপ করিয়া বলিলেন, "আজ আমাদিগের কি হইল? আমরা কোথায় যাইব? কাহার মুখ দেখিয়া তৃপ্ত হইব? কে আমাদের আর মা বলিয়া ডাকিবে? কাহার কাছে দুঃখের কথা বলিয়া প্রতীকার পাইব? যিনি অপুত্রের পুত্র, দুর্ব্বলের বল, সেই মহাত্মা রাম আজ কোথায় চলিলেন? যিনি আমাদিগকে কৌশল্যার মত ভক্তি করিতেন, যাঁহার প্রতি স্নেহ করিয়া আমরা অপত্যস্নেহ-সুখ অনুভব করিতাম, যিনি রাজা হইলে সকলের আশালতা ফলবতী হইত, সেই মহাত্মা রামচন্দ্র আজ কোথায় গেলেন? কৈকেয়ি! একেবারে ফলোন্মুখী আশালতার উচ্ছেদ করিলি! তোর কর্ম্মদোষে আর কেহ জ্যেষ্ঠ সন্তানের প্রতি স্নেহ করিবে না; পিতা পুত্রকে পরিত্যাগ করিতে বিচার করিবে না; সুযোগ পাইলে কেহ আর সপত্নীর সর্ব্বনাশ করিতে কুণ্ঠিত হইবে না; স্বামী আর

কখনও ভার্য্যার প্রতি অনুরাগবান্ থাকিবে না; পাপীয়সি কৈকেয়ি! বহুপরিবার মধ্যে কেন আসিয়াছিলি? অনেকের ক্লেশকারিণী হইয়া চিরজীবিনী হওয়া অপেক্ষা তোর আশু মৃত্যু অমঙ্গল নহে।” এইরূপে অন্তঃপুরিকারা বিলাপ করিতে লাগিলেন। অবরোধ মধ্যে এরূপ লোক নাই যে, কেহ কাহাকে সান্ত্বনা করে; সকলেই রামের শোকে অভিভূত; কেবল হাহাকার আর্ত্তস্বরে অন্তঃপুর পরিপূর্ণ হইতে লাগিল; বোধ হইল যেন রামশোকানল অন্তঃপুরে প্রদীপ্ত হইয়া সকলকে দগ্ধ করিতেছে।

রাম যে দিকে গমন করিলেন, কৌশল্যাও সেই দিকে একদৃষ্টি হইয়া থাকিলেন। অনন্তর সৌধশিখরে আরোহণ করিয়া যতক্ষণ রামকে নিরীক্ষণ করিতে পারিলেন, ততক্ষণ অনিমেষনয়নে একমনে সেই দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া রহিলেন। পরিশেষে রাম নয়নের অগোচর হইলে কৌশল্যার চক্ষু দর্শনীয়াভাবে দশ দিক্ অন্ধকার দেখিল। তখন শোকশল্যবিদ্ধা কৌশল্যা শূন্যহৃদয়ে কথঞ্চিৎ প্রাসাদশিখর হইতে অবতরণপূর্ব্বক হা হতাস্মি বলিয়া সৌধতলে পতিতা হইলেন; এবং উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। ভাবিয়াছিলেন, রামের সঙ্গে সঙ্গে জীবন গমন করিবে; কিন্তু যখন শোকাবেগ আর্ত্তস্বরের সহিত বহির্গত হইয়া জীবন রক্ষা করিল, তখন সে আশায় হতাশা হইয়া আত্মঘাতিনী হইবার জন্য বক্ষঃস্থলে ও মস্তকে করাঘাত করিতে লাগিলেন; এবং রামকে দেখিবার জন্য বারংবার বহিঃপ্রকোষ্ঠে আসিবার চেষ্টা পাইতে লাগিলেন। কিন্তু রক্ষিগণের যত্নে তাঁহার মরণাশা এবং দর্শনলালসা উভয়ই বৃথা হইল; তখন তিনি কাতরস্বরে

বলিলেন, তোমরা আমারে ছাড়িয়া দাও, আমি বৎসকে একবার দেখিয়া আসি, অথবা তোমরা তাহারে ফিরাইয়া আন। বৎস আমার এখনও অধিক দূর যায় নাই।

রে হতজীবন! দুরাচার রক্ষিগণের আচরণ দেখিলি? রাম আমার বনে গিয়াছে বলিয়া, উহারা আর আমার কথা শুনে না; আর কেন বিলম্ব করিতেছিস? বহির্গত হ! বৎস আমার অধিক দূর যায় নাই; এখনও পুরীমধ্যে আছে; এখনও ধরিতে পারিবি; এ সুযোগ পরিত্যাগ করিস্ না; দগ্ধদেহে থাকিয়া আর কি সুখ ভোগ করিবি? কেবল সর্ব্বদা জ্বালাতন হইবি! আমার সকল সুখ বৎসের সঙ্গে সঙ্গে গিয়াছে। আমার মন তোর অপেক্ষা অনেক ভদ্র, সে রামের নিকটে আছে, এবং সংসার রামময় ভাবিতেছে; আমার চক্ষুও প্রিয়দর্শী; সে সকল দিকে রামকে দেখিতেছে; অন্য অন্য ইন্দ্রিয় সকল বিকল হইয়াছে। রে হতজীবন! তুই ত ব্যাকুল হইয়াছিস্, কেন বহির্গত হইতেছিস না?

অনন্তর দীনস্বরে বলিলেন, আমার রামের এতক্ষণ ক্ষুধা হইয়াছে; কে তাহারে আহার দিবে; বৎস! তোমার তৃষ্ণা হইলে কে তোমাকে শীতল জল পান করাইবে; তোমার দুঃখ দেখিয়াই বা কে স্নেহ-বাক্য বলিবে; তুমি রৌদ্রের সময় কখনও বহির্গত হও নাই, গ্রীষ্মের আতপ কি রূপে সহ্য করিবে? বর্ষাকালে কাহার ঘরে মস্তক দিয়া নিরাপদে থাকিবে? দুরন্ত হেমন্তকাল কি রূপে অতিবাহিত করিবে? এক দিন নয়, চতুর্দ্দশ বৎসর বনে বনে ভ্রমণ করিবে, রাজার কুমার হইয়া হীনজাতীয় ভিল্লদারকের ন্যায় বনেচর হইবে;

তরুতলে বাস, গিরিগুহায় শয়ন, তরুচ্ছায়ায় বিশ্রাম, করপাত্রে পানভোজন করিবে। হা ধিক্! আমার বধূ সীতা, পুলিন্দপত্নীর ন্যায়, রুক্ষকেশে হীনবেশে বনে বনে পর্য্যটন করিবে। সুমিত্রানন্দন প্রাণাধিক লক্ষ্মণ কিরাতকুমারের ন্যায় ধনুর্ব্বাণ হস্তে লইয়া বন্যবেশে রাম ও সীতার অনুগমন করিবে।

হায়! এখনও জীবিত আছি! অনিবার্য্য অসহ্য দুঃখ সহ্য করিতেছি; পুত্রের রাজ্যনাশ, বনবাস, ইহাদের অন্যতর জননীর সর্ব্বনাশের কারণ; আমার অদৃষ্টে যুগপৎ দুইটীই ঘটিয়াছে; তথাপি এখনও জীবিত আছি; শোকে দেহ দগ্ধ হয় কৈ, আমার শরীর ত এখনও ভস্মরাশি হইল না? পুত্রবিয়োগ নিতান্ত অসহ্য, এ কথা মিথ্যা; এই যে অনায়াসে সহ্য করিতেছি। শোক ক্লেশকর ইহা অলীক কথা, এই দেখ অক্লেশে উহা ভোগ করিতেছি। সন্তাপে আর তাপকতা শক্তি নাই, পুত্রের বিয়োগসম্ভূত সন্তাপ অপেক্ষা আর অধিক সন্তাপ কি আছে? কৈ, সে সন্তাপে ত কৌশল্যার শরীর শুষ্ক হইতেছে না? মনুষ্যের শরীর ত অনেক যন্ত্রণা সহ্য করিতে পারে। স্থিতিস্থাপকগুণসম্পন্ন বলিয়া উহা অনেক দুঃখ ধারণ করিতে পারে, কঠিন হইলে এতক্ষণ বিদীর্ণ হইয়া যাইত। বৎস! আমি তোমার সমভিব্যাহারে যাইতে উদ্যত হইয়াছিলাম; আমারে কেন লইয়া গেলে না! তোমার মধুময় বচন অনেকক্ষণ শ্রবণ করি নাই; তুমি শীঘ্র এস; একবার মা বলিয়া ডাক; আমার ক্রোড় শূন্য রহিয়াছে; একবার উহা পূর্ণ কর। হা বৎস! হা কৌশল্যানন্দ-বর্দ্ধন! হা জীবনসর্ব্বস্ব!

তুমি কোথায়? আমার কথার উত্তর দেও। এই বলিয়া মহিষী মূর্চ্ছিতা হইলেন। পরিজনেরা হাহাকার করিয়া উঠিল, এবং তদীয় মূর্চ্ছার প্রতীকারে যত্ন করিতে লাগিল।

রামচন্দ্র প্রস্থান করিলে পর, পশ্চাত্তাপ তুষানলের ন্যায় রাজা দশরথের অন্তঃকরণ দগ্ধ করিতে লাগিল। তিনি নির্জ্জন প্রদেশে শয়ন করিলেন, এবং ক্ষণকাল ইতিকর্ত্তব্যতাবিমূঢ় হইয়া তূষ্ণীম্ভাবে অবস্থান করিয়া রহিলেন; শোকানল ক্রমেই প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল; অন্তর্দ্দাহ তাঁহার দেহ দগ্ধ করিতে লাগিল। তিনি কখন হস্তপদ নিক্ষেপ, কখন বা হা রাম! বলিয়া দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ, কখন বা অশ্রুবারি বিসর্জ্জন, কখন বা রামের সৌম্যমূর্ত্তি স্মরণ করিয়া মৃদুস্বরে রোদন, কখন বা কৈকেয়ীর ক্রূরাচরণ মনে করিয়া ক্রোধ প্রকাশ, কখন বা রামের ঔদার্য্য চিন্তা করিয়া পরিদেবন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর মনে মনে বলিলেন, রে হতদৈব! তুই নিরীহ নির্দ্দোষীর প্রতি নিদারুণ ব্যবহার করিয়া চরিতার্থ হইয়া থাকিস্, দুর্দ্দান্ত দুশ্চরিত্রের নিকট ভয়ে যাইতে পারিস্ না, নির্দ্দোষী রামের বনবাস সাধন করিয়া সন্তুষ্ট হইলি; আমারে চিরকাল যন্ত্রণানলে দগ্ধ করিলি, অপকারী বলিয়া লোকে দুষ্ট দৈবকে ভয় করিয়া থাকে, যত দূর অপকার করিতে হয়, তাহা করিয়াছিস্; আর কি করিবি? পুত্র অপেক্ষা প্রিয়তর বস্তু পৃথিবীতে আর কি আছে? তাহার বিয়োগ যখন সহ্য করিতেছি, তখন আর তোরে ভয় কি? আমার প্রাণ ব্যাকুল হইয়াছে, এবং আমার

নির্দ্দয়তা, নির্ম্মমতা, অসমীক্ষ্যকারিতা প্রভৃতির কার্য্য দেখিয়াছে, সুতরাং আর আমারে বিশ্বাস করিবে না, অবশ্যই পরিত্যাগ করিয়া যাইবে। তাহা হইলে, আর আমারে চিরদুঃখে রাখিতে পারিবি না। রে অশুভপ্রদ অদৃষ্ট! দশরথের নিধন হইলে, তুই আর কাহাকে অবলম্বন করিবি? দশরথের ন্যায় দুরাচার আর কে আছে, যে তোর আশ্রয় লইবে? রে দুঃখভাগি প্রাণ! আর কেন বিলম্ব করিতেছিস্; যে মুখ হইতে রামের বনবাসের আদেশ নির্গত হইয়াছে, সেই পরিষ্কৃত পথ দিয়া তুই নির্গত হ; এই বলিয়া অনবরত অশ্রু বিমোচন করিতে লাগিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

এদিকে রামের রথ ক্রমে ক্রমে অযোধ্যার উপকণ্ঠে উপস্থিত হইল। পুরবাসীরা কেহ রথের পার্শ্ব ধারণ করিয়া দ্রুতবেগে ধাবমান হইল; কেহ অগ্রসর হইয়া রথের গতি প্রতিরোধ করিতে লাগিল; কেহ বা স্বহস্তে বল্‌গা ধারণ করিয়া অশ্বদিগকে প্রত্যাবর্ত্তন করাইতে চেষ্টা পাইতে লাগিল। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণেরা হস্তদ্বয় উত্তোলন করিয়া উচ্চৈঃস্বরে সারথিরে রথ রাখিতে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। কেহই সারথির নিষেধ শুনিল না, নিষেধ শোনা দূরে থাকুক, সকলেই তাহাকে ভর্ৎসনা করিতে লাগিল। রাম সকলকে নিরস্ত হইতে অনুরোধ করিয়া বলিলেন, তোমরা আমার প্রতি যেরূপ প্রীতি প্রকাশ করিতেছ, ভরতের প্রতিও সেইরূপ করিও। নিবৃত্ত হও, ভরতের রাজ্যাভিষেকে উদ্‌যোগী হইয়া রাজ্যের কুশল সংস্থাপন কর। চতুর্দ্দশ বৎসর পরে আমি তোমাদিগকে দেখিয়া আবার সুখী হইব। কিন্তু কেহই তাঁহার নিষেধ শুনিল না; সকলেই ঊর্দ্ধশ্বাসে রথের সঙ্গে সঙ্গে ধাবমান হইতে লাগিল। পৌরবর্গকে সম্ভাষণ করিতে ও তাহাদিগের অধ্যবসায় নিবারণ করিতে তাঁহার অনেক বিলম্ব হইল। সুতরাং তিনি সে দিন অধিক দূর যাইতে পারিলেন না, তমসা নদীর তীর পর্য্যন্ত গিয়া, অনুগামী পৌরবর্গের সহিত তথায় অবস্থিতি করিলেন।

ক্রমে ক্রমে সায়ংকাল উপস্থিত হইল। ভগবান্ সহস্র-

রশ্মি বিবস্বান্ অস্তাচল-চূড়াবলম্বী হইলে, রাম রথ হইতে অবরোহণ করিয়া সায়ন্তন বিধি সমাপন করিলেন। লক্ষ্মণ পর্ণশয্যা প্রস্তুত করিয়া দিলেন। সীতা শয়নমাত্র নিদ্রাভিভূতা হইলেন। রাম শয়ন করিয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, জনকজননী আমার নানা প্রকার অপায় আশঙ্কা করিতেছেন; কৈকেয়ী জননীকে সকলে নিন্দা করিতেছে; পরিজনেরা সকলে নিরানন্দে রহিয়াছে; এই প্রকার দুর্ভাবনায় তাঁহার সুনিদ্রা হইল না। লক্ষ্মণ জাগ্রতই রহিলেন। অশ্বগণও রশ্মিনির্মুক্ত হইয়া যদৃচ্ছাক্রমে শষ্প আহার করিয়া পরিশ্রমখেদ নিবারণ করিতে লাগিল। পুরবাসীরা রামের অনুগমনে কৃত-নিশ্চয় হইয়া অযোধ্যায় প্রতিগমন করিল না, সেই তমসা-তটেই উত্তরীয়বসন শায়িত করিয়া সুখে নিদ্রা গেল।

নিশীথ সময় উপস্থিত হইল। রাম চক্রবাকের করুণ ক্রন্দন শ্রবণ করিয়া সহসা উত্থিত হইলেন; এবং দেখিলেন, পরপারে চক্রবাকী চক্রবাকের প্রতিমুখে চিত্রলিখিতের ন্যায় স্থিরভাবে রহিয়াছে; চক্রবাকও সামান্য নদীকে অকূল সাগর ভাবিয়া জড়প্রায় হইয়া রহিয়াছে; চন্দ্র সুনীল গগনমণ্ডলের মধ্যভাগ অলঙ্কৃত করিয়া মস্তকোপরি সুধাময় কিরণ বর্ষণ করিতেছেন, গ্রহগণ স্ব স্ব উদয়স্থান পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার ন্যায় প্রোষিত হইতেছে। পক্ষিগণ নিজ নিজ নীড়ে নিষ্পন্দ-ভাবে নিলীন রহিয়াছে। দুই একটী নিশাচর জীব আহারের অনুসন্ধানে বিচরণ করিতেছে, ঝিল্লীরবে চতুর্দ্দিক মুখরিত হইয়াছে; উচ্চুঙ্গের উচ্চৈঃস্বরে কর্ণ বধির হইতেছে; রাজধানীর কোলাহল আর কিছুই শুনা

যাইতেছে না ; অনুগামী পৌরবর্গ গৃহের ন্যায় অনাবৃত নদীতটে সুষুপ্ত রহিয়াছে। তাহাদিগকে অবলোকন করিয়া রাম মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, ইহা-দিগের দেহত্যাগ সহজব্যাপার ; আমার সঙ্গ পরিত্যাগ তদপেক্ষাও কঠিন ; ইহারা সঙ্গে থাকিলে বিজন অরণ্য জনতাপূর্ণ নগর হইবে, আমার উদ্দেশ্য সফল হইবে না।

এই চিন্তার পর রামচন্দ্র লক্ষ্মণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, বৎস! আমার অনুগমনে পুরবাসিগণের যেরূপ অধ্যবসায় দেখা যাইতেছে, বোধ হয়, উহারা জাগরিত হইলে, আর অযোধ্যায় ফিরিয়া যাইবে না। অতএব উহারা নিদ্রিত থাকিতে থাকিতে তপোবনে প্রস্থান করা বিধেয়। এক্ষণে সুমন্ত্রকে রথ সজ্জিত করিয়া আনিতে বল, এবং যেরূপ কৌশলে রথচালনা করিতে হইবে, বলিয়া দেও। লক্ষ্মণ যে আজ্ঞা বলিয়া সারথিকে রথ প্রস্তুত করিতে অনুমতি করিলেন। সুমন্ত্র লক্ষ্মণের আদেশমাত্র রথ সজ্জিত করিয়া আনয়ন করি-লেন ; রাম, লক্ষ্মণ, সীতা তিন জনে রথে আরোহণ করিলে, সুমন্ত্র প্রথমতঃ পুরাভিমুখে অনেক দূর রথ লইয়া গেলেন, পরিশেষে শষ্পপূর্ণপ্রদেশে রথ চালনা করিয়া তমসানদী উত্তীর্ণ হইলেন। রাম তমসার পরপারে প্রাভাতিকী ক্রিয়া সমাপন করিয়া রথারোহণপূর্ব্বক গ্রাম, নগর, ঘোষপল্লী, উপবন, শস্যক্ষেত্র প্রভৃতি দেখিতে দেখিতে দক্ষিণদিকে অগস্ত্যের তপোবনাভিমুখে চলিলেন। ক্রমে ক্রমে অনুবাদশ্রুতী, গোমতী, সর্পিকা, প্রভৃতি কতিপয় নদী উত্তীর্ণ হইয়া সায়ংকালে শৃঙ্গবের পুরে উপস্থিত হইলেন। নিষাদাধিপতি গুহক রামচন্দ্র প্রভৃতিকে

প্রত্যুদ্গমন করিয়া লইয়া গেলেন। রাম গুহকের অসামান্য সৌজন্যপূর্ণ ব্যবহার এবং বিনয়ভূষিত সদাচার দর্শনে প্রীত হইলেন, এবং চণ্ডালরাজকে মিত্রসম্ভাষণ করিয়া স্বীয় উদারচরিতের উৎকৃষ্ট উদাহরণ প্রদর্শন করিলেন, এবং তদনুরোধে সেই রাত্রি তথায় যাপন করিলেন।

এ দিকে পুরবাসীরা প্রাতঃকালে প্রবুদ্ধ হইয়া অযোধ্যার অভিমুখে রথচক্র-চিহ্ন দেখিয়া, রাম অযোধ্যায় ফিরিয়া গিয়াছেন ভাবিয়া আনন্দপূর্ণ অন্তঃকরণে ভবনে প্রত্যাগমন করিল। নগরে আসিয়া শুনিল, রাম আইসেন নাই; তখন তাহারা শোকার্ত্ত হইয়া রোদন করিতে করিতে বলিল, আমাদিগের নগরে ও গৃহে প্রয়োজন কি? আমাদিগের নগরাধিপতি অরণ্যে গমন করিয়াছেন। তিনি যেখানে থাকিবেন, সেই আমাদিগের নগর, সেই আমাদিগের গৃহ। আমরা কি হতভাগ্য! লোকে বলিয়া থাকে, রাজার গুণে অরণ্যে বাসও ভাল; আমাদিগের রাজা অরণ্যে বাস করিতেছেন, আমরা তাঁহার সহবাস সুখে বঞ্চিত হইলাম। পুরবাসীরা এইরূপে বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিল। গৃহ-কর্ম্মে কেহ অনুরাগ প্রকাশ করে না, ইচ্ছাপূর্ব্বক পান-ভোজনক্রিয়া সম্পন্ন করে না; বণিকেরা পণ্যাদি বিক্রয় করে না; জননী জ্যেষ্ঠপুত্রকে আর পূর্ব্বানুরূপ স্নেহ করেন না; স্বামী আর সামান্য বিষয়েও স্ত্রীর উপরোধ রাখিতে চাহেন না। সকলেই মহারাজ দশরথের অন্যায়াচরণে অসন্তুষ্ট হইয়া ভাবিতে লাগিল, কৈকয়ীর কথাক্রমে তিনি নির্দ্দোষপুত্রকে নির্ব্বাসন করিলেন,

কৈকয়ীর কথাক্রমে প্রজাদিগের সর্ব্বনাশ করিবেন, বিচিত্র কি? স্ত্রৈণপুরুষ রাজা হইলে কোন কার্য্যই তাঁহার দুষ্কর নহে।

রাম ত্রিতাপহারিণী ত্রিপথগার নির্ম্মল সলিলে অবগাহন করিয়া প্রাতঃসন্ধ্যাবন্দনা সমাপনপূর্ব্বক সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত বনগমনবিষয়ক কথোপকথন করিতেছিলেন, এমন সময়ে গুহক মন্ত্রি-পরিবৃত হইয়া রামচন্দ্রের সম্মুখে বিনীতভাবে দণ্ডায়মান হইলেন! রাম তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। গুহক রামচন্দ্রের অভর্কনীয় শিষ্টাচার ও অমায়িকতায় বিস্ময়াপন্ন হইয়া আত্মকুশল নিবেদন পূর্ব্বক সবিনয়ে বলিলেন, যুবরাজ! আমাকে বন্ধুসম্ভাষণ করা অনুগ্রহমাত্র; আমি আপনার আজ্ঞাকর কিঙ্কর; আমি যে কর্ম্মের উপযুক্ত, সেই কর্ম্মে নিযুক্ত হইলাম; অনুজ্ঞা করুন, যাহা প্রয়োজন সেই দ্রব্যের আনয়ন করি, নিযুজ্যেরা কার্য্যে নিয়োজিত না হইলে সন্তুষ্ট হয় না এবং প্রভুর প্রসন্নতার পরিচয়ও জানিতে পারে না।

রাম বনেচর-পতির কথা শুনিয়া বলিলেন, সখে! তোমার ভদ্রতায় ও সরলতায় পরিতৃপ্ত হইলাম! গ্রাম্য আহার পরিত্যাগ করিয়াছি; বন্য ফলমূল এক্ষণে অশনীয় হইয়াছে। গুহক শ্রবণমাত্র সুস্বাদু ফলমূল উপস্থিত করিলেন। লক্ষ্মণ সুশীতল গঙ্গাজল আনয়ন করিলেন। সকলেই পান ভোজন করিয়া পরিতৃপ্ত হইলেন। অশ্বগণ নগরদুর্ল্লভ বন-সুলভ নবীন দূর্ব্বাদল ভক্ষণ করিয়া সবল হইল। অনন্তর সকলে সপ্তপর্ণতরুমূলে সুশীতল শিলাতলে সুখাসীন হইয়া কিরূপে

বনে বসতি করিতে হইবে, গুহকের মুখে শুনিতে শুনিতে সেই দিন অতিবাহন করিলেন।

রাত্রি উপস্থিত হইলে লক্ষ্মণ পর্ণশয্যা প্রস্তুত করিয়া দিলেন, রামচন্দ্র বলিলেন, বৎস! তুমি আমার পদতলের নিকট শয্যা পাতিয়া সতর্কভাবে নিদ্রা যাইও, এই বলিয়া শয়ন করিলেন; লক্ষ্মণ জ্যেষ্ঠের আদেশানুরূপ শয্যা প্রস্তুত করিয়া তথায় উপবেশন করিলেন। গুহক ও সুমন্ত্র উভয়ে উভয়পার্শ্বে উপবিষ্ট হইয়া লক্ষ্মণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, রাজকুমার! নিদ্রা যান; আমরা নিয়মক্রমে জাগরিত থাকিব, লক্ষ্মণ বলিলেন, তোমরা নিকটে থাকায় সুখে নিদ্রা যাইতে পারি বটে, কিন্তু আমাকে এইরূপে চতুর্দ্দশ বৎসর ক্ষেপণ করিতে হইবে। বনে প্রতিদিন বিপদ্বন্ধু-সহবাস দুর্ল্লভ ভাবিয়া মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, যেরূপেই হউক, চতুর্দ্দশ বৎসর নিদ্রা যাইব না। আর কি সুখেই বা আমার নিদ্রা আসিবে? যে সীতা কোমল শয্যায় শয়ন করিয়া অঙ্গগ্লানি অনুভব করিতেন, আজি বন্ধুর ভূমি তাঁহার শয্যা ও শুষ্কপত্র আস্তরণ হইয়াছে, এই বলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। গুহক ও সুমন্ত্র তাঁহাকে সান্ত্বনা করিয়া তাঁহার সহিত কথাবার্ত্তায় সমুদায় রাত্রি জাগরণ করিলেন।

প্রভাত হইলে রামচন্দ্র লক্ষ্মণকে বলিলেন, বৎস! আর বিলম্ব করা বিধেয় নহে; এখনও আমরা জনপদের নিকটে রহিয়াছি; অরণ্যে প্রবেশ করিতে পারি নাই; শীঘ্র প্রস্তুত হও। লক্ষ্মণ আদেশ মাত্র বদ্ধপরিকর হইলেন এবং অসিলতা বিকোষিত করিয়া অগ্রে অগ্রে চলিলেন। সুমন্ত্র প্রাঞ্জলি হইয়া বলিলেন, রাজকুমার!

এক্ষণে আমি কি করি; কি বলিয়াই বা নগরে যাই। শূন্য রথ দেখিলে সকলে হাহাকার করিবে; তাহাদিগকে কি বলিয়াই বা বুঝাইব; মহারাজ আমার আশাপথ নিরীক্ষণ করিয়া রহিয়াছেন; জিজ্ঞাসিলে কি বলিব? কি রূপেই বা তোমারে বনবাস দিয়া জ্যেষ্ঠ মহিষীকে মুখ দেখাইব? আমার রামকে কোথায় রাখিয়া এলি এই কথার কি উত্তর দিব? রামকে বনবাস দিয়া আইলাম, এই হৃদয়বিদারণ দারুণকথা কি রূপেই বা বলিব? পাপকারিণী কৈকেয়ীর বশবর্ত্তী হইয়া আমাকে ঈদৃশ দুঃখ ভোগ করিতে হইল। হায়! আমার অদৃষ্টে এই ছিল, এই বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন।

রাম সুমন্ত্রকে সান্ত্বনা করিয়া বলিলেন তোমার তুল্য ইক্ষ্বাকুদিগের সুহৃদ্ কেহই নাই; যাহাতে রাজা শোক-সন্তাপ পরিত্যাগ করেন, তাহাই করিবে; এবং কৈকেয়ী-জননীর প্রিয়কার্য্যের জন্য মহারাজ যাহা বলিবেন, তৎক্ষণাৎ তাহা সম্পন্ন করিবে। বশিষ্ঠ প্রভৃতি গুরুজনকে ও মাতৃবর্গকে প্রণাম জানাইয়া বলিবে, যেন সকলেই মহারাজের সন্তোষসাধনে সচেষ্ট থাকেন। চতুর্দ্দশ বৎসর গত হইলে তাঁহারা আমাদিগকে পুনর্ব্বার দেখিতে পাইবেন; আমাদিগের জন্য কেহ দুঃখিত না হন; আমরা বনে সুখে থাকিব। তুমি ভরতকে আনয়ন করিয়া যাহাতে তিনি সত্বর রাজ্যাভিষিক্ত হন, এরূপ যত্ন করিবে, এবং তাঁহাকে কহিবে, তিনি যেরূপ মহারাজের সেবা করিয়া থাকেন, মাতৃবর্গকেও যেন তদ্রূপ শুশ্রূষা করেন। লক্ষ্মণ সক্রোধে বলিলেন, সুমন্ত্র! মহারাজকে আমার প্রণাম

জানাইয়া বলিবে, যিনি অপকারী মহারাজের উপকারের জন্য এখন পর্য্যন্তও এত চেষ্টা পাইতেছেন, সেই মহাত্মাকে বনবাস দিতে কি তাঁহার কিছুমাত্র সঙ্কোচ হইল না? স্ত্রীর বাধ্য হইয়া তিনি আমাদিগকে বনবাস দিয়াছেন; এক্ষণে আত্মকৃত কুকর্ম্মের ফলভোগ করিবেন। তাহাতে আর অনুতাপ কি? রাম, লক্ষ্মণকে আর বলিতে না দিয়া সুমন্ত্রকে বলিলেন, মহারাজের নিকট লক্ষ্মণের কথা উত্থাপন করিবে না; মহারাজ শুনিলে প্রাণত্যাগ করিবেন। সকলকেই প্রিয়বাক্য বলিবে! শত্রুকেও অপ্রিয় কথা বলা উচিত নহে। তুমি রথ লইয়া পুরে প্রতিগমন কর। চতুর্দ্দশ বৎসর অতীত হইলে পুনরায় আমাদিগকে লইয়া যাইও।

অনন্তর গুহককে বলিলেন, সখে! ন্যগ্রোধনির্য্যাস আনিয়া দেও, তদ্দ্বারা জটা প্রস্তুত করিয়া লইব। গুহক যে আজ্ঞা বলিয়া ন্যগ্রোধরস আনিয়া দিলেন। রাম ও লক্ষ্মণ উভয়ে জটা রচিত করিয়া মুনিবেশ ধারণ করিলেন, এবং গুহক আনীত নৌকায় আরোহণ করিলেন। নাবিক সতর্ক হইয়া তরঙ্গাকুল গঙ্গায় নৌকা চালনা করিতে লাগিল। গুহক ও সুমন্ত্র তীরে দণ্ডায়মান হইয়া সজল-নয়নে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন; সীতা গঙ্গাদেবীর নিকট পতির মঙ্গলকামনা করিতেছিলেন, এমন সময় তরণী পরপারে সংলগ্ন হইল। রাম ও লক্ষ্মণ সীতার সহিত অবরোহণ করিয়া গঙ্গাদেবীকে বন্দনা করিলেন; এবং সীতাকে মধ্যগত করিয়া দক্ষিণাভিমুখে চলিলেন।

গুহক ও সুমন্ত্র রামচন্দ্র প্রভৃতিকে দৃষ্টিপথের অতীত দেখিয়া অতিকষ্টে প্রত্যাগমন করিলেন। সীতা ঔৎসুক্য

বশতঃ কতিপয় পদ বেগে গমন করিয়া ক্লান্ত হইয়া বলিলেন, নাথ! আর কতদূর চলিয়া বিশ্রাম করিবেন? সীতার কাতরোক্তি শুনিয়া, তিনি কিরূপে দীর্ঘকাল ক্লেশ সহ্য করিবেন ভাবিয়া, রামের নয়ন যুগল হইতে দর দর অশ্রুধারা বিগলিত হইতে লাগিল। সীতার জন্য রামচন্দ্র অনবরত অশ্রু বিসর্জ্জন করিবেন, এই তাহার প্রথম সূত্রপাত হইল। রাম সীতার ক্লেশ দেখিয়া এক বটবৃক্ষমূলে বসতিস্থান নিরূপণ করিলেন। লক্ষ্মণ মৃগয়া করিয়া হরিণমাংস আহরণ করিয়া আনিলেন। সুগন্ধি উপস্করাদি ব্যতিরেকেও সেই মৃগমাংস পক্ক হইলে, তাহা লক্ষ্মণের অতিশয় রসনাপ্রিয় বোধ হইল, তিনি ভোজনে তৃপ্তিলাভ করিয়া বলিলেন, অদ্যকার পাক পাচকদিগের অপেক্ষাও উত্তম হইয়াছে। রাম ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন, বৎস! ক্ষুধাই সকল বস্তু সুস্বাদু করে ও তৃপ্তি জন্মাইয়া দেয়; এবং স্বয়ং আহরণ করিয়া আহার করিলে অধিক প্রীতি জন্মে। এই রূপে পরিতৃপ্তহৃদয়ে ভোজন ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া তিন জনে কথা-বার্ত্তায় দিবাভাগ ক্ষেপণ করিলেন।

অনন্তর তিমিরাবগুণ্ঠিতা বিভাবরী উপস্থিত হইল। রামচন্দ্র লক্ষ্মণকে বলিলেন; বৎস! সুমন্ত্র নিকটে নাই। অদ্য হইতে সাবধানে থাকিতে হইবে। চতুর্দ্দিকে অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া দাও। অগ্নিই বনবাসীদিগের প্রধান রক্ষক। লক্ষ্মণ চারি দিকে অগ্নিকুণ্ড প্রজ্বলিত করিয়া স্বয়ং ধনুর্ব্বাণ গ্রহণ করিয়া জাগরণ করিতে লাগিলেন। রাম ও সীতা উভয়ে নিদ্রা গেলেন।

প্রভাতে সকলে গঙ্গা-যমুনা-সঙ্গমসম্ভূত পূতভীর্থে অবগাহন করিয়া ভরদ্বাজাশ্রমে উপস্থিত হইলেন, এবং

স্ব স্ব নাম উচ্চারণ পূর্ব্বক প্রণাম করিয়া ঋষি সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন। মহর্ষি সকলকে আশীর্ব্বাদ করিয়া, আতিথ্য স্বীকারে অনুরোধ করিলেন। রাম, লক্ষ্মণ ও সীতা মুনির সৎকারে পথশ্রান্তি অপনয়ন করিয়া সুখে দিবস অতিবাহন করিলেন।

রাম সায়ংকালে সায়ন্তন বিধির অবসানে তপোনিধির সন্নিধানে বলিলেন, মহর্ষে! আমাদিগের নিমিত্ত এরূপ বাসস্থান নিরূপণ করিয়া দিউন, যেখানে অবস্থিতি করিলে বন্ধুবান্ধবেরা সহসা আসিয়া অনুসন্ধান না পান। মহর্ষি বলিলেন, চিত্রকূট তোমাদের বাসের উপযুক্ত স্থান। তথায় হিংস্রজন্তু নাই, এবং অনেক তপস্বী সস্ত্রীক হইয়া বানপ্রস্থধর্ম্ম আশ্রয় করিয়া নির্ভয়ে কালযাপন করিতেছেন। নানা জাতীয় মৃগ চিত্রকূটের উপত্যকায় বিচরণ করে, এবং তথায় সর্ব্বপ্রকার ফলমূল পর্য্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যায়। তোমরা সম্প্রতি নগর পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছ, এজন্য তোমাদের সহসা গহনবনে বসতি করা বিধেয় নহে। আর চিত্রকূট নদী-সংকট বলিয়া গ্রাম্য লোকে প্রায় তথায় যাইতে ইচ্ছা করে না। তোমরা প্রাতঃকালে উড়ুপযোগে নক্রচক্রভীষণা যমুনা উত্তীর্ণ হইবে; অনন্তর শ্যামবটের নিকট অভীষ্ট কামনা করিবে; শ্যামবট সুসেবিত হইলে কল্পপাদপের ন্যায় ঈপ্সিত ফল প্রদান করেন। তথা হইতে ক্রোশ মাত্র গমন করিলেই চিত্রকূটের কমনীয় কানন দেখিতে পাইবে; সেই প্রদেশের অনির্ব্বচনীয় সৌন্দর্য্য সন্দর্শন করিলে রাজধানীতে প্রতিগমনের ইচ্ছা হইবে না। রামচন্দ্র ঋষিবরের অনুজ্ঞা লইয়া নির্দ্দিষ্ট পর্ণকুটীরে কুশ-পূত শয্যায় শয়ন করিয়া যামিনী যাপন করিলেন।

পরদিন প্রভাতে মুনিবরের উপদেশানুসারে তৎপ্রদর্শিত পথে গমন করিয়া চিত্রকুট-কাননের সমীপে উপস্থিত হইলেন।

রামচন্দ্র অরণ্যের আশ্চর্য্য সৌন্দর্য্য দর্শন করিয়া সীতাকে বলিলেন, প্রিয়ে! দেখ দেখ, কাননের কি অনির্ব্বচনীয় মনোহারিণী শোভা! দেখিবামাত্র আমার চক্ষু আর অন্য দিকে যাইতেছে না; অনুক্ষণ অবলোকন করিলে লোচনের ক্লেশ হইবে না বলিয়া উহা হরিদ্বর্ণময় হইয়াছে, প্রান্তভাগে সারবান্ বৃক্ষ সকল শাখা-প্রশাখা বিস্তার করিয়া প্রবল মারুত হইতে উহাকে অব্যাহত রাখিয়াছে; সাল সরল প্রভৃতি মহাবৃক্ষ উন্নতস্কন্ধ হইয়া বাহকের ন্যায় বল্লীবিতানবিরচিত বিচিত্র যান বহন করিতেছে; তালতরু মস্তকে জটাভার ধারণ করিয়া সন্ন্যাসীর ন্যায় একপদে দণ্ডায়মান হইয়া সূর্য্যদেবের উপাসনা করিতেছে; লতাকুঞ্জ পুষ্পপুঞ্জে শোভিত হইয়া বনদেবতার বিচিত্র চন্দ্রাতপ হইয়া রহিয়াছে; সকলজাতীয় তরু এক স্থানে সন্নিবিষ্ট হওয়ায়, এই বনপ্রদেশ সকল পুষ্পময় বলিয়া বোধ হইতেছে; গিরিতরঙ্গিণী বক্রগামিনী হইয়া পাদপগণের আলবাল কার্য্য সম্পাদন করিতেছে; অনবরত বিশুদ্ধ বায়ু প্রবাহিত হওয়ায় তরুতল সম্মার্জ্জনীপরিষ্কৃত হইয়া রহিয়াছে। গিরিনদীর জল পাষাণপ্রতিহত হওয়ায় লঘু ও আরোগ্যপ্রদ হইয়াছে; কুৎসিত পূতিগন্ধিদ্রব্যের অসদ্ভাব বশতঃ সমুদায় স্থল নিরাময় হইয়াছে; তখন সকলে বনমধ্যে প্রবেশের পথ অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। দেখিলেন, গণ্ডশৈল পতিত হওয়ায়, পথ সঙ্কীর্ণ ও কুটিল হইয়াছে।

অনন্তর সকলে কান্তারপথে প্রবিষ্ট হইয়া অতিকষ্টে চিত্রকূটে উপস্থিত হইলেন, এবং অভিমত স্থান নির্ণয় করিয়া পর্ণশালাদ্বয় নির্ম্মাণ করিলেন। সুরম্য হর্ম্ম্য পরিত্যাগ করিয়া, অরণ্যে আসিয়া, তাঁহারা এক্ষণে সামান্য পর্ণকুটীরে প্রীতিপূর্ব্বক বাস করিতে লাগিলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

এদিকে গুহক বহুবিধ বিলাপ করিয়া স্বপুরে প্রতি-নিবৃত্ত হইলেন। সুমন্ত্রও রথযোজনা করিয়া নিরানন্দমনে অযোধ্যায় প্রতিগমন করিলেন। প্রজাপুঞ্জ রামবিরহিত রথ দেখিবামাত্র উচ্চৈস্বরে রোদন করিয়া বলিল, সুমন্ত্র! তোমার মত নিলর্জ্জ লোক আর দ্বিতীয় দেখি নাই, তুমি রামকে অরণ্যে রাখিয়া কি সুখে অযোধ্যায় ফিরিয়া আসিলে? অযোধ্যার সুখ রামের সঙ্গে সঙ্গে গিয়াছে; অযোধ্যার আর কি সে শ্রী আছে? যাঁহার শ্রীতে উহা সুশ্রী দেখাইত, তাঁহাকে তুমি বনে বিসর্জ্জন করিয়া আসিলে! সুমন্ত্র এইরূপ করুণাপূর্ণ হৃদয়বিদারক বিলাপ শুনিতে শুনিতে অশ্রুজলপূর্ণ-লোচনে বিষণ্ণবদনে রাজ-সদনে উপস্থিত হইলেন।

রাম অরণ্যে প্রস্থান করিলে পর রাজা দশরথ কৈকেয়ীর কক্ষ পরিত্যাগ করিয়া কৌশল্যার মন্দিরে আগমন করিয়াছিলেন। তিনি সুমন্ত্রের আগমনবার্ত্তা শুনিবামাত্র রাম কই বলিয়া ভূতলে পতিত হইলেন। কৌশল্যা রোদন করিতে করিতে রাজাকে উত্থাপিত করিলেন। রাজা সংজ্ঞা লাভ করিয়া সুমন্ত্রকে বলিলেন, সুমন্ত্র! রাম আমার কণ্টকিত পথে কিরূপে পর্য্যটন করিতেছেন? আসিবার সময়ে তোমাকে কি বলিয়া দিয়াছেন? সুমন্ত্র বলিলেন রাম প্রণাম জানাইয়া নিবেদন করিয়াছেন, মহারাজ যেন কোন বিষয়ে আমাদিগের জন্য শোক না

করেন; আমরা বনে সচ্ছন্দে অবস্থিতি করিতেছি, অদৃষ্টপূর্ব্ব বনশ্রী বিলোকন করিয়া নব নব প্রীতি অনুভব করিতেছি; মাতৃবর্গের সকলেই যেন মহারাজের শুশ্রূষা করেন; ভরত যেন নৃপার্চ্চনায় নিযুক্ত থাকেন। সীতা ও লক্ষ্মণ প্রণামমাত্র জানাইয়াছেন। পরে রাম আমারে প্রবোধবাকে সান্ত্বনা ও অনুগমনে নিষেধ করিয়া স্বয়ং জটাভাররচনাপূর্ব্বক সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত গঙ্গা পার হইয়া চলিয়া গেলেন। আমিও একাকী শূন্য রথ লইয়া মহারাজের সমীপে প্রত্যাগত হইলাম। এই বলিয়া সুমন্ত্র রোদন করিতে লাগিলেন; রাজা বলিলেন, সুমন্ত্র! আর রোদন করিও না, আর শুনিতে চাহি না; আমি এ নিন্দিত প্রাণ পরিত্যাগ করিব। আমি কি করিব, সুখদুঃখে সমভাব রামের মুখের ভাব স্মরণ করিব, না কুপিত লক্ষ্মণের মুখ ভাবিব, না সজলনয়না, ম্লানবদনা জানকীর বিষয় চিন্তা করিব? একটী শোক নহে, এককালে তিন তিনটী শোক আমার হৃদয় বিদারণ করিতেছে। হা পিতৃবৎসল রাম! হা শৌর্য্যপ্রিয় লক্ষ্মণ! হা পতিদেবতে সীতে! তোমরা কোথায়! এই বলিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পড়িলেন।

কৌশল্যা যত্ন সহকারে রাজার মূর্চ্ছা অপনয়ন করিয়া সজল নয়নে বলিলেন, মহারাজ! সকলেই আপনার যশোগান করিয়া থাকে, কিন্তু এই রামবিবাসন কার্য্যে আপনার যার পর নাই অপ্রতিষ্ঠা হইল। নিরপরাধে কে প্রিয় পুত্রকে বনবাস দেয় বলুন। যদি কৈকেয়ীকে বর না দিলেই নয় তবে রামকে ডাকিয়া সকলের সমক্ষে, কল্য তোমাকে যৌবরাজ্যে অভিষেক করিব, একথা

কেন বলিয়াছিলেন? মহারাজ! আপনি যদি সত্যভঙ্গ-ভয়ে এতই ভীত, তবে রামকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিব এই সত্যটি কি রূপে ভঙ্গ করিলেন? ইক্ষাকুবংশে সকলেই সত্যব্রত বলিয়া প্রসিদ্ধ, আপনি কেবল বৃদ্ধ-বয়সে, প্রেয়সী ভার্য্যার অনুরোধে সেই ব্রত হইতে পরিভ্রষ্ট হইলেন। মহারাজ! সত্য হইতে উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম আর নাই; স্বয়ং ব্রহ্মা বলিয়াছেন যে আমি তুলাদণ্ডে এক দিকে সহস্র অশ্বমেধের ফল ও অপর দিকে সত্য তোলিত করিয়া দেখিলাম, সত্যেরই ভার অধিক। পণ্ডিতেরা বলিয়া থাকেন যে ধর্ম্ম কেবল অহিংসায় ও সত্যে প্রতিষ্ঠিত। আপনি সত্য নষ্ট করিয়া ধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত হইলেন। মহারাজ! বায়ু যে দিকে বহিতে থাকে, কেবল সেই দিকেই পুষ্পের সৌরভ সঞ্চারিত হয়; কিন্তু ধর্ম্মের সৌরভ সকল দিকেই পরিব্যাপ্ত হইয়া থাকে। চন্দন, অগুরু প্রভৃতির গন্ধ স্থায়ী নহে, কিন্তু পুন্যবান্ লোকের যশঃ চিরস্থায়ী। আপনি স্ত্রীর কথায় পুত্রকে বনে দিয়া সত্য ভঙ্গ করিলেন, অধর্ম্ম সঞ্চয় করিলেন, ও চিরকালের জন্য অযশঃ রাখিলেন। ভাগ্যে কৈকেয়ী, রামকে বধ করিতে হইবে, একথা বলে নাই; আপনি যেরূপ ধার্ম্মিক অনায়াসে তাহাও করিতে পারিতেন।

মহারাজ। পরুষ বাক্যে আপনাকে এইরূপ তিরস্কার করিতেছি, আপনি আমাকে ক্ষমা করিবেন। রাম বনে যাইবার সময় আপনাকে কোন কটু কথা বলিতে বারংবার নিষেধ করিয়া গিয়াছেন। আমি পুত্রশোকে বিহ্বলা হইয়াই আপনাকে অপ্রিয় কথা বলিলাম। সৎকুলে জন্ম গ্রহণ করিয়া, শিষ্টাচার জানিয়া, কোন্ কুলনারী স্বামীকে

অপ্রিয় কথা বলিয়া থাকে? আমার এমনই দুরদৃষ্ট যে আমি ভক্তিভাজন পতিকে দুর্ব্বাক্য বলিতেছি!

কৌশল্যা অনেক চেষ্টা করিয়াও ক্রোধ দমন করিতে পারিলেন না। পুনর্ব্বার কাঁদিতে কাঁদিতে স্ফুরিতাধরে বলিলেন, মহারাজ! আমি কিছুতেই মনকে শান্ত করিতে পারিতেছি না, ভ্রাতৃবৎসল লক্ষ্মণের সেই অমর্ষরক্ত মুখ-কমল আমার যেন নেত্রপুরোভাগে কেহ চিত্রিত করিয়া রাখিয়াছে। জনকরাজদুহিতা সীতা গৃহ-কুট্টিমে বিচরণ করিয়াও শ্রান্তা হইয়া পড়িতেন, আজ কি না তিনি বন্ধুর বিজন অরণ্যপথে বিচরণ করিতেছেন! মহারাজ! আমার রামের কেশ অতি মসৃণ, সেই কেশে জটা রচিত হইল! আপনি মনে করিবেন না যে রাম যদি চতুর্দ্দশ বৎসর পরে অযোধ্যায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন, তবে ভরতের উচ্ছিষ্ট রাজ্য ভোগ করিবেন। পরিভুক্তোজ্ঝিত মালায় কেহ আদর করে না। কেশরী কখন পরাবলীঢ় মাংস ভক্ষণ করে না।

রাজা দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন, মহিষি! স্বয়ং অপকার করিয়া আবার কি বলিয়া তোমারে প্রবোধ দিব, এই দুঃখে আমার মুখ দিয়া বাক্যস্ফূর্ত্তি হইতেছে না। তুমি আমার অশেষ অপরাধ ক্ষমা করিবে, ইহা ভিন্ন আর আমার বক্তব্য নাই। এই বলিতে বলিতে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। মহিষীও কোন কথা না বলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। উভয়ের নয়নযুগল সজল রক্তোৎপলের তুল্য হইয়া উঠিল।

দিবসের শেষ হইল, রাজা ও মহিষীর শোকের শেষ হইল না। সুমিত্রা কৌশল্যারে সম্বোধন করিয়া কহি-

লেন, ভগিনি! শোক পরিত্যাগ কর, মাতার অশ্রুপাত হইলে সন্তানের অকল্যাণ হয়। তুমি চিরকাল ক্রন্দন করিলেও তোমার রাম ফিরিয়া আসিবেন না। তিনি অজ্ঞান বালক নহেন যে পিতৃসত্য পালন না করিয়া প্রত্যাগমন করিবেন। তুমি ক্রন্দন কর কেন? রামের মত পুত্রের জননী হওয়া শ্লাঘারই বিষয়; যিনি মনে করিলে পিতৃবাক্য লঙ্ঘন করিয়া, সচ্ছন্দে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হইতে পারিতেন, যাঁহার ইচ্ছা না থাকিলে, কৈকেয়ী সহস্র চেষ্টা করিলেও আপনার দুশ্চেষ্টিত সফল করিতে পারিতেন না, যিনি কেবল ধর্ম্মভয়েই রাজ্যসুখ পরিত্যাগ করিয়া বনবাসী হইলেন, সেই মহাত্মা রামচন্দ্রের প্রসূতি হইয়াছ বলিয়া তুমি আপনাকে ধন্যম্মন্যা জ্ঞান কর। উদারচেতা রাম পিতৃসত্য পালনার্থই লক্ষ্মণ ও সীতার সমভিব্যাহারে অরণ্যে গমন করিয়াছেন, ব্রত সমাপ্ত হইলে তাঁহারা আপনারাই প্রত্যাগত হইবেন। অলীক অমঙ্গল আশঙ্কা করিয়া অন্তঃকরণকে কেন ব্যাকুল করিতেছ? স্থির হও, স্নেহই যত অমঙ্গলের শঙ্কা জন্মাইয়া দেয়! নিরর্থক ভাবিয়া উন্মত্তা হইবে না কি?

কৌশল্যা সুমিত্রার কথা শুনিয়া স্থির হইয়া রহিলেন। রাজা চক্ষু নিমীলন করিয়া রামরূপ ভাবনা করিতে লাগিলেন। স্বপ্নে রামচন্দ্রকে দেখিতে পাইবেন ভাবিয়া বারংবার নিদ্রাদেবীর উপাসনা করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহার অদৃষ্ট এতই মন্দ যে, নিদ্রাদেবী তখন তাঁহার প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করিলেন না।

রাজা নিশীথ সময়ে অর্দ্ধোত্থিত হইয়া কৌশল্যাকে বলিলেন, মহিষি! জাগ জাগ, কোন নিদারুণ ব্যাপার

স্মৃতিপথারূঢ় হইয়া আমাকে বিষম যাতনা দিতেছে, সেই শোচনীয় ব্যাপার উল্লেখ করিয়া মানসিক ব্যথার অপনয়ন করি। লোকের নিকট দোষের উদ্‌ঘাটন করিলে এক প্রকার প্রায়শ্চিত্ত হয়। অতএব শ্রবণ কর। আমি এক দিবস মৃগয়ার্থ সরযূতীরে পর্য্যটন করিতেছিলাম, সহসা সলিলমধ্যে গজবৃংহিতবৎ কুম্ভপূরণশব্দ প্রতীয়মান হইল। যুদ্ধব্যতীত করিবধ সর্ব্বপ্রকারে বিগর্হিত হইলেও আমি মৃগয়াসক্ত হইয়া অমোঘ শব্দভেদী শর নিক্ষেপ করিলাম। অনন্তর বনমধ্যে রোদন ধ্বনি শুনিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলাম, এবং শশব্যস্তে গমন করিয়া, কোন অপরিচিত জটাধর তপস্বিকুমার, হা তাত! হা মাতঃ! বলিয়া রোদন করিতেছে দেখিলাম, দেখিবামাত্র আমার অন্তঃকরণ করুণার্দ্র ও বিস্ময়রসে নিমগ্ন হইল। তখন, হায়! কি করিলাম! অজ্ঞান বশতঃ ব্রহ্মবধ করিয়া সপ্ত পুরুষ নিরয়গামী করিলাম! আমার মত দুরাচার রঘুকুলে কেহ জন্মগ্রহণ করে নাই। রঘুবংশোদ্ভব কেহ স্বহস্তে ব্রহ্মবধ করিয়া মহাপাপে লিপ্ত হন নাই। অন্য অন্য পাপের প্রায়শ্চিত্ত আছে, নিষ্কৃতিকার্য্য ব্রহ্মবধের প্রায়শ্চিত্ত নাই। কি রূপে ইহা হইতে পরিত্রাণ পাইব?— এইরূপ অনুশোচনা করিতে লাগিলাম। তচ্ছ্রবণে করুণা-পারাবার মুনিকুমার অস্ফুটরূপে বলিলেন, মহারাজ! আমি শূদ্রার গর্ভে বিপ্রের ঔরসে জন্ম গ্রহণ করিয়াছি। আপনি ব্রহ্মবধের আশঙ্কা করিবেন না। আমি অন্ধমুনির পুত্র; আমারে পিতার সমীপে লইয়া গিয়া বিশল্য করুন। এই রূপ বলিয়া তিনি আমার ভয় ভঞ্জন করিয়া দিলেন, কিন্তু পরক্ষণেই অবসন্ন হইয়া পড়িলেন।

অনন্তর হতচৈতন্য মুনিকুমার ও জলপূর্ণ কুম্ভ লইয়া অন্ধমুনির নিকটে উপস্থিত হইলাম। আমার পদশব্দ শুনিয়া পুত্রের প্রত্যাগমন বোধে ঋষিবর বলিলেন, বৎস! এত বিলম্ব হইল কেন? পানীয় আনয়ন করিয়াছ? শীঘ্র দাও, পিপাসা বলবতী হইয়াছে। আমি কম্পিত-কলেবর হইয়া বলিলাম, মুনিবর! আমার নাম দশরথ; আমি আপনার সন্তান নহি, বরং অপকারী শত্রু; আমি অজ্ঞানতা বশতঃ, শব্দভেদী শরে আপনার নিরপরাধ কুমারের প্রাণ সংহার করিয়াছি; শীঘ্র অভিশাপ দ্বারা দণ্ড বিধান করুন; নতুবা মহাপাপ হইতে পরিত্রাণ পাইব না। স্থবির মুনিবর আমার দুশ্চেষ্টিত শুনিবামাত্র শোকে অধীর হইলেন এবং অশ্রুজল হস্তে লইয়া এই বলিয়া অভিসম্পাত করিলেন, "রে দুরাত্মন্! বৃদ্ধাবস্থায় নিরপরাধ পুত্রকে বধ করিয়া যেমন আমাকে দুর্বিষহ শোক-শল্যে বিদ্ধ করিলি, তুইও সেইরূপ বৃদ্ধ বয়সে পুত্র-শোকে কাতর হইয়া প্রাণত্যাগ করিবি।"

আমি তেজস্বী তপস্বীর চরণ ধারণ করিয়া অতি বিনীতভাবে বলিলাম, ভগবন্! অগ্নিদগ্ধ না হইলে ক্ষেত্রের উর্ব্বরতা সম্পাদিত হয় না, এ কথা যথার্থ। আপনি অভিশাপ দিয়াও আমার উপকার করিলেন। আমি পুত্রের মুখ নিরীক্ষণ করি নাই, পুত্রের মুখ দেখিয়া পরি-তৃপ্ত হৃদয়ে প্রাণত্যাগ করিব, ইহা অল্প সৌভাগ্যের বিষয় নহে। এক্ষণে এই উপকৃত দাস আপনার কি কার্য্য করিবে, অনুজ্ঞা করুন। অনন্তর মহর্ষি বলিলেন, চিতা প্রস্তুত করিয়া দাও, তাহাতে শয়ন করিয়া তাপিততনু শীতল করি। মহারাজ! আর কাল বিলম্ব করিও না।

শোকানল তুষানলের ন্যায় সজীব শরীর দগ্ধ করিতেছে। যষ্টিবিহীন অন্ধকে আর কেন যন্ত্রণা দাও। আমি এরূপ গতঘৃণ যে, তাঁহার নিদারুণ প্রার্থনায় সম্মত হইয়া চিতা প্রস্তুত করিয়া দিলাম। মহর্ষি সস্ত্রীক চিতারোহণ করিয়া শোকানল নির্ব্বাণ করিলেন।

মহিষি! মহর্ষির ন্যায় রাম-বিবাসন সময়ে যদি আমি চিতারোহণ করিতে পারিতাম, তবে আজি এত যন্ত্রণা সহ্য করিতে হইত না। আমার সেই অভিশাপ ফলিবার সময় উপস্থিত। দশদিক্ অন্ধকার দেখিতেছি। সমুদায় সংসার ঘূর্ণিত বোধ করিতেছি। ইন্দ্রিয় সকল বিকল হইয়া পড়িতেছে। অন্তঃকরণে মহান্ ভয়ের সঞ্চার হইতেছে; দুঃখ আর সহ্য হয় না। এই বলিয়া ক্ষণকাল মৌনভাবে রহিলেন। কৌশল্যা অনেক সান্ত্বনা ও শুশ্রূষা করিলেন, এবং রাজা নিদ্রা গেলেন ভাবিয়া, আপনিও নিদ্রিতা হইলেন।

রাজা সংসারের অসারতা, জন্য বস্তুর বিনশ্বরতা, এবং অভিশাপের অবশ্যম্ভাবিতা চিন্তা করিয়া সনির্ব্বেদ-চিত্তে কহিলেন, হা পরমেশ্বর! বলিতে পারি না, আমি তোমার কত সুনিয়ম লঙ্ঘন করিয়াছি; তোমার কত আজ্ঞা অবহেলা করিয়া পাপাচরণ করিয়াছি, কত বৃদ্ধ ব্যক্তিকে উপযুক্ত পুত্র হইতে বিয়োজিত করিয়াছি; কত শত জনের মনে অকারণে তীব্র যাতনা দিয়াছি, কত শত লোকের মনোরথ পূর্ণ করিতে ব্যাঘাত জন্মাইয়া দিয়াছি, কত শত মনুষ্যকে নির্দ্দোষে হীনবেশে বহিষ্কৃত করিয়াছি, নতুবা উৎসব সময়ে আমার এত বিষাদ

এত বিপদ্ ঘটিবে কেন? কেনই বা আমাকে বৃদ্ধ বয়সে পুত্রশোকে এরূপ ব্যাকুল হইতে হইবে?

হে জগদীশ্বর! অনুগ্রহ করিয়া শীঘ্র এ নরাধমকে মুক্ত কর! এ নৃশংসকে দীর্ঘজীবী করিও না, করিলে লোকের আরও সর্ব্বনাশ হইবে। আমি অপরাধের একশেষ করিয়াছি; তাহার অনুরূপ শাস্তিও পাইয়াছি। আমি জগতে অনেক দিন আসিয়াছি। এপর্য্যন্ত এরূপ যন্ত্রণা কখনও অনুভব করি নাই, বোধ হয়, ইহারই নাম মৃত্যু-যন্ত্রণা। এ যন্ত্রণা আর সহ্য হয় না। হে সর্ব্বশক্তিমন্! তুমি জীবের সমুদায় ক্লেশশান্তির নিমিত্ত যে উপকারী মৃত্যুর সৃষ্টি করিয়াছ, তাহাকে শীঘ্র পাঠাইয়া ক্লেশের অবসান কর। হে সর্ব্ব-যন্ত্রণানাশক অন্তক! তোমার সময় উপস্থিত! আর বিলম্ব করিতেছ কেন? অসহ্য যাতনার সময় তুমিই পরমবন্ধু, এক্ষণে বন্ধুকৃত্য সম্পাদন কর। এই বলিয়া সমুদায় প্রাণবায়ু নিঃশেষ করিবার জন্যই যেন ঘন ঘন নিশ্বাস নির্গত করিতে লাগিলেন; চক্ষুর আর পলক পড়িতে দিলেন না; হৃদয় মধ্যে রামরূপ নিরীক্ষণ করিবার জন্য মনকে সংযত করিলেন; অন্য অন্য ইন্দ্রিয় নিগ্রহ করিবার জন্য স্বয়ং নিস্তব্ধ ও জড়প্রায় হইয়া রহিলেন।

রাজাকে মরণ ব্যবসায়ে কৃতনিশ্চয় জানিয়া কৃতান্ত তাঁহার সম্মুখীন হইলেন। দুঃসাধ্য প্রাণান্ত-প্রায়শ্চিত্ত সঙ্কল্পিত হইয়াছে বলিয়া যমের ভয়াবহ মূর্ত্তিও রাজার প্রিয়দর্শন বোধ হইল। রাজা মৃত্যুকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, সখে! তুমি শোকের সময় উপস্থিত হইয়া আমার সমুদায় দুঃখ দূর করিলে, আমার আর জীবিত

থাকিতে ইচ্ছা নাই; ক্ষণকাল বিলম্ব কর, অপুনর্দর্শনীয় রমণীয় রামের নবজলধর রূপ একবার হৃদয় মধ্যে ধ্যান করি; অমৃতাক্ষর রাম নাম রসনায় আস্বাদন করি; তুমি সম্মুখে রাম নাম কীর্ত্তন কর; আমি শুনিতে শুনিতে সুখে বিনশ্বর কলেবর পরিত্যাগ করি। এই বলিয়া রাজা রাম নাম উচ্চারণ করিতে করিতে মানবলীলা সংবরণ করিলেন।

প্রভাতে স্তুতিপাঠকেরা রাজাকে জাগাইবার জন্য যথানিয়মে মঙ্গলগীত পাঠ করিল। মহারাজের চৈতন্য-সম্পাদন না হওয়াতে কৌশল্যা করপল্লবে রাজার চরণো-পান্ত মৃদু মৃদু সংবাহন করিতে লাগিলেন। কিন্তু রাজার চরণ তাঁহার কঠিন বোধ হইতে লাগিল। তখন তিনি আবরণাস্তরণ উৎক্ষেপণ করিয়া দেখিলেন, রাজার শরীর বিবর্ণ, ইন্দ্রিয়সকল স্থির ও ক্রিয়ারহিত; দেখিবামাত্র কি হইল বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিয়া উঠিলেন। অনন্তর রাজার চরণ ধরিয়া বিলাপ করিতে করিতে বলিলেন, এ অভাগিনীরে কাহার কাছে রাখিয়া গেলেন? আমি ত কখনও কোন অপরাধ করি নাই; তবে কেন অকারণে আমারে বঞ্চনা করিয়া অদর্শন হইলেন? স্বামি-সৌভাগ্য ভিন্ন জীবিত থাকা প্রমদার বিড়ম্বনা; এত বিড়ম্বনা আমার অদৃষ্টে ছিল, কখন ভাবি নাই। সপত্নী-দুশ্চেষ্টিতজনিত যত প্রকার দুঃখ, এতদিন সৌভাগ্য ভাবিয়া সহ্য করিয়াছি। অন্য প্রকার দুঃখ চিরস্থায়ী নয়, এবং সহ্য করাও যায়। বৈধব্যদশা চিরস্থায়িনী ও যাবজ্জীবন ক্লেশকারিণী; এ অসহ্য বেদনা, সহ্য করা যায় না।

বৈধব্যদশা ঘটিলে সমুদায় সুখ হইতে বঞ্চিত হইতে হয়, এবং জগৎ হইতে এক প্রকার পৃথক্ থাকিতে হয়। মহারাজ! আপনার অভাবে আমরা এত অলক্ষণা ও এত অমঙ্গলের আশ্রয় হইলাম যে, কোনও মঙ্গল কর্ম্মের নিকটেও আর যাইতে পারিব না। আমাদের দর্শনেই মঙ্গল-সংবিধান দূষিত হইয়া যাইবে। ভাগ্যবতী স্ত্রীরা স্বামিসৌভাগ্যে সমস্ত জীবিতকাল ক্ষেপণ করিয়া থাকে; আমার যদি তাহারই অন্যথা হইল, তবে আর জীবনের প্রয়োজন কি? স্বামীর আশ্রয় লইয়া নারীজন্ম যাপন করিব ভাবিয়া নিশ্চিন্ত ছিলাম, সহসা যদি সে আশ্রয় বিনষ্ট হইয়া গেল, তবে নিরাশ্রয় অবলা আর কাহাকে আশ্রয় করিয়া জীবিত থাকিবে? হা নাথ! অনপায়ী ভাবিয়া মহাতরুর আশ্রয় লইয়াছিলাম, দুর্ভাগ্যক্রমে যদি তাহাই বজ্রাহত হইল, তবে তদাশ্রিতা লতা অবশ্যই ভূতলে পতিত হইবে? এই বলিয়া গৃহতলে পতিত হইয়া অঙ্গ-লুণ্ঠন করিতে লাগিলেন, এবং তারস্বরে রোদন করিয়া বলিলেন, কৈকেয়ি! তুমি সপত্নী হইলে যে বৈধব্যদশা ভোগ করিতে হয়, স্বপ্নেও ভাবি নাই।

অন্য অন্য রাজবনিতারা ভয়বিহ্বলা কুররীর ন্যায় উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। এমন সময় বশিষ্ঠদেব নরদেবের মন্দিরে উপস্থিত হইয়া তদীয় দেহ তৈলপূর্ণ দ্রোণীতে নিক্ষেপ করাইয়া রক্ষিগণ নিয়োগ-পূর্ব্বক রাজগৃহের দ্বার তালকবদ্ধ করিয়া দিলেন, তদীয় অনুমতিক্রমে পরিচারিকারা রোদনপরায়ণা রাজাঙ্গনা-দিগকে গৃহান্তরে লইয়া অশেষ প্রকার সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন।

পরদিন প্রভাতে বামদেব, গৌতম, মার্কণ্ডেয়, অগস্ত্য জাবালি প্রভৃতি মহর্ষিগণ সভামণ্ডপে যথাযোগ্য আসনে আসীন হইলেন। অনন্তর সকলের সম্মতি ক্রমে মহর্ষি জাবালি রাজপুরোহিত বশিষ্ঠদেবকে সম্বর্দ্ধনা করিয়া মৌল মন্ত্রীদিগকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিলেন, মহারাজ স্বকর্ম্মার্জ্জিত সদ্‌গতি লাভ করিয়াছেন। সম্প্রতি রাজ্য অরাজক হইল। রাজ্যে শাস্তা না থাকিলে যে কত অমঙ্গল ঘটে, তাহা বলা যায় না। অরাজকতা অশেষ অনর্থের কারণ। অরাজক রাজ্যে স্ব স্ব দ্রব্যে স্বামীর স্বত্ব থাকে না। ঐ সকল দ্রব্য দস্যুদল ও তস্করকুল বলক্রমে অনায়াসে আত্মসাৎ করে। তাহারা এত প্রবল হয় যে, যথেচ্ছাচারী রাজার ক্ষমতা ধারণ করিয়া রাষ্ট্র উৎসন্ন করিয়া ফেলে। তাহাদিগের ভয়ে বণিকেরা বাণিজ্য ব্যবসায় পরিত্যাগ করে; কৃষকেরা কৃষিকার্য্যে প্রবৃত্ত হয় না। অরাজক রাজ্যে সন্তানেরা বৃদ্ধ পিতা-মাতার শুশ্রূষা করিতে তাদৃশ যত্ন করে না, পত্নী নির্ধন রুগ্ন বা বিকলাঙ্গ পতির প্রতি প্রীতি প্রকাশ করে না, ব্রাহ্মণেরা বেদাধ্যয়নে বিরত হন; অন্যান্য জাতি পৈতৃক ব্যবসায়ে অনাস্থা প্রদর্শন করিয়া ব্যবসায়ান্তর অবলম্বন করে; বৈবাহিক বিধি যথাবিধি প্রতিপালিত হয় না; দয়াদাক্ষিণ্য প্রভৃতি সদ্‌গুণ অন্তর্হিত হইয়া যায়, সজ্জনেরা সশঙ্ক মনে বাস করে; দুর্ব্বলেরা সংশয়িত জীবনে দিনপাত করে; সকলেই প্রাধান্য প্রকাশ করিতে চেষ্টা পায়; কেহ কাহারও অধীনতায় থাকিতে ইচ্ছা করে না; সকলেই শাসন করিতে উদ্যত, সকলেই আজ্ঞা দিতে

প্রবৃত্ত, কেহই শাসনে থাকিতে, বা আজ্ঞা পালন করিতে ইচ্ছুক নহে।

দুষ্টের দমন জন্যই রাজার আবশ্যকতা; দুরাত্মার দুরভিসন্ধি পূর্ণ হইলে অমঙ্গলের সীমা থাকে না; খলের মনোরথ সম্পন্ন হইলে পৃথিবীতে প্রায় মনুষ্য থাকে না, অরাজক দেশে কর্ম্মদোষে দুর্নিবার দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়; তদীয় সহচর মহামারী প্রাদুর্ভূত হইয়া মানবকুল নির্ম্মূল করে; রাজা না থাকিলে তাহার করাল কবল হইতে কে প্রজাদিগকে রক্ষা করিবে? ফলতঃ রাজ্যমধ্যে যত প্রকার দুর্ঘটনা ঘটিয়া থাকে, অরাজকতা সর্ব্বাপেক্ষা বলবতী। অরাজক দেশে মনুষ্যের ধন, মান, জাতি প্রাণ কিছুই নিরাপদ থাকে না। কখন্ কি আপদ্ ঘটে, এই আশঙ্কাই সর্ব্বদা সকলের মনে জাগরূক থাকে। আর, শীঘ্রই অরাজক রাজ্য রন্ধ্রান্বেষী অপর রাজার হস্তগত হয়। অতএব যাবৎ অযোধ্যা অন্য অন্য রাজার অন্বেষণের বিষয় না হয়, তাবৎ ভরত ও শত্রুঘ্নকে মাতুলালয় হইতে আনয়ন কর, এবং স্বর্গীয় রাজার আদেশক্রমে ভরতকে যৌবরাজ্যে অভিষেক কর! ভরত রাজ্যশাসনের উপযুক্ত পাত্র। সূর্য্যবংশের স্তনন্ধয়ী বালকেও শাস্তার ক্ষমতা আছে ইহা প্রসিদ্ধ। সিংহশিশু বিনা সাহায্যে পশুরাজ হইয়া উঠে। অগ্নিস্ফুলিঙ্গ দাহ্য পাইলেই প্রবল হয়। অতএব শীঘ্র শীঘ্র কর্ত্তব্য কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া প্রজার মনে আশ্বাস জন্মাইয়া দাও।

অনন্তর বশিষ্ঠদেব জাবালির মত অনুমোদন করিয়া মন্ত্রীদিগকে বলিলেন, সকলেই মহর্ষির মত অবগত হইলে, এক্ষণে যাহা কর্ত্তব্য সত্বর তাহার অনুষ্ঠান কর;

বিলম্বে কার্য্যহানির সম্ভাবনা। রাজপুরোহিতের কথা শুনিয়া একজন মন্ত্রিপ্রবর বলিলেন, আমি কুমারদ্বয়কে আনয়ন করিবার জন্য অবিলম্বে কেকয়-রাজধানী গমন করিতেছি। আপনি সকল কার্য্যের তত্ত্বাবধান করিবেন। যদি লিপি প্রদানের প্রয়োজন হয়, লিখিয়া দিন। বশিষ্ঠ-দেব বলিলেন পরিচিত বিজ্ঞ ব্যক্তি গমন করিলে সকল কর্ম্মই সিদ্ধ হইতে পারে। পত্রিকা প্রদানের প্রয়োজনীয়তা থাকে না। এক্ষণে অমঙ্গল সংবাদ তথায় প্রচার করিয়া সকলকে ক্লেশিত করিবার আবশ্যকতা নাই; তুমি সাবধানে তাঁহাদিগকে লইয়া আইস। এই বলিয়া মন্ত্রি-পুঙ্গবকে বিদায় করিয়া দিলেন। অনন্তর সভা ভঙ্গ হইল। সকলে স্ব স্ব কার্য্যে চলিয়া গেলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

মন্ত্রিপ্রবর কতিপয় দিনে যুধাজিতের রাজধানীতে উপস্থিত হইলেন, এবং নরপতি কর্ত্তৃক সমাদরে পরিগৃহীত হইয়া কৌশলক্রমে সকল বিষয়ের উত্তর প্রদান করিলেন। ভরত অমাত্যের আগমন বার্ত্তা শুনিয়া সানন্দমনে তাঁহাকে গৃহান্তরে আহ্বান করিয়া পাঠাইলেন। সচিবশ্রেষ্ঠ উপস্থিত হইলে, সমাদরে রাজ্যের সর্ব্বাঙ্গীন সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন। অমাত্য স্তম্ভিতাশ্রু হইয়া রাজ্যের কুশল বৃত্তান্ত নিবেদন করিয়া বলিলেন, রাজকুমার! আপনি অনেক দিন আসিয়াছেন; মহিষী আপনাকে দেখিবার জন্য পর্য্যাকুল হইয়াছেন; কালবিলম্ব হইলে তাঁহার সবিশেষ কষ্ট হইবে; রাজধানী প্রতিগমনে সত্বর হউন। ভরত অমাত্যের কথা মাতামহের নিকট নিবেদন করিয়া অযোধ্যাগমনের অনুমতি লইলেন। অনন্তর শত্রুঘ্নের সহিত মাতামহ প্রভৃতি গুরুজনদিগের চরণবন্দনা পূর্ব্বক বয়স্যদিগকে প্রিয়সম্ভাষণে সন্তুষ্ট করিয়া চতুরঙ্গ বলে বেষ্টিত হইয়া গৃহাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

ভরত ভ্রাতার সহিত রাজধানীতে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, রাজধানীর আর পূর্ব্ব শ্রী নাই; লোক সকল নিরানন্দ; আপণশ্রেণী পণ্যশূন্য; রাজভবন পলায়িত-গৃহের ন্যায় হতশ্রী ও ভয়াবহ; পরিজনবর্গ হর্ষশূন্য ও বিমর্ষপূর্ণ; তাহাদের মুখশ্রী দেখিলে বোধ হয় যেন উহারা কোন দুঃসহ যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে। রাজধানীর

অভাবনীয় দুরবস্থা দেখিয়া ভরতের মনে অমঙ্গলের শঙ্কা উপস্থিত হইল। ভরত রাজদর্শনের নিমিত্ত একান্ত ব্যগ্র হইয়া প্রথমতঃ রাজপ্রাসাদে উপনীত হইলেন। দেখিলেন, প্রাসাদ শূন্য, সিংহাসন শ্রীহীন, এবং রক্ষিপুরুষ কেহই উপস্থিত নাই। দেখিবামাত্র তাঁহার পূর্ব্বচিন্তা আরও বলবতী হইয়া উঠিল। তখন তিনি বিষণ্নমনে মাতৃভবনে প্রবিষ্ট হইলেন, এবং দেখিলেন গৃহের আর সে শ্রী নাই। অনন্তর জননীর চরণ বন্দনা করিয়া সম্মুখে দণ্ডায়মান রহিলেন। কৈকেয়ী প্রোষিত পুত্রকে সমাগত দেখিয়া শশব্যস্তে মস্তক আঘ্রাণ ও মুখ চুম্বন করিয়া ক্রোড়ে লইলেন এবং সস্নেহবচনে বলিলেন, বৎস! মাতামহ আলয় হইতে কত দিন বহির্গত হইয়াছ? রথক্ষোভে তোমার ত ক্লেশ বোধ হয় নাই? তোমার মাতামহের কুশল ত? তোমার মাতুল ত ভাল আছেন? মা আমার কথা কিছু জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন কি? আসিবার সময় তোমায় কি বলিয়া দিলেন, এবং তোমাকে কি রূপ স্নেহ করিলেন? সমুদায় বিবরণ বিশেষ করিয়া বল।

ভরত বলিলেন, সকলেই কুশলে আছেন। আমি সাত দিনে বাটী আসিয়াছি। রাজধানীর অবস্থা দেখিয়া অন্তঃকরণ ব্যাকুল হইয়াছে। মহারাজের হেমভূষিত পর্য্যঙ্ক অপরিষ্কৃত রহিয়াছে কেন? পরিজনদিগের কাহাকেও হৃষ্টচিত্তে দেখিতেছি না কেন? মহারাজ সর্ব্বদা এখানে অবস্থিতি করিতেন, তাঁহাকে দেখিতেছি না কেন? কৈকেয়ী বিমনা হইয়া বলিলেন, সত্যশীল মহারাজ কালধর্ম্মের অনুগত হইয়া সদ্গতি লাভ করিয়াছেন।

ভরত শুনিবামাত্র, হা তাত! বলিয়া ভূতলে পতিত হইলেন, এবং বক্ষঃস্থলে করাঘাত করিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। কৈকেয়ী শোকার্ত্ত পুত্রকে উত্থাপিত করিয়া বলিলেন, বৎস! রোদনসংবরণ কর; রাজা প্রাচীন হইয়াছিলেন, তাঁহার মৃত্যুতে এত শোকের প্রয়োজন কি? আর, চিরকাল জনক কর্ত্তৃক লালিত হইলে, আপনার পৌরুষ প্রকাশ পায় না।

ভরত রোদন করিতে করিতে বলিলেন, জননি! আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে। পিতাকে আর দেখিতে পাইব না, তাঁহার সেই সুখস্পর্শ পাণি আর আমারে স্পর্শ করিবে না। আর্য্য রাম ও লক্ষ্মণ পুত্রের কার্য্য করিয়াছেন, ক্লেশের সময় পিতার শুশ্রূষা করিয়াছেন, সলিলক্রিয়া প্রভৃতির অনুষ্ঠান করিয়া চরিতার্থম্মন্য হইয়াছেন। আমি কি নরাধম! কি অকৃতপুণ্য! পুণ্যাত্মা পিতার কোন কর্ম্মে লাগিলাম না। আমি না তাঁহার শুশ্রূষা করিলাম; না তাঁহার যাতনা প্রশমনার্থে যত্ন পাইলাম। মাতঃ! পিতা আমায় কিছু বলিয়া গিয়াছেন কি? তাঁহার শেষ বাক্যই বা কি? আর পূজ্যপদ জ্যেষ্ঠভ্রাতাই বা এক্ষণে কোথায়? তিনি আমার রোদন শুনিয়া এখনও উপস্থিত হইতেছেন না কেন? কৈকেয়ী বলিলেন, হা রাম! হা লক্ষ্মণ! হা সীতে! এই মহারাজের শেষ কথা। এই বাক্য বলিয়া রাজা গন্তব্যলোক প্রাপ্ত হইয়াছেন। রাম, সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত ব্রতপালনে কৃতকার্য্য হইয়া পুনরাগত হইবেন, দেখিতে পাইবে; কিন্তু জনকের সহিত আর তোমার সাক্ষাৎকার হইবে না।

ভরত এই অপ্রিয়তর কথা শুনিয়া বিষণ্ণবদনে সজল-

নয়নে শুষ্ককণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, জননি! সেই মহাত্মা কৌশল্যানন্দবর্দ্ধন ভ্রাতৃবৎসল রাম কোথায়? তিনি কি কার্য্য সাধন করিয়া পুনর্ব্বার অসিবেন? কৈকেয়ী বলিলেন, রাম রাজার আজ্ঞা পালন করিতে বনে বিবাসিত হইয়াছেন। ভরত একে ত পিতৃবিয়োগে অধীর হইয়াছিলেন, তাহাতে আবার অতর্কনীয় অসম্ভাবনীয় রামবিবাসনবৃত্তান্ত শুনিয়া একেবারে বিস্ময়াপন্ন হইলেন। অনেকক্ষণ মৌনী হইয়া রহিলেন এবং শুদ্ধাত্মা রামের বনগমনের কারণ বুঝিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, জননি! রামের চরিত্র অতি পবিত্র, পৃথিবীস্থ তাবল্লোকের সৎশিক্ষার আদর্শ স্বরূপ; তবে কি অপরাধে তাদৃশ মহানুভবের অরণ্য-নির্ব্বাসনরূপ দণ্ড বিহিত হইল? কৈকেয়ী অম্লানবদনে বলিলেন, আমি রামের রাজ্যাভিষেকবার্ত্তা শুনিয়া, তোমার অনিষ্ট আশঙ্কা করিয়া মহারাজের নিকট পূর্ব্বপ্রতিশ্রুত বরদ্বয় প্রার্থনা করি। রাজা অনেক বাগ্বিতণ্ডার পর অগত্যা আমার প্রার্থনায় সম্মত হইয়া সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত রামের চতুর্দ্দশ বৎসর বনে নির্ব্বাসন, ও তোমার রাজ্যাভিষেক স্বীকার করেন। রাম তাহাতে কোন আপত্তি না করিয়া সন্তুষ্টমনে পিতৃসত্য পালন করিতে বনে গমন করিয়াছেন; তুমি এক্ষণে নিরুদ্বিগ্ন-চিত্তে রাজার আদেশ পালন করিয়া রাজ্যশাসনে প্রবৃত্ত হও। রাজ্যভার লাভ করিয়া শোকাকুল হইয়া থাকিলে কার্য্য চলিবে না।

ভরত, পিতার মৃত্যু অপেক্ষা ভ্রাতার বনবাসে অধিকতর শোকার্ত্ত হইয়া বলিলেন, জননি! আমার রাজ্যে প্রয়োজন কি? সকল সুখ পিতার এবং পূজনীয় ভ্রাতার

সঙ্গে সঙ্গেই গিয়াছে। পিতৃবিয়োগ স্বভাবতই অসহ্য ; অগ্রজের হস্তাবলম্ব পাইলে উহা কথঞ্চিৎ সহ্য করা যায়। আমার সে আশা তুমি নিরাশ করিয়াছ। আমার দুঃখের পর দুঃখ, ক্ষতে ক্ষারক্ষেপের ন্যায় দুঃসহ ক্লেশদায়ক হইয়াছে। আমি কাহার দিকে দৃষ্টিপাত করিব ? কে আমার দুঃখে দুঃখিত হইবে ? কেইবা আমার বিপদে সহায়তা করিবে ? কাহার বলেই বা বিপদুত্তীর্ণ হইব ? তুমি কি দোষে গুণসিন্ধুরে বনবাস দিলে ? আমা অপেক্ষাও অগ্রজ তোমাকে অধিক ভক্তি করিতেন ; জ্যায়সী জননী অপেক্ষা তোমাকে সমধিক সম্মান করিতেন। তুমি আমা হইতে যেরূপ সুখী হইবে ভাবিয়াছ, অগ্রজ হইতে তদপেক্ষাও অধিকতর সুখী থাকিতে, সন্দেহ নাই। তুমি অদৃষ্টের দোষে আপনার দুঃখ আপনিই ডাকিয়া আনিলে ; এবং পরমধার্ম্মিক অজাতশত্রু রামের বনবাস সাধন করিয়া চিরস্থায়ী অপযশঃ সংগ্রহ করিলে।

জ্যেষ্ঠা জননী তোমাকে কনীয়সী ভগিনীর ন্যায় স্নেহ করিতেন ; নিরপরাধে তাঁহার পুত্রকে বনবাস দিয়া ইহকাল পরকাল উভয়ই নষ্ট করিলে। সুমিত্রা-প্রভৃতি মাতৃবর্গ তোমারে সখীর ন্যায় বিশ্বাস করেন ; তুমি রাজার মৃত্যু সাধন করিয়া তাঁহাদিগকে যন্ত্রণানলে দগ্ধ করিলে ও আপন কর্ম্মদোষে রাজ্যস্থ সমস্ত লোকের ঘৃণার ভাজন হইলে। কখনই তুমি ধর্ম্মপরায়ণ অশ্বপতির কন্যা নও ; তাহা হইলে এত অধর্ম্মাচরণ করিতে না। আত্মম্ভরি রাক্ষসী হইয়া পতিকুল বিনাশ করিলে ! আমি বুঝিলাম, তোমার দুষ্ট প্রার্থনায় পিতা প্রাণত্যাগ করিয়াছেন ; অগ্রজ নির্ব্বাসিত হইয়াছেন ; বিমাতৃবর্গ দুর্ব্বিষহ

বৈধব্যদশা ভোগ করিতেছেন ; রাজ্য অরাজক হইয়াছে; প্রজারা অনাথ হইয়াছে। এতগুলি দুঃখস্রোত তোমা-হইতেই নির্গত হইয়াছে।

তুমি এখনও জীবিত আছ। লোকের নিকট মুখ দেখাইতেছ! রাজ্যশাসন করিতে আমাকে অনুরোধ করিতেছ! তোমার ত লজ্জা নাই! যে রাজ্যের এতদূর দুরবস্থা উপস্থিত করিয়াছ, সেই রাজ্যের জন্য আবার আমারে প্রলোভিত করিতেছ! এ কুলে জ্যেষ্ঠই রাজা হন, অনুজেরা তাঁহার বশবর্ত্তী হইয়া থাকে ; তুমি তাহার পরিবর্ত্ত ঘটাইলে ? রাজ্য পালনে আমার ক্ষমতা কি ? কেবল এই মাত্র আমার ক্ষমতা আছে, তোমার দুষ্ট বাসনা পূর্ণ হইতে দিব না ; কিছুতেই রাজ্যভার গ্রহণ করিব না। যে রূপেই হউক, অগ্রজকে আনয়ন করিয়া রাজা করিব এবং চিরকাল কিঙ্কর হইয়া তাঁহার সেবা করিব। তুমি যে মহাপাপ সঞ্চয় করিয়াছ, তাহা হইতে কোনমতে নিষ্কৃতি পাইবে না। তোমার পাপে অবশ্যই আমার অকাল মৃত্যু অথবা অপমৃত্যু ঘটিবে। দেহান্ত না হইলে আমার তাপিত প্রাণ শীতল হইবে না ; তুমিও স্বকৃত দুষ্কৃতের অবশ্যম্ভাবী ফল স্বরূপ সুতশোকতুষানলে যাবজ্জীবন দগ্ধ হইয়া মরণান্ত প্রায়শ্চিত্তে বিশুদ্ধ হইবে ; নতুবা তোমার ও আমার পরিত্রাণ নাই।

শত্রুঘ্ন ভরতকে সান্ত্বনা করিতে প্রবৃত্ত ছিলেন, এমন সময়ে মন্থরা বেশ ভূষা করিয়া গৃহ দ্বারে উপস্থিত হইল। প্রতিহারী কুব্জাকে কুমার সমীপে আনয়ন করিয়া বলিল, কুমার! এই বর্ষীয়সী কুব্জা সকল অনর্থের মূল, ইহারই কুমন্ত্রণায় মহিষী বর প্রার্থনা করিয়া অনর্থক অমঙ্গল

ঘটাইয়াছেন। আজ্ঞা করুন, এখনই পাপীয়সীরে প্রেত-পতির প্রাঙ্গণে প্রেরণ করি। শত্রুঘ্ন দেখিবা মাত্র কোপে কম্পিতকলেবর হইয়া মন্থরার গলদেশে হস্ত দিয়া ভূতলে নিক্ষেপ করিলেন! মন্থরা মুখব্যাদান করিয়া বিকটস্বরে চীৎকার করিতে লাগিল। কুমার তাহার আস্যবিবর পাংশুরাশি দ্বারা পূর্ণ করিয়া দিলেন; এবং কেশাকর্ষণ করিয়া তর্জ্জন পূর্ব্বক বলিলেন, এই অনর্থোৎপাদিনী সর্ব্বনাশিনীরে বিনাশ করিয়া সর্ব্বাপদের শান্তি করি; এই বলিয়া মন্থরাকে আছাড় দিয়া পুনরায় ভূতলে পাতিত করিলেন। মন্থরা গতাসুপ্রায় হইয়া নিস্পন্দভাবে রহিল; অন্য পরিচারিকারা ভয়বিহ্বলা হইয়া ইতস্ততঃ পলায়ন করিল।

কৈকেয়ী কুব্জার দুর্গতি দেখিয়া ক্রোধপরবশা হইয়া বিবক্ষু হইয়াছিলেন, কিন্তু শত্রুঘ্নের কোপকম্পিত রক্তাধর বিলোকন করিয়া সভয়ান্তঃকরণে ভরতের পার্শ্বে পলায়ন করিলেন। ভরত জননীর অবস্থা দেখিয়া শত্রুঘ্নকে বলিলেন, ভ্রাতঃ! স্ত্রীজাতি অবধ্যা; অতএব ক্রোধ পরিহার করিয়া মন্থরারে ছাড়িয়া দাও। শত্রুঘ্ন অগ্রজের আদেশ অগ্রাহ্য করা অবৈধ ভাবিয়া অনিচ্ছাপূর্ব্বক মন্থরাকে পরিত্যাগ করিলেন। মন্থরা ধূলি-ধূসরিতকলেবরা হইয়া অবরোধ মধ্যে পলায়ন করিল।

ভরত শোকবিমূঢ় হইয়া বলিলেন, ভ্রাতঃ! আমি নিতান্ত নিষ্ঠুরহৃদয়া অপকারিণী জননীর সন্তান। শোকাতুরা সরলস্বভাবা জ্যায়সী জননীকে কি বলিব? কি বলিয়াই বা তাঁহার নিকট উপস্থিত হইব? মাতার ব্যবহারে সকলের নিকট বিষম অপরাধী হইয়াছি।

প্রজাপুঞ্জ আমাকে দেখিয়া মাতৃদোষের উল্লেখ পূর্ব্বক অশ্রদ্ধা করিবে। আমি আর পৃথিবীতে থাকিবার যোগ্য নহি। এখনই আমার মৃত্যু হইলে ভাল হইত। তাহা হইলে এরূপ দুর্ব্বিষহ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না। বিধির কি বিপরীত ঘটনা! আমি বনে না যাইয়া অগ্রজ মহাশয় যাইলেন! এই বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন।

কৌশল্যা ভরতের রোদনধ্বনি শুনিয়া বলিলেন, সুমিত্রে! ঐ দেখ ক্রূরমতি কৈকেয়ীর কুমার আসিয়াছে। আমার রাম যে সিংহাসনে বসিতেন, ও সেই সিংহাসন অধিকার করিবে, আমি কি সুখেই বা উহার অভিষেকে আমোদ করিব; না করিয়াই বা কি করিব। উহারে যদি স্নেহসম্ভাষণ না করি, তাহা হইলে ঈর্ষ্যা ও মাৎসর্য্য প্রকাশ পাইবে। সর্ব্বথা বিষম বিপদে পড়িলাম।

সুমিত্রা বলিলেন, ভগিনি! স্থির হও। বৎস ভরত কৈকেয়ীর ক্রূরাচরণ ও রামের গুণগ্রামের উদ্‌ঘোষণা করিয়া বিলাপ করিতেছে। তোমার নিকট আসিতে উহার কতই লজ্জা বোধ হইতেছে। উহার কোনও দোষ নাই, এবং পাপ রাজ্যে লালসা নাই; যেমন লক্ষ্মণ, ভরতও সেইরূপ রামের অনুগত। চল, আমরা স্বয়ং যাইয়া উহার লজ্জা ভঞ্জন করিয়া দিই। এই বলিয়া সুমিত্রা কৌশল্যারে সঙ্গে লইয়া ভরতের নিকট উপস্থিত হইলেন। কৌশল্যারে দেখিবামাত্র ভরতের শোকানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। ভরত স্থৈর্য্য সম্পাদন করিতে না পারিয়া আর্ত্তনাদ করিয়া আত্মহত্যায় উদ্যত হইলেন। কৌশল্যা ভরতের হস্ত ধারণ করিয়া রোদন করিতে

করিতে বলিলেন, বৎস! তুমি আমাদের সন্তান, আমি রামকে বনে দিয়া আশাপথ চাহিয়া রহিয়াছি; এক্ষণে তুমি ধৈর্য্যাবলম্বন না করিলে, অনন্যগতি এ দুর্ভগাদিগের গতি কি হইবে? কাহার মুখ নিরীক্ষণ করিয়া এ দুর্ব্বহ দেহভার বহন করিব? আমরা রাজাধিরাজের মহিষী ও উপযুক্ত পুত্রের জননী; এক্ষণে কাহার অধীন হইয়া থাকিব? তুমি এ দুর্ব্যবসায় পরিত্যাগ করিয়া আমাদিগকে প্রতিপালন কর; এবং সাহস বৃদ্ধি করিয়া সুবিস্তীর্ণ রাজ্য শাসন কর। সকলে তোমার আশাপথ চাহিয়া রহিয়াছে; তুমি অধীর হইলে সকলেই অসুখী হইবে, ও সমুদায় রাজ্য বিশৃঙ্খল হইবে।

ভরত অশ্রুজল বিসর্জ্জন করিতে করিতে বলিলেন, পিতা অযোগ্যের উপর দুর্ব্বহ ভার নিক্ষিপ্ত করিয়া স্বর্গারোহণ করিয়াছেন; জ্যেষ্ঠ মহাশয় উপযুক্ত হইয়াও বনবাসী হইলেন; আমি প্রতিপালনের উপযুক্ত; প্রতিপালক হইয়া সকল কার্য্য সমাধান করিব, আমার সে ক্ষমতা নাই। হা! এই বিষম যন্ত্রণা ভোগ করিতে কি মাতুলালয় হইতে আনীত হইলাম? জননী যে আমার এত অপকারিণী হইবেন, ও এত অমঙ্গল ঘটাইবেন, ইহা আমি স্বপ্নেও জানি না। আমি রাজা হইব, ইহা একবার মনেও ভাবি নাই। চিরকাল অগ্রজের দাস হইয়া তদীয় আজ্ঞা অপ্রতিহত রাখিব, এই আমার স্থিরসংকল্প ও চিরমনোরথ। এই বলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। কৌশল্যা শোকবিহ্বল ভরতকে ক্রোড়ে লইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। সকলের রোদন দেখিয়া কৈকেয়ীও অশ্রুপাত না করিয়া থাকিতে পারিলেন না।

বশিষ্ঠদেব ভরতের আগমনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া সত্বর অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন; দেখিলেন সকলেই শোকাকুল হইয়া রোদন করিতেছেন; সান্ত্বনা করে, এরূপ লোক্ একটীও তথায় উপস্থিত নাই! তখন তিনি স্বয়ং সকলকে সান্ত্বনা করিয়া ভরতকে সমভিব্যাহারে লইয়া নির্জ্জনভবনে গমন করিলেন; এবং তাঁহাকে অনেক প্রকারে বুঝাইয়া বলিলেন, রাজকুমার! সম্পদের পর বিপদ্, বিপদের পর সম্পদ্, সুখের পর দুঃখ এবং দুঃখাবসানে পুনর্ব্বার সুখের সঞ্চার হইয়া থাকে। জগতের এই অখণ্ডনীয় নিয়ম মার্ত্তণ্ডরথচক্রের ন্যায় অবিশ্রান্ত চলিয়া আসিতেছে। কোন জীব আজীবন নিরবচ্ছিন্ন দুঃখ বা সুখ ভোগ করিতে পারে না। সকলেই ঐ নিয়মের অধীন; বিশেষতঃ দুঃখ ভোগ ব্যতিরেকে সম্যক্ রূপে সুখের অনুভব হয় না। পরিশ্রান্ত না হইলে বিশ্রাম সুখ অনুভব করা যায় না। যেমন গ্রীষ্মের উদ্রেক ব্যতীত শীতল সমীরণ প্রীতিপ্রদ হয় না, তদ্রূপ বিয়োগ ভিন্ন অমৃতময় বান্ধবস্নেহের উৎকর্ষ অবগত হওয়া যায় না।

আরও দেখ, তোমার পিতা চিরকাল পিতৃমান্ হইয়া রাজ্যশাসন করিতে পারেন নাই, স্বয়ং সকল কর্ম্মের তত্ত্বাবধান করিয়া গিয়াছেন। সুতরাং তুমিই যে চিরদিন পিতৃস্নেহে পালিত হইবে, ইহারই বা প্রত্যাশা কি? জাতজীব কখনই চিরজীব হয় না। জন্যমাত্রই নশ্বর, সকলেই কালের অধীন; প্রাপ্তকাল হইলে কেহই বিলম্ব করিতে পারে না। মনুষ্য যত দিন জীবিত থাকে, তত দিন স্নেহপথে বদ্ধ হইয়া সকল বস্তুতে মমতাভিমান প্রকাশ করিতে যত্নবান্ হয়; বিগতজীবন হইলে তৎসঙ্গে সকল

সম্বন্ধ রহিত হইয়া যায়। মনুষ্য যে দেহের স্বাস্থ্য সম্পাদনে ও রক্ষণাবেক্ষণে সতত সচেষ্ট থাকে, সেই দেহ বিগলিত, নিষ্কুশিত, বা ভস্মীভূত হইয়া যায়, তাহাতে জীবীর ক্ষতি বোধ হয় না। তখন উচ্চৈঃস্বরে আহ্বান করিলেও তাহার চৈতন্যোদয় হয় না; প্রিয়তমের করুণ রোদন সে শুনিতে পায় না; সে নিজে কোথায় যায়, তাহারও অবধারণ হয় না। সুতরাং গতাসু জীবের অনুশোচনা করিয়া উপকার কি?

তোমাদিগকে শিক্ষিত ও কর্ম্মঠ দেখিয়া তোমার পিতা কালধর্ম্মের অনুগত হইয়াছেন; তাঁহার মৃত্যু শ্লাঘনীয় গণ্য করিতে হয়; স্বয়ং সকল প্রকার সুখসম্ভোগ করিয়া, সংসার সকল প্রকার সুখে পরিপূর্ণ রাখিয়া, পুত্রদিগকে শিক্ষিত ও কার্য্যদক্ষ দেখিয়া, বৃদ্ধাবস্থায় জীর্ণ দেহ পরিত্যাগ করা সামান্য সৌভাগ্যের বিষয় নহে। পিতা পরকালে সদ্গতি-লাভের জন্য পুত্রের কামনা করেন। তুমি তাঁহার উপযুক্ত পুত্র, অতএব যাহাতে তাঁহার সদ্গতি লাভ হয়, তদনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হও। যে পুত্র পিতার পারলৌকিক ক্রিয়ার সাধন করে, সেই সার্থক পুত্র; যে পিতৃকার্য্যে অধিকারী না হয়, সে তাঁহার ধনক্ষয়কারী পরম রিপু। অতএব রাজকুমার! শোকাবেগ পরিত্যাগ করিয়া মহারাজের ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়ায় প্রবৃত্ত হও। রাম বনে গমন করিয়াছেন, তুমিও উপস্থিত ছিলে না, এই কারণে রাজার দাহনক্রিয়া সম্পন্ন হয় নাই। তদীয় দেহ তৈলপূর্ণ দ্রোণীতে রক্ষিত করা হইয়াছে। তুমি আর কালবিলম্ব না করিয়া সত্বর তাঁহার নির্হরণ কার্য্য নির্ব্বাহ কর, এবং নিবাপাঞ্জলি দ্বারা মহারাজের দীর্ঘ তৃষ্ণা পরিতৃপ্ত কর।

ভরত কুলগুরুর উপদেশ শুনিয়া কিঞ্চিৎ সুস্থচিত্ত হইয়া বলিলেন, ভগবন্! শোক করা কর্ত্তব্য নহে, এবং শোকতাপের বশীভুত হইলে কষ্ট পাইতে হয়, ইহা অবগত আছি; কিন্তু কি করি, পিতৃস্নেহ আমারে এরূপ অভিভুত করিয়াছে যে, আমার কর্ত্তব্য কর্ম্মেও উৎসাহ জন্মিতেছে না। পিতার আসন্নকালে সেবা করিতে পারিলাম না, এই দুঃখ আমার যাবজ্জীবন থাকিবে। আমরা যদি তাঁহার শেষ সময়ে উপকারে না আসিলাম, তবে আমাদের জন্মগ্রহণ করা নিরর্থক হইল। বশিষ্ঠদেব বলিলেন, রাজকুমার! এ সকল অদৃষ্টের লিখন, তজ্জন্য পরিতাপ করিও না; কর্ত্তব্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান কর।

অনন্তর ভরত পরিজনপরিবৃত হইয়া রাজার পরেতদেহ দর্শনে গমন করিলেন; দেখিবামাত্র শোকে অধীর হইয়া, হা তাত! বলিয়া রোদন করিতে করিতে বলিলেন, মহারাজ! উঠুন, শয়নে রহিয়াছেন কেন? ভরত মাতুলালয় হইতে প্রত্যাগত হইয়াছে, মস্তক আঘ্রাণ করিয়া কুশল বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করুন; মাতুল ও মাতামহের কুশল বার্ত্তা শ্রবণ করুন। মহারাজ! মাতৃদোষে আমিই আপনার অনালাপ্য, সৌমিত্রেয় শত্রুঘ্ন সজলনয়নে পিতৃসম্বোধনে বারংবার আহ্বান করিতেছে; উহারে উত্তর দিন। মহারাজ! অগ্রজকে রাজা করিবেন, ইহাই নিশ্চিত ছিল; রাজ্যগ্রহণে ভরতের অভিলাষ নাই; আমি রাজ্যভার বহন করিতে সমর্থ নহি। আপনি জানিয়া শুনিয়া মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন কেন? বাৎসল্য ভাব প্রকাশ করিয়া আমাকে ক্রোড়ে লউন। ভরতের ক্রন্দন শুনিয়া সকলে অশ্রুজল বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন।

বশিষ্ঠদেব সান্ত্বনা করিয়া বলিলেন; রাজকুমার! একবার শোকের কার্য্যকারণভাব বিবেচনা করিয়া দেখ। ইষ্ট বস্তুর বিনাশ হইতে শোকের উৎপত্তি হয়; সুতরাং বিনাশমূল বলিয়া শোকও অমূলক; যাহার মূল থাকে, সে অবশ্যই বর্দ্ধিষ্ণু হয়; কিন্তু শোকের পর পর বৃদ্ধি না হইয়া ক্রমশঃ হ্রাস হইতে দেখা যায়; যদি উহার মূল থাকিত, তবে কখনই এরূপ হইত না। অতএব অমূলক শোকের বশীভূত হওয়া উচিত নহে। আর, কারণগুণ কার্য্য সমাগত হইয়া থাকে, এই নিমিত্ত বিনাশোৎপন্ন শোকের বিনাশকতাশক্তি স্বীকার করিতে হয়, সুতরাং শোক যে শরীর বিনাশ করে, তাহাতে সন্দেহ থাকিতেছে না। অতএব রাজকুমার! শোকের বশীভূত হইয়া কেন শরীর নষ্ট কর? শোক যখন প্রথম উদ্ভূত হয়, তখনই উহার বেগ অনিবার্য্য বোধ হয়; আবার ক্ষণকাল পরেই সেই বেগের হ্রাস হইয়া যায়। শোক তৃণক্ষেত্রে লগ্ন হুতাশনের তুল্য অনুমীয়মান হইয়া থাকে। অগ্নি যেমন পরিশুষ্ক তৃণরাশি সংযোগে একেবারে প্রজ্বলিত হইয়া উঠে, আবার পরক্ষণেই নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইয়া যায়, তদ্রূপ শোকও প্রাদুর্ভূত হইবামাত্র অসহ্য বোধ হয়; আবার কিয়ৎকাল পরে তিরোহিত হইয়া যায়। ফলতঃ কালসহকারে শোক আপনিই লয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে। তুমি জ্ঞানবান্ হইয়া এত দীর্ঘ সময় মুগ্ধ হইয়া রহিয়াছ। কি আশ্চর্য্য! শোকের আশ্রয় মন; সে যদি আপন আশ্রয়কে অস্থির করিল, তবে তাহাকে স্থান না দেওয়াই ভাল। ইষ্টবস্তু বিনষ্ট হইবে বলিয়া মনোমধ্যে শোকের সঞ্চার হয়, এবং ইষ্টবিয়োগাশঙ্কাই ইষ্ট বস্তুর রক্ষণবিষয়ে যত্নশীল

করিয়া দেয়। যখন ইষ্ট বস্তুর রক্ষণের উপায়ান্তর না দেখা যায়, তখন যেমন তাহাকে পরিত্যাগ করিতে হয়, তেমনি শোকও পরিহার করা কর্ত্তব্য। যদি শোকাবেগ সংবরণ করিতে না পার, তবে উচ্চৈঃস্বরে রোদন ও শোচনীয়ের গুণকীর্ত্তন করিয়া, হৃদয় হইতে শোকাবেগ বহির্গত করিয়া দেও। বিলাপ, পরিতাপ ও রোদন করিলে প্রিয়পদার্থের দর্শন পাওয়া যায় না; উহা কেবল শোক সংবরণের উপায় মাত্র। রোদন কি, প্রাণান্ত করিলেও, তুমি উপরতের অনুসন্ধান পাইবে না।

শরীরীর সহিত শরীরের সম্বন্ধ কতক্ষণ স্থায়ী, তাহাও একবার পর্য্যালোচনা কর। শরীরের সহিত জীবাত্মার সংযোগের নাম জীবন, বিয়োগের নাম মৃত্যু। পঞ্চভূত-নির্ম্মিত ক্ষণবিনশ্বর শরীরে সখ্যভাব অবলম্বন করিয়া, ভোগী জীব কিয়ৎক্ষণ অবস্থিতি করে; সেই অল্পকালের মধ্যেও আবার দুঃসাধ্য ব্যাধি উহার বিয়োগ সাধন করিতে এবং অপরিহার্য্য জরা দেহের জীর্ণত্ব উৎপাদন করিতে চেষ্টা পায়। যেরূপ ভগ্ন গৃহ ও জীর্ণ বসন পরিত্যাগ করিয়া নূতন গৃহ ও নূতন বসন গ্রহণ করিতে হয়, তদ্রূপ শরীরও জরাজীর্ণ কলেবর পরিত্যাগ করিয়া নূতন দেহ ধারণ করে, গতানুশোচনা করে না। জীবন যদি এত অধিক নিকটসম্বন্ধী শরীরকে অবলীলাক্রমে পরিত্যাগ করিয়া যাইতে পারে, ও তদ্বিরহ জন্য পরিতাপের কোন চিহ্ন প্রদর্শন না করে, তবে বিভিন্নকায় পিত্রাদির মরণ জন্য তাদৃশ শোকাকুলিত হওয়া অজ্ঞানতার কার্য্য অবশ্যই বলিতে হইবে। অতএব হৃদয় হইতে শোক অপসারিত করিয়া তথায় সাহসকে আশ্রয় প্রদান কর;

সংসারের অসারতা আলোচনা করিয়া চঞ্চলচিত্ত স্থির কর; পৃথিবীর অবস্থা নিয়তই পরিবর্ত্তিত হইতেছে দেখিয়া, চৈতন্য সংস্থাপন কর; শোকতাপের বশীভূত না হইবার জন্য গ্রন্থ অধ্যয়ন ও জ্ঞান উপার্জ্জন কর; এবং রাজ্য শাসনে অনন্যমনা হও, তাহা হইলে স্বতই শোকের শান্তি হইয়া যাইবে। যদি ভবাদৃশ জ্ঞানবান্ লোকে শোকাকুল হয়েন, তবে মূর্খ ও পণ্ডিতে প্রভেদ কি? যেমন বায়ুবেগ ব্যতিরেকে, বৃক্ষ ও পর্ব্বতের মধ্যে কে চল, কে অচল, জানা যায় না, তদ্রূপ শোকাবেগ ব্যতীত কে পণ্ডিত কে মূর্খ, তাহার পরিচয় পাওয়া যায় না। যদি শোক তরঙ্গে অভিভূত হইবে, তবে বিদ্যারূপ তরণী আশ্রয় করিবার উপযোগিতা কি? প্রস্তর যদি জলপ্রবাহে ভাসমান হয়, তবে কি তাহার সারবত্ত্বা থাকে? অতএব শোকাবেগ সংবরণ করিয়া লোকের দৃষ্টান্তস্থানীয় হও। পারত্রিক কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া পিতার পুত্রপ্রয়োজন পূর্ণ কর।

পারত্রিক কর্ম্মই প্রকৃত কর্ম্ম, উহার কতকগুলি স্বয়ং অনুষ্ঠান করিতে হয়; এবং কতকগুলি পুত্র দ্বারা অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে; যে যে পারত্রিক শুভাবহ কর্ম্ম স্বয়ং করিতে হয়, মহারাজ তৎ সমুদায় অনুষ্ঠান করিয়া গিয়াছেন; এক্ষণে পুত্রের অনুষ্ঠেয় কার্য্যের অপেক্ষা করিতেছেন। পারত্রিক উপকারই প্রকৃত উপকার, অন্য অন্য উপকার ক্ষণবিনশ্বর, অথবা যতক্ষণ শরীর থাকে, ততক্ষণ উহার ফল ভোগ করা যায়, ক্ষণবিনশ্বর শরীর নষ্ট হইলে উপকারও নষ্ট হইয়া যায়; পারত্রিক উপকার সেরূপ নয়, উহা দেহান্তে সঙ্গে সঙ্গে যায় এবং পরলোকে ফলদায়ক হয়। সন্তানেরা এইরূপ উপকার করিতে পারে বলিয়া,

পৈতৃক ধনে অধিকারী হয়। পিতার অকৃত্রিম স্নেহ সম্বলিত উপকার আর কাহারও নিকট পাইবে না। এক্ষণে মহারাজ পারত্রিক প্রত্যুপকারের প্রত্যাশা করিতেছেন। অতএব বিভবের অনুরূপ, পিতৃকৃত উপকারের অনুরূপ এবং পিতৃভক্তির অনুরূপ পিতার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার অনুষ্ঠান কর।

ভরত কুলগুরুর উপদেশ শুনিয়া শোকাবেগ সংবরণ করিলেন, এবং উদ্রিক্ত পিতৃভক্তি সহকারে পিতার পরেত-দেহ দাহ করিতে সরযূতীরে উপস্থিত হইলেন। অনন্তর অগুরুচন্দনবিরচিত চিতায় চন্দনচর্চ্চিত মাল্যভূষিত রাজ-তনু আরোহিত করিয়া মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক অগ্নি জ্বালিয়া দিলেন। চিতানল উপযুক্ত দাহ্য পাইয়া প্রবল হইয়া উঠিল। ভরত দেখিয়া সখেদে বলিলেন, মহারাজ! আপনার যে শরীর তুলাস্তৃত বিচিত্র শয্যায় শয়ন করিয়াও ক্লেশ বোধ করিত, সেই শরীর আজ কঠোর কাষ্ঠময় শয্যায় স্থাপিত হইয়া চিতাগ্নিতে দগ্ধীভূত হইতেছে, এবং ভরত তাহা স্থিরভাবে স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিতেছে। হা আর্য্য! আপনি বনে গমন করিয়াছেন, সুখে আছেন! রাজ-শরীরের ঈদৃশী দশা দেখিলেন না। দাহকার্য্য সমাহিত হইলে ভরত বাষ্পবিমিশ্র হেমকুম্ভ-সলিলে চিতা ধৌত করিয়া সরযুতে অবগাহনপূর্ব্বক নির্ম্মল সলিলে তিন বার তর্পণ করিলেন। পরে নিশাগমে পরিজনপরিবৃত হইয়া নিরানন্দময় রাজভবনে উপস্থিত হইলেন, এবং অকূল চিন্তার্ণবে নিমগ্ন হইয়া সেই বিষম রাত্রি যাপন করিলেন।

ক্রমে ক্রমে শোকের সহিত অশৌচকাল অতীত হইল। রাজকুমার দ্বাদশাহে দ্বাদশাহবিধি, ও ত্রয়োদশদিনে শ্রাদ্ধ-

বিধান সমাধান করিলেন। পর দিন প্রভাতে স্তুতি-পাঠকেরা প্রবোধ জন্য মধুরস্বরে মঙ্গলগীত পাঠ করিতে আরম্ভ করিল। প্রবুদ্ধ ভরত অনিচ্ছাপূর্ব্বক স্তুতিগীত শ্রবণ করিয়া, "বিরত হও, মঙ্গল গানে প্রয়োজন নাই" বলিয়া, তাহাদিগকে প্রতিষেধ করিলেন। অমাত্যেরা সমুচিত-সম্মান প্রদর্শন পূর্ব্বক রাজ্যাঙ্গবিষয়ক প্রস্তাব করিলেন। তাহাতেও অনাস্থা প্রদর্শন পূর্ব্বক বলিলেন, আমি রাজ-কার্য্যের অযোগ্য; আপনারা স্বয়ং সকল কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করুন। পরিশেষে অশেষ উপদেশ দিয়া বশিষ্ঠদেব বলিলেন, রাজকুমার! রামচন্দ্র পিতার বাক্য রক্ষা করিতে বনে গমন করিলেন, তুমি রাজ্য প্রাপ্ত হইয়া রাজার শাসন প্রতিপালন করিতেও অক্ষম হইবে?

ভরত গুরুবাক্যে তার্কিকতা প্রকাশ করা অপরি-পক্কতার পরিচায়ক জানিয়া অতি বিনীতভাবে বলিলেন, ভগবন্! আপনি আমাদিগের কুলগুরু; কুলাচার অবগত আছেন। আপনি উপদেশক বলিয়া, সূর্য্যবংশের এত গৌরব। এ বংশে জ্যেষ্ঠই রাজোপাধি গ্রহণ করিয়া থাকেন। আমাকে কি কুলাচার-বিরুদ্ধ নিন্দিত কার্য্য করিয়া নির্ম্মল কুল কলঙ্কিত করিতে উপদেশ দেন? রাজা হইয়া, প্রজারঞ্জন করিতে না পারিলে অযথাভূত রাজশব্দে আহূত হইতে হয়। আমি যত সতর্ক হইয়া রাজকার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করি না কেন, কোনরূপেই প্রকৃতিপুঞ্জের অনুরঞ্জন করিতে পারিব না। আমার রাজ্যলাভ উত্তরাধিকারিত্বসূত্রে নহে, জননীর কুৎসিত উপায়ে ঘটিয়াছে। এরূপে রাজ্য-লাভ কুলধর্ম্মের বিরুদ্ধ, আমার অনীপ্সিত এবং প্রজাবর্গের অননুমোদিত। সুতরাং তাদৃশ অসদুপায়লব্ধ রাজ্য শাসন

করিয়া যে প্রতিষ্ঠাভাজন হইতে পারিব, ইহার সম্ভাবনা কি? সামান্য রাজ্যের কথা দূরে থাকুক, ছললব্ধ ইন্দ্রত্ব-পদেও ভরতের প্রবৃত্তি জন্মে না। যাহার মূলে দোষ থাকে, তাহা হইতে কখনই বিশুদ্ধ ফল ফলিত হয় না; আমার রাজ্যলাভের মূলই অবিশুদ্ধ, সুতরাং তাহা হইতে বিশুদ্ধ ফলের সম্ভাবনা কি? যাহার প্রতি লোকের ভক্তি না থাকে, সে পরিশুদ্ধ কর্ম্ম করিলেও সুখ্যাতি লাভ ও লোকের মনস্তুষ্টি সাধন করিতে পারে না। কর্ম্মবিপাকে আমার প্রতি লোকের তাদৃশী ভক্তি নাই, সুতরাং ভক্তিপ্রতিষ্ঠিত রাজ্যপদ গ্রহণ করা আমার কর্ত্তব্য নহে। যাহার অখ্যাতি একবার উদ্‌ঘোষিত হইয়াছে, সে একাকী অশ্রদ্ধার পাত্র হয় এরূপ নহে, তাহার সন্তানেরাও অবজ্ঞাস্পদ হইয়া থাকে! তস্করীর সন্তান সচ্চরিত্র হইলেও কি সে লোকের বিশ্বাসভাজন হয়?

সুখ্যাতি অপেক্ষা লোকের অখ্যাতি সত্বর বিস্ফারিত হইয়া উঠে; উহা আর অপসারিত হয় না। জনকের সত্যব্রতপালন অপেক্ষা জননীর অবৈধ প্রার্থনা সমধিক প্রসিদ্ধ হইয়াছে। আমি যত প্রকার যত্ন করি না কেন, কিছুতেই দুরপনেয় কলঙ্কের দূরীকরণ করিতে পারিব না। যদি রাজ্য গ্রহণ না করি, তাহা হইলে স্বতঃই কলঙ্কের অপনয়ন হইয়া যাইবে। যদি পাপপঙ্ক স্পর্শ করা না যায়, তবে কি তাহা শরীর মলিন করিতে পারে? রাজ্যভার গ্রহণ না করিলে জনকের বাক্যের অন্যথাচরণ জন্য পাপপঙ্কে লিপ্ত হইতে হইবে না। আমার রাজ্যাভিষেক পিতার আন্তরিক ইচ্ছার বিষয়ীভূত ছিল না; উহা কেবল জননীর অবৈধ উপরোধেই ঘটিয়াছে; সুতরাং তাহার

অনুষ্ঠানে পিতা অসন্তুষ্ট না হইয়া বরং সন্তুষ্টই হইবেন; তাহা হইলে জনকের বাক্য অন্যথা করিয়াও পাপাচারী হইতে হইল না। অতএব আমারে আর অনুরোধ করিবেন না। এক্ষণে যাহাতে অগ্রজ মহাশয়কে আনয়ন করিতে পারি, তাহারই উপায় উদ্ভাবন করুন। তদীয় উপদেশ ভিন্ন আমার অস্থির চিত্ত কিছুতেই সুস্থির হইবে না। যেরূপেই হউক, তাঁহাকে আনিতে হইবে। সকলে গিয়া অনুরোধ করিলে, তিনি প্রত্যাবর্ত্তনে পরাঙ্মুখ হইতে পারিবেন না। মহারাজের স্বর্গারোহণসংবাদ শ্রবণ করিলে, তিনি কাহার উপর রাজ্যভার অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিবেন? অবশ্যই প্রত্যাগমন করিবেন।

বশিষ্ঠদেব ভরতের বিবেচকতা ও ভ্রাতৃপরায়ণতার অশেষ প্রশংসা করিয়া তদীয় মত অনুমোদন করিলেন, এবং সুমন্ত্রকে রথ প্রস্তুত করিয়া আনিতে আদেশ করিলেন। সুমন্ত্র আজ্ঞাপ্রাপ্তিমাত্র রথ সজ্জিত করিয়া আনিলেন। ভরত রথারোহণ পূর্ব্বক সৈন্য, সামন্ত, পাত্র, মিত্র ও অমাত্যবর্গের সমভিব্যাহারে রামচন্দ্রের উদ্দেশে বনপ্রদেশে চলিলেন। সুমন্ত্র পূর্ব্বপরিচিত পথে রথচালনা করিতে লাগিলেন। ভরতের মনোরথের ন্যায় রথ, অবিলম্বে গ্রাম, নগর, জনপদ প্রভৃতি অতিক্রম করিয়া শৃঙ্গবের-পুরে প্রবিষ্ট হইল। ভরত রথ হইতে অবরোহণ করিয়া গুহকমুখে রামচন্দ্রের অবস্থান অবধি জটাধারণপর্য্যন্ত আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত একান্তচিত্তে শ্রবণ করিয়া, এবং সেই সেই স্থান দর্শন করিয়া সুমনীভূত হইলেন; এবং গুহকের অনুরোধক্রমে সে দিন তথায় যাপন করিলেন। পরদিন প্রত্যুষে গাত্রোত্থান করিয়া

গুহকসহ গঙ্গা পার হইয়া ভরদ্বাজমুনির তপোবনাভিমুখে চলিয়া গেলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া তপোধনমুখে শ্রীরামের প্রস্থানপদবীর পরিচয় পাইয়া চিত্রকুটগিরি লক্ষ্য করিয়া চলিলেন। সঙ্গিগণ পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন। শ্রীরামদর্শনলালসায় অনুযায়ী লোকের সংখ্যা এত অধিক হইয়াছিল যে, তাহার অগ্রভাগ অরণ্যে উপস্থিত হইলে পশ্চাৎ ভাগ রাজধানীর সহিত অবিচ্ছিন্ন-ভাবে সংলগ্ন ছিল। ক্রমে ক্রমে নির্জনবন জনাকীর্ণ হইতে লাগিল। হিংস্র জন্তু সকল ভয়ব্যাকুল হইয়া বনান্তরে পলায়ন করিতে লাগিল।

নবম পরিচ্ছেদ।

এদিকে রামচন্দ্র, গজবৃংহিত, অশ্বহ্রেষিত এবং সৈন্য-ঘোষিত শ্রবণ করিয়া লক্ষ্মণকে বলিলেন, বৎস! তুমুল কোলাহল শুনা যাইতেছে; হরিণ সকল ত্রাসিত হইয়া প্লুতগতিতে গমন করিতেছে; বিহঙ্গশ্রেণী গগনমণ্ডলে গোলাকার হইয়া বিচরণ করিতেছে। বোধ হয়, কোন রাজা বা রাজপুত্র মৃগয়া করিতে অটবীতে আসিতেছেন। অত-এব দেখ ইহারা কোন্ দিকে আইসে। লক্ষ্মণ আদেশ মাত্র বিশাল শালতরু আরোহণ করিয়া উত্তর দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন, অসংখ্য সেনা বায়ুচালিত কাদম্বিনীর ন্যায় মহাবেগে দক্ষিণ দিকে ধাবমান হইতেছে। দেখিবা-মাত্র বিপদাপাত আশঙ্কা করিয়া রামচন্দ্রকে বলিলেন, আর্য্য! সত্বর বদ্ধপরিকর হইয়া শরাসনে শরসন্ধানপূর্ব্বক অরণ্যপরিসরে অগ্রসর হউন। বোধ হয়, কৈকেয়ীকুমার ভরত, রাজ্যাভিষেকে মত্ত হইয়া সৈন্যসামন্ত সজ্জিত করিয়া আমাদিগকে হনন করিতে আসিতেছে। তাহারই সেনাকোলাহল শুনা যাইতেছে; অপকারী দুরাচারী ভরতকে রণশায়ী করিয়া কৈকেয়ীর অশ্রুজলে ক্রোধানল নির্ব্বাণ করিব। আততায়ী দুরাত্মাকে বধ করিলে অধর্ম্ম হইবে না। এই বলিয়া কম্পিতকলেবর হইয়া তরুস্কন্ধ হইতে অবরোহণ করিলেন। অনন্তর বেপমানা জনকতনয়াকে বনান্তরালে লুক্কায়িত রাখিতে ধাবমান হইলেন।

রামচন্দ্র কোপোন্মুখ লক্ষ্মণের মুখবিকার বিলোকন

করিয়া সস্মিতবদনে বলিলেন, বৎস! ভরত তোমার কি অপ্রিয় কার্য্য করিয়াছে, যে তুমি তাহার জিঘাংসায় প্রবৃত্ত হইতেছ? অসিবর্ম্ম গ্রহণ করিয়া কি হইবে? প্রাণাধিক ভরত উপস্থিত হইলে তাহার উপর কি অস্ত্রচালনা করিতে পারিবে? সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন দিয়া পিতৃসত্য পালন করিতে অরণ্যে আসিয়াছি; আমার রাজ্যে প্রয়োজন কি? যাহাদের সুখ সচ্ছন্দতার জন্য রাজ্যভার গ্রহণ করিতে হয়, তাহাদিগকে বিনাশিত করিয়া রাজ্যসুখ কাহাকে ভোগ করাইব? সৈন্যেরা ত বলবিন্যাস বা ব্যূহরচনা করিয়া আসিতেছে না যে, তাহাদিগকে আক্রমণকারী বোধ করিতেছ। ভরতও খড়্গহস্ত হইয়া জিঘাংসায় প্রবৃত্ত নহে যে, তাহাকে আততায়ী নিশ্চয় করিয়া হিংসার উপক্রম করিতেছ। আততায়ী হইলেই কি কেহ ভ্রাতাকে বধ করিয়া থাকে? আপনার প্রাণ কি আপনি নষ্ট করিতে পারা যায়? বোধ হয়, ভ্রাতৃবৎসল ভরত মাতুলালয় হইতে আগত হইয়া আমাদিগকে দেখিতে পায় নাই; সেই কারণে আকুলচিত্তে সুহৃৎসমবেত হইয়া আমাদিগকে প্রত্যাবর্ত্তন করাইবার জন্য আসিতেছে। যদি রাজ্যে অভিলাষ হয়, তবে ভরতকে বলিয়া দিব, সে তোমাকে রাজ্য অর্পণ করিবে। যদি বনবাস ক্লেশ সহ্য করিতে না পার, তবে এই সঙ্গে রাজধানীতে চলিয়া যাইও। আমি সীতাসহচর হইয়া সচ্ছন্দে কানন পর্য্যটন করিতে পারিব। লক্ষ্মণ ভ্রাতার কথা শুনিয়া লজ্জাবনতমুখে একদিকে দণ্ডায়মান রহিলেন।

এদিকে ভরত সেনাপতিদিগকে শিবিরসন্নিবেশপূর্ব্বক অবস্থিতি করিতে অনুমতি দিলেন; এবং স্বয়ং কতিপয়-

মাত্র সহচর লইয়া গুহক সমভিব্যাহারে রামচন্দ্র-প্রভৃতির অন্বেষণ করিতে লাগিলেন, পরে শত্রুঘ্নকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, বৎস শত্রুঘ্ন! যাবৎ অগ্রজের কমললোচন ও লক্ষ্মণের সৌম্য বদন বিলোকন করিতে না পারিব, যাবৎ রাজলক্ষণলাঞ্ছিত অগ্রজের চারু চরণ মস্তকে ধারণ করিতে না পারিব, যাবৎ আর্য্যকে রাজ-সিংহাসনে অধিরোহিত করিয়া চামরগ্রাহী হইতে না পারিব, যাবৎ জনকনন্দিনীকে স্বীয় প্রভুর রত্নাসনশোভিনী না দেখিতে পাইব, তাবৎ আমার হৃদয়ের মর্ম্মবেদনার লাঘব ও শান্তি হইবে না।

এইরূপ বিলাপ ও পরিতাপ করিতে করিতে পরি-শেষে চিত্রকুট পর্ব্বতের এক পার্শ্বে রামচন্দ্রের আশ্রম হইতে সমুত্থিত ধূমশিখা অবলোকন করিলেন। অপহৃত বস্তুর পুনঃপ্রাপ্তি হইলে, এবং ঘনান্ধকারে দীপশিখা দর্শন করিলে যে রূপ আনন্দোদয় হয়, রামচন্দ্রের পবিত্র পাবকের ঊর্দ্ধোত্থিত ধূমরাশি দর্শন করিয়া ভরতের চিরদুঃখিতান্তঃ-করণে সেইরূপ আহ্লাদের সঞ্চার হইল। তখন তিনি দুর্গম পথ পরিষ্কৃত হইল বোধ করিয়া ক্ষণকাল মধ্যে পর্ণকুটীরের পর্য্যন্ত ভাগে উপস্থিত হইলেন, এবং ক্রমশঃ অগ্রসর হইয়া দেখিলেন, শীতত্রাণ জন্য উটজাঙ্গনে মৃগ-মহিষের করীষরাশি সঞ্চিত রহিয়াছে, কুশ ও কুসুম ইতস্ততঃ পরিক্ষিপ্ত রহিয়াছে, এবং পূর্ব্বোত্তরপ্রবণা বেদি ও প্রদীপ্ত পাবক শুভ্রসৈকততটস্থ পর্ণশালাদ্বয়ের পাবকতা বিধান করিতেছে। দক্ষিণে মন্দাকিনীপ্রবাহ প্রবলবেগে প্রবাহিত হইতেছে। কৈলাসগিরিতটে জটাধারী কৈলাসনাথের ন্যায় অযোধ্যানাথ সিকতাময়

বেদিতে আসীন হইয়া রহিয়াছেন। যিনি সতত প্রকৃতি-পুঞ্জে এবং সজ্জন সমূহে পরিবেষ্টিত হইয়া উপাসিত হইতেন, তিনি আজ মৃগকুলপরিবৃত হইয়া ব্যাধের ন্যায় অবস্থিতি করিতেছেন। যিনি মহামূল্য পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া রত্নসিংহাসনে আসীন থাকিতেন, তিনিই আজ হরিণাজিনে কথঞ্চিৎ লজ্জাসংবরণ করিয়া অনাস্তৃত ভূমিতে নিষণ্ণ আছেন। যিনি উত্তমাঙ্গে মনোজ্ঞ মন্দার-কুসুমমালা ধারণ করিতেন, তিনিই আজ কদাকার জটাভার বহন করিতেছেন। যাঁহার দূর্ব্বাদলশ্যামল নির্ম্মল কলেবর অগুরু চন্দনে অনুক্ষণ অনুলিপ্ত থাকিত, তাঁহার সেই শরীর আজ ধূলিধূসর ও মলীমস হইয়া রহিয়াছে। অগ্রজ আমার জন্য এত দুঃখ পাইতেছেন, ধিক্ আমার জীবনে! ধিক্ জননীর প্রার্থনায়! এই বলিয়া ভরত, শত্রুঘ্নের সহিত বাষ্পাকুললোচনে রামচন্দ্রের পাদমূলে উপস্থিত হইলেন, এবং অভিবাদন করিয়া, আর্য্য! এই মাত্র বলিয়া রোদন করিয়া উঠিলেন।

রামচন্দ্র উভয়কে সান্ত্বনা করিয়া বলিলেন, তোমরা কখনও নগরের বাহির হও নাই, এই দুর্গম অরণ্যে কেন আসিলে? ভরত বদ্ধাঞ্জলিপুটে বিনীতভাবে বলিলেন, আর্য্য! জননীর প্রার্থনা কুলাচার-বিরুদ্ধ হইয়াছে; আপনি রাজ্যভার গ্রহণ করিয়া মাতার সেই কলঙ্ক অপনয়ন করুন। নতুবা আমি জীবন পরিত্যাগ করিব। এই বলিয়া অশ্রু-জলে রামের চরণযুগল ধৌত করিয়া ফেলিলেন।

রামচন্দ্র সান্ত্বনা বাক্যে বলিলেন, বৎস! অকারণে জননীর প্রতি দোষারোপ করিও না। মাতৃনিন্দা করিলে নিরয়গমন হয়; উহা শুনিলেও দুরদৃষ্ট জন্মে; তুমি ও

কথা আর মুখেও আনিও না। আমি চতুর্দ্দশ বৎসরের মধ্যে রাজ্যভার গ্রহণ করিতে পারিব না; পিতৃসত্য পালন না করিয়া অযোধ্যায় প্রতিগমনও করিতে পারিব না। আর, তোমার প্রতি মহারাজের যে আদেশ আছে, তদনুসারে তুমি যুবরাজ হইয়া রাজ্যশাসন কর, পিতার কথার অন্যথাচরণ করিলে অধর্ম্ম হইবে। রাজধানীতে যাইয়া মহারাজের আজ্ঞানুরূপ কার্য্য করিয়া তদীয় শুশ্রূষায় নিযুক্ত থাক।

পিতার নামোল্লেখমাত্রেই পিতৃ-স্নেহ স্মৃতিপথে আবির্ভূত হওয়ায়, ভরত রোদন করিতে করিতে বলিলেন, আর্য্য! আর আমরা পিতার শুশ্রূষা করিতে পাইব না; আপনি সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত অরণ্যে আগমন করিলে পর, মহারাজ দুঃসহ পুত্রবিরহ সহ্য করিতে না পারিয়া মর্ত্ত্যলোক পরিত্যাগপূর্ব্বক দেবলোকে গমন করিয়াছেন। আমি তাঁহার যথাবিধি শ্রাদ্ধাদি সম্পন্ন করিয়াছি। আপনি পিতার প্রিয়পুত্র, প্রিয়পুত্রপ্রদত্ত সলিলাদি পিতৃলোকের সমধিক তৃপ্তিকর। আপনি তাঁহাকে সলিলাদি প্রদান করুন। রামচন্দ্র ভরতের কথা সমাপ্ত না হইতে হইতেই শোকাচ্ছন্ন ও অবসন্ন হইয়া পড়িলেন; এবং ভরত ও শত্রুঘ্নের স্কন্ধদেশে বাহু স্থাপন করিয়া অশ্রুবারি বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। লক্ষ্মণ ভূপৃষ্ঠে সর্ব্বাঙ্গ বিলুণ্ঠনপুর্ব্বক ক্রন্দন করিয়া উঠিলেন। সীতাও পর্ণকুটীরে মুক্তকণ্ঠে রোদন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। দেখিয়া শুনিয়া ভরত ও শত্রুঘ্নেরও শোকাবেগ নবীভূত হইয়া উঠিল। তাঁহারাও অবিশ্রান্তধারে অশ্রুধারা বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন।

যেরূপ দাবানল প্রজ্বলিত হইলে কুঞ্জরযূথের আর্ত্তনাদে কানন প্রতিধ্বনিত হয়, তদ্রূপ রাজকুমারদিগের রোদনে অরণ্য পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। অনুযায়িবর্গ যে যেখানে ছিল, ক্রন্দনের শব্দানুসারে সেই স্থানে উপস্থিত হইল। রামচন্দ্র স্বাভাবিক গাম্ভীর্য্য রক্ষা করিয়া বিলাপ করিতে করিতে বলিলেন, সীতে! মহারাজ পরলোক গমন করিয়াছেন; বৎস লক্ষ্মণ! আমরা পিতৃহীন হইলাম; আর আমি ব্রতান্তে নরেন্দ্রবিয়োজিত অযোধ্যায় প্রতিগমন করিব না। যে পিতা লোচনের অন্তরালে অবস্থিত জীবিত পুত্রদিগের বিরহ দুঃসহ ভাবিয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছেন, আমরা তাঁহার জীবনান্তজনিত চিরবিরহ সহ্য করিতেছি। আমাদিগের হৃদয় কি নির্ম্মম! আমরা কি মন্দভাগ্য! পিতার অন্তিমসময়ে যন্ত্রণা লাঘবের জন্য কোনও যত্ন করিতে পারি নাই। সে বিষম সময়ে তিনি কতই আমাদিগকে স্মরণ করিয়াছেন। এইরূপ বিলাপ করিতে করিতে সমুদায় নিশা অতিবাহিত করিলেন।

প্রাতঃকালে সকলে নিরানন্দমনে অবস্থিতি করিতেছেন এমন সময় বশিষ্ঠদেব উপস্থিত হইয়া অশেষ উপদেশ দিয়া তাঁহাদিগকে সমভিব্যাহারে লইয়া মন্দাকিনীতে অবগাহন করাইতে গেলেন। সকলে স্নানতর্পণ সমাপন করিয়া পর্ণশালায় প্রত্যাগমন করিলেন। অনন্তর বন্ধুবান্ধব, অমাত্যবর্গ প্রভৃতি সকলে বেদির চতুর্দ্দিকে উপবেশন করিলে ভরত গাত্রোত্থান করিয়া বদ্ধাঞ্জলিপুটে কাতরস্বরে বলিলেন, আর্য্য! আপনি সর্ব্বজ্যেষ্ঠ, জ্যেষ্ঠই রাজা হইয়া থাকেন, এই আমাদের কুলধর্ম্ম। আপনি কুলক্রমাগত রাজধর্ম্মের অনুসরণ করিয়া স্বয়ং রাজা হউন;

আমরা আপনার আজ্ঞাবহ দাস হইয়া কার্য্য করি। রাজ্য পালন করিতে প্রভুত বিদ্যাবত্তা ও যথেষ্ট ক্ষমতার আবশ্যকতা, আপনি কিরূপে সেই দুর্ব্বহ ভার অযোগ্যের উপর অর্পণ করিতেছেন? যে যে কর্ম্মের উপযুক্ত, তাহার উপর সেই কর্ম্মের ভার দেওয়া কর্ত্তব্য। আপনি সর্ব্বপ্রকারে উপযুক্ত, স্বয়ং সকল বিষয়ের সমাধান করিতে সমর্থ; অতএব আপনিই বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্যের ভার গ্রহণ করিয়া প্রজাপালন করুন। আমি কুলগুরু প্রভৃতি গুরুজনের সম্মুখে ধর্ম্মসাক্ষী করিয়া বলিতেছি, রাজ্যপালন অপেক্ষা বনবাস আমার স্পৃহনীয় ও সুসাধ্য; আমিই চতুর্দ্দশ বৎসর বনে বাস করিয়া মাতৃপাপের প্রায়শ্চিত্ত করিব।

রামচন্দ্র ভরতকে অশেষ প্রকারে সান্ত্বনা করিয়া বুঝাইয়া বলিলেন, বৎস! তুমি জানিয়া শুনিয়াও কেন বালকের মত কথা কহিতেছ? সন্তান হইয়া পিতাকে পতিত করিতে চেষ্টা পাইতেছ? পিতার আজ্ঞা প্রতিপালন করিয়া রাজ্যে অভিষিক্ত হও। মন্ত্রীদিগের সুমন্ত্রণা এবং কুলগুরুর সদুপদেশ অবলম্বন করিয়া সুবিচার বিতরণ কর; সাহসকে প্রধান সহায় করিয়া অপ্রতিহত প্রভাবে রাজ্যশাসন কর; হৃষ্টচিত্তে রাজধানী প্রতিগমন করিয়া জননীবর্গের সেবাশুশ্রূষায় নিযুক্ত হও। কালবিলম্ব করিও না, এক দিন রাজকার্য্য না দেখিলে অনেক অনর্থ ও বিশৃঙ্খলা ঘটিবার সম্ভাবনা। আমি পিতৃসত্য পালন না করিয়া কোন ক্রমেই গৃহে প্রতিগমন করিব না, বারংবার অনুরোধ করিলে অসন্তুষ্টই হইব।

ভরত রামচন্দ্রের কথা শুনিয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া

অধোমুখে রহিলেন! তাঁহার অশ্রুজলে ধরাতল প্লাবিত হইয়া গেল। মন্ত্রিবর্গও রামচন্দ্রের অপরিহার্য্য অধ্যবসায় দর্শনে কোন কথা বলিতে সাহসী হইলেন না। বশিষ্ঠদেব ধর্ম্মবিরুদ্ধ উপদেশ অকিঞ্চিৎকর বিবেচনা করিয়া অনুরোধ করিতে পারিলেন না।

সকলেই বিরসবদনে অপ্রফুল্লমনে অকূল চিন্তা করিতেছিলেন, এমন সময়ে ন্যায়শাস্ত্র-বিশারদ মহাবাচাল জাবালি রামচন্দ্রকে সম্বোধন করিয়া বাগ্‌জাল বিস্তার পুর্ব্বক শিরঃকম্পনসহকারে মহা আড়ম্বরে বলিলেন, রাজকুমার! মহারাজ আপনাকে বনে বাস করিতে অনুমতি দিয়াছেন। উপবনে বাস করিয়া মহারাজের বাক্য পালন করিতে পারেন। বন উপবনে কিছু প্রভেদ বোধ হয় না। তরুসমষ্টির নাম বন; উপবনে বৃক্ষসমষ্টির অসদ্ভাব নাই। অতএব তথায় বাস করিয়া মহারাজের আজ্ঞা প্রতিপালন করুন। যদি বলেন, অরণ্য হিংস্রজন্তু পুর্ণ, উপবনে তাদৃশ জন্তুর বিরলভাব, সুতরাং উপবনে বাস করিলে, বনে বসতি করা হয় না। কিন্তু মহারাজের উদ্যান সেরূপ নহে, উহাতে নানাজাতি বন্য পশু পালিত হইয়া থাকে। বন্য পশুপূর্ণ অরণ্যের সহিত মহারাজের উপবনের বৈসাদৃশ্য দেখা যায় না। যদি বলেন, অরণ্যে মনুষ্যের সমাগম থাকে না, উদ্যানে সতত মানবেরা বিচরণ করিয়া থাকে, সুতরাং বন ও উপবনের পরস্পর বৈলক্ষণ্য দেখা যাইতেছে। সে বিষয়ের মীমাংসা এই যে, আপনারা যে যে স্থানে বিচরণ করিতেছেন, সেই সেই স্থান জনসমাগম শূন্য হইতেছে না; সুতরাং বন-বিচরণ ও উপবনবিহারে প্রভেদ থাকিতেছে না। বিশেষতঃ মহারাজ প্রথমে আপনাকে

রাজ্যভার দিয়াছিলেন, পরে মহিষীর প্রার্থনায় বনে যাইতে বলেন। প্রথম আদেশ প্রথমে, দ্বিতীয় আদেশ তৎপরে পালনীয়। আদেশের পৌর্ব্বাপর্য্য অনুসারে লোকে কার্য্য করিয়া থাকে। আপনি মহারাজের প্রথম আজ্ঞা প্রতিপালন না করিয়া দ্বিতীয় আজ্ঞা রক্ষা করিতে গিয়া সেই রীতির ব্যতিক্রম করিতেছেন; ইহা ন্যায়ানুমোদিত ও যুক্তিসঙ্গত নহে। অতএব মহারাজের প্রথম আদেশ অনুসারে রাজ্যভার গ্রহণ করিয়া প্রজাপালন করুন। পরে দ্বিতীয় নিদেশের অনুষ্ঠান করিবেন। বানপ্রস্থ অবলম্বন করা রঘুবংশের কুলধর্ম্ম, আপনিও শেষবয়সে মহারাজের শেষ নিদেশ পালন করিবার জন্য বনে বাস করিবেন। ইহা হইলে উভয় পক্ষই রক্ষা পাইবে এবং আমাদেরও মনোরথ পূর্ণ হইবে। অতএব এক্ষণে রাজধানীতে চলুন। মহাসমারোহে পিতৃশ্রাদ্ধ সম্পন্ন করিয়া রাজ্য শাসন করুন।

রাম জাবালির প্রতিকূল তর্ক শ্রবণে বলিলেন, ভগবন্! বুঝিলাম আপনার অসামান্য তর্কশক্তি আছে। আপনি জানেন মীমাংসা ব্যতিরেকে তর্কশক্তি মার্জ্জিত ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি পরিশোধিত হয় না; তবে অকারণ বিরোধী তর্কের অবতারণা করিয়া মীমাংসাবাক্যের অপলাপ করিতেছেন কেন? আমি আপনার নিরর্থক হেতুবাদে ধর্ম্ম বিলোপ করিতে পারিব না; ভরত বালক, উহারে সঙ্গে লইয়া রাজধানীতে গমন করুন; যাহাতে রাজ্য নিরাপদ থাকে, উহাকে সেইরূপ পরামর্শ দিবেন।

অনন্তর ভরত বশিষ্ঠদেবকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, ভগবন্! অগ্রজ রাজশ্রী পরিগ্রহ করিলেন না। আমি

কি রাজলক্ষ্মী পরিগ্রহ করিয়া পরিবেদনদোষে দূষিত হইব? কিরূপে ঈদৃশ লোকবিগর্হিত ব্যাপারে প্রবৃত্ত হইব? সর্ব্বথা বিষম বিপদে পড়িলাম; রাজ্যভার স্বীকার করিলে পরিবেত্তা হইতে হয়; না করিলে, পিতার কথার অন্যথাচরণ এবং অগ্রজের অনুমতির অপালন হয়। কি করি, উপদেশ দিন।

বশিষ্ঠদেব ক্ষণকাল মৌনাবলম্বন করিয়া বলিলেন, রাজকুমার! ক্ষত্রিয়ের প্রজাপালন পরম ধর্ম্ম, সেই ধর্ম্মই রক্ষা করা যুক্তিযুক্ত ও কর্ত্তব্য। অতএব অগ্রজের অনুমতি লইয়া রাজধানীতে গমন কর। অনন্তর ভরত রামচন্দ্রের চরণ ধারণ করিয়া বলিলেন, আর্য্য! কিরূপে রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে হয়, উপদেশ দিন। গুরূপদেশ ব্যতিরেকে কর্ম্ম সুসম্পন্ন হয় না।

দশম পরিচ্ছেদ।

রামচন্দ্র বলিলেন বৎস! রাজব্যবহার নির্ব্বাহ করা দুরূহ ব্যাপার; উহার প্রকৃত পদ্ধতি সহজে প্রাপ্ত হওয়া যায় না; সুতরাং অনালোড়িত বিষয়ে যথাযথ উপদেশ দেওয়া সহজ ব্যাপার নহে; তথাপি সংক্ষেপে এই মাত্র বলিয়া দিতেছি, যে, যতদূর পার প্রজানুরাগ-সঞ্চয়ে যত্ন করিবে, প্রজারঞ্জনই রাজব্যবহার। বিভিন্নপ্রকৃতি প্রকৃতি-পুঞ্জের অনুরঞ্জন কার্য্য দুঃসাধ্য সাধনার দৃষ্টান্ত; উহার সাধনে বিশেষ প্রয়াস পাইতে হয়; সর্ব্বদা সাবধান ও সতর্ক ভাবে কার্য্য দেখিতে হয়। অনেক অন্বেষণে কোন বিষয়ের প্রকৃত অবস্থা অবগত হইতে হয়; যতক্ষণ প্রকৃত অবস্থা প্রকাশিত না হয়, ততক্ষণ পর্য্যবেক্ষণে নিরস্ত হওয়া উচিত নহে। অসাধারণ ধৈর্য্য ও গাম্ভীর্য্য মহামূল্য রত্নের ন্যায় শরীরে ধারণ করিতে হয়; অপকারী শত্রুর ন্যায় রাগদ্বেষ দূরীভূত করিতে হয়; পক্ষপাত মৃতদেহবৎ একেবারে পরিত্যাগ করিতে হয়; সত্যের তুলাদণ্ডে সকল কার্য্যের তুলন করিতে হয়; বিচার স্থলে বন্ধুতা, মমতা, দয়াবত্তা, বিসর্জ্জন করিতে হয়; সৎকার্য্য ও সদ্‌গুণের সমাদর ও প্রশংসা করিতে হয়; অপব্যয়ে কৃপণতা, সদ্ব্যয়ে বদান্যতা, নিত্যব্যয়ে মিতব্যয়িতা, অবলম্বন করিতে হয়। সত্ত্বগুণের অনুশীলনে অন্তঃকরণ প্রশান্ত রাখিতে হয়। যেরূপ শরৎকালীন নির্ম্মল নভস্তলে রজোযোগ সম্ভবে না, তদ্রূপ অন্তঃকরণ প্রশান্ত থাকিলে তাহাতে রজোগুণ স্থান লাভ করিতে পারে না।

রাজধর্ম্ম পালন করা যে কত কঠিন ব্যাপার, অন্য কোন বিষয়ের সহিত তাহার তুলনা করা যাইতে পারে না। যে ব্যক্তির বিচারের উপর সমুদায় সাম্রাজ্যের শুভাশুভ নির্ভর করে, তাঁহাকে যে কতদূর বিদ্যাবুদ্ধিবিশিষ্ট এবং চারিত্রগুণভূয়িষ্ঠ হইতে হয়, তাহা বলা যায় না। স্বয়ং বিদ্যাবুদ্ধি-সম্পন্ন না হইলে বিদ্যাবান্ ও বুদ্ধিমান্ লোককে নির্ব্বাচন করিয়া লওয়া যাইতে পারে না। যাঁহার নিকট বিদ্বান্ ও ধীমান্ লোক না থাকে, তিনি অসার বলিয়া গণনীয় হয়েন। স্বয়ং চারিত্রগুণসম্পন্ন না হইতে পারিলে নিকৃষ্টপ্রবৃত্তিসমূহকে সংযত করিতে পারা যায় না। রাজা কোনও অসৎ প্রবৃত্তির বশবর্ত্তী হইলে অনেক অনর্থ ও বিশৃঙ্খলা ঘটিয়া উঠে। যে ভূপতির অর্জ্জনস্পৃহা বলবতী, লোকশোষণ দ্বারা স্বীয় কোষাগার পূরণ করাই তাঁহার প্রধান কার্য্য। তিনি প্রজার হিতাহিত চিন্তা না করিয়া যে রূপেই হউক, অর্জ্জনস্পৃহা চরিতার্থ করিয়া থাকেন। যাঁহার আত্মম্ভরিতাবৃত্তি সাতিশয় তেজস্বিনী, তিনি অন্য লোকের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী না হইয়া সতত আত্মসুখে নিরত থাকেন। যখন সামান্য ব্যক্তির নিকৃষ্ট বৃত্তি বলবতী হইলে অমঙ্গলের সীমা থাকে না, তখন নিরঙ্কুশ নরপতির নিকৃষ্ট বৃত্তি প্রবল হইলে জনসমাজের কত যে অমঙ্গল ঘটে, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। অতএব সাবধান, কোন কুপ্রবৃত্তির বশীভূত হইয়া কার্য্য করিও না।

রাজা স্বয়ং সকল কার্য্য নিষ্পন্ন করিতে পারেন না; সুতরাং তাঁহাকে কার্য্যদক্ষ বিজ্ঞ লোক নিযুক্ত করিতে হয়। কার্য্য নির্ব্বাহের জন্য যিনি যেরূপ লোক নিযুক্ত

করেন, তাঁহার কার্য্য সেই নিয়োজ্যের গুণাগুণ অনুসারে নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। অতএব বিবেচনা পুর্ব্বক কর্ম্মচারী নিয়োজিত করা আবশ্যক। প্রবল অর্জ্জনস্পৃহাবিশিষ্ট এবং ন্যায়পরতাশূন্য নিযুক্ত ভৃত্য অবসর পাইলেই আপনার অর্থলালসা পরিতৃপ্ত করিয়া স্বীয় প্রভুর প্রভূত অযশঃ ও অশেষ অনুতাপ জন্মাইয়া থাকে। ইন্দ্রিয়াসক্ত ব্যক্তিকে কার্য্য চালাইবার ভার অর্পণ করিলে সে ইন্দ্রিয়সুখ পরিতৃপ্ত করিতে নিয়ত যত্নবান্ থাকে, প্রভুর ক্ষতি হইলেও তাহাতে নিরস্ত হয় না। যে কার্য্য সম্পাদন করিবার জন্য ধৈর্য্য, নৈপুণ্য, স্থিরতর বুদ্ধি ও বিশুদ্ধ স্বভাব আবশ্যক, সেই কার্য্যে কোন অধ্যবসায়হীন অনিপুণ অসচ্চরিত্র ব্যক্তি নিয়োজিত হইলে তাহা কোন ক্রমেই সুসম্পন্ন হয় না। মিত্রই হউক, বা ভৃত্যই হউক, অপাত্রে বিশ্বাস বিন্যস্ত হইলে অবশ্যই অনিষ্ট ঘটিবে সন্দেহ নাই।

ভূপালদিগের রাজ্যকার্য্য নির্ব্বাহার্থে মন্ত্রিনিয়োগ সর্ব্বাপেক্ষা বিবেচনাসাপেক্ষ। অসংশয়িতরূপে যাঁহার উপর দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারা যায়, তাঁহাকেই মন্ত্রিত্বপদে প্রতিষ্ঠিত করা উচিত। মন্ত্রণাই রাজ্যের জীবনৌষধি এবং রাজার জীবন। মন্ত্রী বিশ্বাসঘাতক হইলে রাজার রাজ্যনাশ ও প্রাণনাশের সম্ভাবনা। মন্ত্রীর সহিত রাজাকে সতর্ক হইয়া পরামর্শ করিতে হয়। কোন কার্য্য সাধন করিবার জন্য পরামর্শ গ্রহণ করিতে হইলে কেহ যেন এরূপ জানিতে না পারে যে, উহা সচিবের মন্ত্রণাক্রমে সম্পন্ন হইল। মহীপাল গোপনে অমাত্যের মন্ত্রণা গ্রহণ করিয়া কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্দ্ধারণপুর্ব্বক প্রকাশ্যে দেখাইবেন,

যে তিনি অন্যের পরামর্শনিরপেক্ষ হইয়া স্বয়ং কার্য্য করিতেছেন। মন্ত্রিত বিষয় গোপনে না রাখিলে ফলের ও গৌরবের হানি হয়।

অবিনয়ের অপনয়ন জন্য দণ্ডবিধির আবশ্যকতা। যাহাতে অবিনয় না জন্মে পূর্ব্ব হইতে এরূপ শিক্ষা প্রদান করিলে পশ্চাৎ দণ্ডবিধান করিতে হয় না। যেরূপ রোগোৎপত্তির পূর্ব্বক্ষণে ভিষক্‌পতি সুপথ্য সেবন করাইয়া ভাবী রোগ হইতে মুক্ত করিয়া দেন, তদ্রূপ বিচক্ষণ রাজা প্রজার কুপ্রবৃত্তি বলবতী হইবার পূর্ব্বে শিক্ষা দান দ্বারা সচ্চরিত্রতা সম্পাদন করিতে পারেন। প্রত্যহ ব্যবহার-দর্শনে যে প্রয়াস পাইতে হয়, প্রজার চরিত্রদোষ সংশোধনে তত কষ্ট পাইতে হয় না।

রামের এইরূপ উপদেশবচন শুনিয়া ভরত জ্যেষ্ঠ-ভক্তির নিদর্শনস্বরূপ তদীয় পাদুকাদ্বয় হেমপীঠে অধিষ্ঠাপিত করিয়া তাঁহার নামে রাজ্যশাসন করিবার প্রার্থনা করিলেন। রামচন্দ্র ভরতের কথা শুনিয়া কুলগুরুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবন্! এ অবস্থায় পাদুকাদ্বয় পরিগ্রহ করিয়া ভরতের প্রার্থনা পূরণ করিতে পারা যায় কি না? বশিষ্ঠদেব বলিলেন, বৎস রাম! কুশ-নির্ম্মিত সমুদায় বস্তুই সকল অবস্থায় ব্যবহার্য্য ও প্রশস্ত। অতএব দর্ভময় পাদুকাদ্বয় পরিগ্রহ করিয়া উহা ভরতকে প্রদান কর, উহাতে ব্রতভঙ্গের আশঙ্কা নাই। অনন্তর রামচন্দ্র চরণ দ্বারা কুশ-বিরচিত পাদুকা স্পর্শ করিয়া ভরতকে প্রদান করিলেন। ভরত সেই পবিত্র পাদুকা উত্তমাঙ্গে ধারণ করিয়া অগ্রজের চরণারবিন্দ বন্দনা করিলেন।

রামচন্দ্র ভরতকে আলিঙ্গন করিয়া রাজধানী যাইতে অনুরোধ করিলেন।

ভরত ভক্তিভাজন অগ্রজের অনুজ্ঞায় কথঞ্চিৎ সম্মত হইয়া অযোধ্যাভিমুখে গমন করিলেন। প্রজাবর্গ রাজার ন্যায় রামের অনুজ্ঞায় সম্মত হইয়া অসুখিত-চিত্তে আবাসমুখে প্রতিনিবৃত্ত হইল। ভরত পথিমধ্যে বশিষ্ঠদেবকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, ভগবন্! জনক-বিরহিত অগ্রজ-বিবর্জিত রাজধানীতে গমন করিতে ইচ্ছা হইতেছে না; অযোধ্যার পূর্ব্ব অবস্থা মনে হইলে কেবল যন্ত্রণার উদয় হয়। আর, যেখানে চিরস্মরণীয় মহারাজ প্রবলপ্রতাপে রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন, সেখানে মাদৃশ স্বল্পবুদ্ধি ব্যক্তির রাজ্য শাসন করা বিধেয় নহে। অতএব যতদিন অগ্রজ মহাশয় প্রত্যাগমন না করেন, ততদিন নন্দীগ্রামে অবস্থিতি করা কর্ত্তব্য। এক্ষণে মন্ত্রিবর্গকে তথায় যাইতে বলিয়া দিন। অনন্তর বশিষ্ঠদেবের আদেশ অনুসারে সকলেই নন্দীগ্রামে চলিয়া গেলেন। ভরত তথায় উপস্থিত হইয়া সুবর্ণসিংহাসনে রামচন্দ্রের পাদুকা-দ্বয় অধিষ্ঠাপিত করিয়া ন্যস্তধনের ন্যায় রাজ্যের রক্ষণা-বেক্ষণ করিতে লাগিলেন।

সম্পূর্ণ।